BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (10TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART :

* ROKTOPON (page 2-28)
*ALLAHDROHI O DHORMOTAGIDERKE TOWBAR PROTI AHOBBAN O TADER SATHE JUDHDHO (page 29-42)
*BOL PROYOGE BADHDHO KORA (page 43-50)
*KUTKOUSOL (page 51-66)
*SOPNER BEKHKHA (page 67-102)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الدِّيَاتِ

রক্তপণ অধ্যায়

وَقَوْلُ اللّٰهِ : وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। (৪ ঃ ৯৩)

٦٣٩٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ؟ قَالَ اَنْ تَدْعُوْ لِلّٰهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ. قَالَ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قَالَ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ ثُمَّ اَنْ تُزَانِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَهَا وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَيَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا-

৬৩৯৬ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ﷺ আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত কর অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বলল, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ তারপর হলো, তুমি তোমার সন্তানকে এ ভয়ে হত্যা কর যে, সে তোমার সাথে আহার করবে। লোকটি বলল, এরপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ তারপর হলো, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা কর। অতঃপর আল্লাহ্ এ কথার সত্যায়নে অবতীর্ণ করলেন ঃ এবং তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না, আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে (২৫ ঃ ৬৮)।

٦٣٩٧ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَّزَالَ الْمُؤْمِنُ فِىْ فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَالَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا-

banglainternet.com

৬৩৯৭ আলী (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি তার দীনের ব্যাপারে পূর্ণ প্রশান্তমনা থাকে, যে পর্যন্ত না সে কোন হারাম (অবৈধ) রক্তপাতে লিপ্ত হয়।

٦٣٩٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الْاُمُوْرِ الَّتِيْ لَا مَخْرَجَ لِمَنْ اَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيْهَا سَفْكُ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ -

৬৩৯৮ আহমাদ ইবন ইয়াকূব (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব বিষয়ে কেউ নিজেকে লিপ্ত করার পরে তার ধ্বংস থেকে লিপ্ত ব্যক্তির বাঁচার কোন উপায় থাকে না, সেগুলোর একটি হচ্ছে হালাল ব্যতীত (বৈধতাবিহীন) হারাম রক্ত প্রবাহিত (অবৈধভাবে হত্যা) করা।

٦٣٩٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوَّلُ مَا يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ -

৬৩৯৯ উবায়দুল্লাহ্ ইবন মূসা (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সর্বপ্রথম লোকদের মধ্যে যে বিষয়ের ফায়সালা করা হবে তা হলো হত্যা।

٦٤٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَدِيٍّ حَدَّثَهُ اَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ حَلِيْفَ بَنِيْ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنِيْ لَقِيْتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ يَدِيْ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ بِشَجَرَةٍ . فَقَالَ اَسْلَمْتُ لِلّٰهِ اَاَقْتُلُهُ بَعْدَ اَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقْتُلْهُ. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ طَرَحَ اِحْدٰى يَدَيَّ. ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا اَاَقْتُلُهُ ؟ قَالَ لَا تَقْتُلْهُ فَاِنْ قَتَلْتَهُ فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْتُلَهُ وَاَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِيْ قَالَ وَقَالَ حَبِيْبُ بْنُ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمِقْدَادِ اِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِيْ اِيْمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَاَظْهَرَ اِيْمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ فَكَذٰلِكَ كُنْتَ اَنْتَ تُخْفِيْ اِيْمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ -

৬৪০০ আবদান (র) ..... বনী যুহরা গোত্রের মিত্র মিকদাদ ইবন আমর কিনদী (রা) থেকে বর্ণিত। যিনি বদরের যুদ্ধে নবী ﷺ-এর সাথে হাযির ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! জনৈক কাফেরের সাথে আমার মুকাবিলা হল এবং আমাদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই বাধল। সে তরবারী দ্বারা আমার হাতে আঘাত করল এবং তা কেটে ফেলল। এরপর সে কোন বৃক্ষের আড়ালে আশ্রয় নিল। আর বলল আমি আল্লাহর জন্য মুসলমান হয়ে গেলাম। এ কথা বলার পর কি আমি তাকে হত্যা করতে পারব? রাসূলুল্লাহ্

banglainternet.com

ﷺ বললেন ঃ তুমি তাকে হত্যা করবে না। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে তো আমার এক হাত কেটে দিয়েছে। আর কেটে ফেলার পরই এ কথা বলেছে, এতে কি আমি তাকে হত্যা করতে পারব? তিনি বললেন ঃ তুমি তাকে হত্যা করবে না। (এ অবস্থায়) তুমি যদি তাকে হত্যা কর তা হলে তাকে হত্যা করার পূর্বে তুমি যে স্থলে ছিলে সে সে স্থলে এসে যাবে। আর সে উক্ত কালিমা উচ্চারণ করার পূর্বে যে স্থলে ছিল তুমি সে স্থলে চলে যাবে। হাবীব ইব্‌ন আবূ আমরা (র) সাঈদ (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ মিকদাদ্ (রা)-কে বলেছেন ঃ উক্ত মু'মিন ব্যক্তি যখন কাফের সম্প্রদায়ের সাথে অবস্থান করছিল তখন সে আপন ঈমান গোপন রেখেছিল। এরপর সে তার ঈমান প্রকাশ করল আর তুমি তাকে হত্যা করে ফেললে। তুমিও তো এর পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালে আপন ঈমান গোপন রেখেছিলে।

٢٨٦٧ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْيَاهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا اِلاَّ بِحَقِّ حَىَّ النَّاسُ مِنْهُ جَمِيْعًا

২৮৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে (৫ ঃ ৩২)। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে প্রাণ সংহার নিষিদ্ধ মনে করে তার থেকে গোটা মানব জাতির প্রাণ রক্ষা পেল

٦٤٠١ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ اِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا -

৬৪০১ কাবীসা (রা) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোন মানব সন্তানকে হত্যা করা হলে আদাম (আ)-এর প্রথম সন্তানের (কাবীল) উপর অপরাধের কিছু অংশ অবশ্যই বর্তায়।

٦٤٠٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِيْ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

৬৪০২ আবুল ওয়ালীদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা আমার পরে কুফরমুখী হয়ে যেয়ো না যে তোমরা একে অপরের গর্দান উড়াবে।

٦٤٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. رَوَاهُ اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

banglainternet.com

৬৪০৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র) ..... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে বলেছেন, লোকদেরকে নীরব কর, তোমরা আমার পরে কুফরমুখী হয়ে যেয়ো না যে, তোমরা একে অপরের গর্দান উড়াবে। আবূ বকর ও ইবন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে (অনুরূপ) বর্ণনা করেছেন।

٦٤٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ. وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. اَوْ قَالَ الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ. شَكَّ شُعْبَةُ. وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ. وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ. وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. اَوْ قَالَ وَقَتْلُ النَّفْسِ-

৬৪০৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্‌শার (র)..... আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া অথবা বলেছেন, মিথ্যা কসম করা। শু'বা (র) তাতে সন্দেহ পোষণ করেন। এবং মুয়ায (র) বলেন, শু'বা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, কবীরা গুনাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, মিথ্যা কসম করা আর মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া অথবা বলেছেন প্রাণ সংহার করা।

٦٤٠٥ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ سَمِعَ اَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ. وَقَتْلُ النَّفْسِ. وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. وَقَوْلُ الزُّوْرِ. اَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ -

৬৪০৫ ইসহাক ইবন মনসূর (র) ও আমর (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহ্‌সমূহের মধ্যে সবচাইতে বড় গুনাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, প্রাণ সংহার করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া আর মিথ্যা বলা, অথবা বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

٦٤٠٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ ظَبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ يُحَدِّثُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ قَالَ وَلَحِقْتُ اَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ قَالَ فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ فَكَفَّ عَنْهُ الْاَنْصَارِيُّ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِيْ حَتّٰى قَتَلْتُهُ. قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَقَالَ لِيْ يَا

banglainternet.com

أُسَامَةُ اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ؟ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنِّىْ لَمْ اَكُنْ اَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ -

৬৪০৬ আমর ইব্ন যুরারা (র) ..... উসামা ইব্ন যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের হারাকা শাখার বিরুদ্ধে পাঠালেন। আমরা ভোরে এ গোত্রের কাছে এলাম এবং তাদেরকে পরাস্ত করে ফেললাম। তিনি বলেন, আমি ও আনসারদের এক ব্যক্তি তাদের একজনকে ধাওয়া করে তার কাছে পৌঁছে গেলাম। তিনি বলেন, আমরা যখন আক্রমণ করতে উদ্যত হলাম তখন সে বলে উঠল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। তিনি বলেন, আনসারী ব্যক্তি তার থেকে বিরত হয়ে গেল। কিন্তু আমি তাকে আমার বর্শা দ্বারা আঘাত করে হত্যা করে ফেললাম। তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনায় পৌঁছলাম, তখন নবী ﷺ এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছল। তিনি বলেন, আমাকে তিনি বললেন ঃ হে উসামা! তুমি কি তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলার পরও হত্যা করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে আসলে হত্যা থেকে বাঁচতে চেয়েছিল। তিনি বললেন ঃ আহা! তুমি কি তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলার পরও হত্যা করলে? তিনি বলেন, তিনি বারবার কথাটি আমাকে বলতে থাকলেন। এমন কি আমি আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলাম, যদি আমি ঐ দিনের পূর্বে মুসলমান না হতাম।

٦٤٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَابِحِىِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ اِنِّىْ مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَايَعْنَاهُ عَلٰى اَلاَّ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ نَزْنِىَ وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ وَلاَ نَنْتَهِبَ وَلاَ نَعْصِىَ بِالْجَنَّةِ اِنْ فَعَلْنَا ذٰلِكَ فَاِنْ غَشِيْنَا مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ -

৬৪০৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঐ নির্বাচিত নেতাদের একজন ছিলাম যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে বায়আত করেছিলেন। আমরা তাঁর হাতে এ শর্তে বায়আত করেছি যে, আমরা আল্লাহ্র সাথে কিছুকে শরীক করব না, যিনা করব না, চুরি করব না, এমন প্রাণ সংহার করব না যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, আমরা লুণ্ঠন করব না, নাফরমানী করব না। যদি আমরা ওগুলো যথাযথ পালন করি তবে জান্নাত লাভ হবে। আর যদি এর মধ্য থেকে কোন একটা করে ফেলি তাহলে তার ফায়সালা আল্লাহ্র কাছে সমর্পিত।

٦٤٠٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا. رَوَاهُ اَبُوْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

banglainternet.com

৬৪০৮ মূসা ইবন ইসমাঈল (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আবূ মূসা (রা) নবী ﷺ থেকে (অনুরূপ) বর্ণনা করেছেন।

٦٤٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ وَيُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِاَنْصُرَ هٰذَا الرَّجُلَ. فَلَقِيَنِيْ اَبُوْ بَكْرَةَ. فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ؟ فَقُلْتُ اَنْصُرُ هٰذَا الرَّجُلَ. قَالَ ارْجِعْ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهِ-

৬৪০৯ আবদুর রহমান ইবন মুবারক (র)..... আহনাফ ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাঁকে (আলী (রা)-কে সাহায্য) করার জন্য যাচ্ছিলাম। ইত্যবসরে আমার সাথে আবূ বাকরা (রা)-এর সাক্ষাৎ ঘটল। তিনি বললেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে। তিনি বললেন, ফিরে যাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যখন দু'জন মুসলমান তরবারী নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির অবস্থান হবে জাহান্নাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর ব্যাপারটা তো বোধগম্য। কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপার সে কেমন? তিনি বললেন ঃ সেও তো প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে আগ্রহী ছিল।

٢٨٦٨ بَابُ قَوْلِهِ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى اَلْاٰيَةَ

২৮৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেওয়া হয়েছে ..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২ ঃ ১৭৮)

٢٨٦٩ بَابُ سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتّٰى يُقِرَّ وَالْاِقْرَارِ فِي الْحُدُوْدِ

২৮৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ (ইমাম কর্তৃক) হত্যাকারীকে স্বীকারোক্তি পর্যন্ত প্রশ্ন করা। আর শরীয়তের দণ্ডবিধির ব্যাপারে স্বীকারোক্তি

٦٤١٠ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَاْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا ؟ فُلَانٌ اَوْ فُلَانٌ حَتّٰى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ فَاُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتّٰى اَقَرَّ بِهِ فَرَضَّ رَاْسَهُ بِالْحِجَارَةِ -

banglainternet.com

৬৪১০ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র) ..... আনাস ইবন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। জনৈক ইহুদী একটি বালিকার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে চূর্ণ করে দিল। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল কে তোমার

সাথে এ আচরণ করেছে? অমুক অথবা অমুক? শেষ পর্যন্ত ইহুদীটির নাম বলা হল। তাকে নবী ﷺ-এর কাছে আনা হল এবং তিনি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত সে তা স্বীকার করল। সুতরাং প্রস্তরাঘাতের মাধ্যমে তার মাথা চূর্ণ করে দেওয়া হল।

٢٨٧٠. بَابُ اِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ اَوْبِعَصًا

২৮৭০. অনুচ্ছেদ ঃ পাথর বা লাঠি দ্বারা হত্যা করা

٦٤١١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ جَدِّهِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا اَوْضَاحٌ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ فَرَمَاهَا يَهُوْدِيٌّ بِحَجَرٍ قَالَ فَجِيْءَ بِهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فُلَانٌ قَتَلَكِ فَرَفَعَتْ رَاْسَهَا فَاَعَادَ عَلَيْهَا قَالَ فُلَانٌ قَتَلَكِ فَرَفَعَتْ رَاْسَهَا فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ فُلَانٌ قَتَلَكِ فَخَفَضَتْ رَاْسَهَا فَدَعَا بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ -

৬৪১১ মুহাম্মদ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রৌপ্যালংকার পরিহিতা জনৈকা বালিকা মদীনায় বের হল। রাবী বলেন, তখন জনৈক ইহুদী তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করল। রাবী বলেন, তাকে মুমূর্ষাবস্থায় নবী ﷺ-এর কাছে আনা হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার মাথা উঠাল। তিনি তাকে আবার বললেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার মাথা উঠাল। তিনি তাকে তৃতীয়বার বললেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার মাথা নিচু করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রস্তর নিক্ষেপকারীকে ডেকে আনলেন এবং তাকে দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে হত্যা করালেন।

٢٨٧١ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ : اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الْاٰيَةَ

২৮৭১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ প্রাণের বদলে প্রাণ..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৫ ঃ ৪৫)

٦٤١٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَحِلُّ دَمُ اَمْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلَاثٍ : اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ. وَالثَّيِّبُ الزَّانِي. وَالْمُفَارِقُ لِدِيْنِهِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ -

৬৪১২ উমর ইব্‌ন হাফস (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি যিনি সাক্ষ্য দেন যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। তিন-তিনটি কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। (যথা) প্রাণের বদলে প্রাণ। বিবাহিত ব্যভিচারী। আর স্বীয় দীন পরিত্যাগকারী মুসলিম জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি।

banglainternet.com

٢٨٧٢ بَابُ مَنْ أَقَادَ بِحَجَرٍ

২৮৭২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পাথর দ্বারা কিসাস নিল

٦٤١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ أَقَتَلَكِ فُلاَنٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ. ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ. ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِحَجَرَيْنِ -

৬৪১৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ইহুদী একটি বালিকাকে তার রৌপ্যালংকারের লোভে হত্যা করল। সে তাকে পাথর দ্বারা হত্যা করল। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে নবী ﷺ এর কাছে আনা হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক কি তোমাকে হত্যা করেছে? সে তার মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করল যে, না। এরপর দ্বিতীয়বার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে তার মাথা দিয়ে ইশারা করল যে, না। তারপর তৃতীয়বার তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে তার মাথা দিয়ে ইশারা করল যে, হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ তাকে (হত্যাকারীকে) দু'টি পাথর দ্বারা হত্যা করলেন।

٢٨٧٣ بَابُ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

২৮৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে হত্যা করা হলে তার উত্তরাধিকারিগণ দুই প্রকার দণ্ডের যে কোন একটি প্রয়োগের ইখ্তিয়ার লাভ করে

٦٤١٤ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي أَلاَ وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ مُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

banglainternet.com

الأَ الأَذْخِرَ . وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيْلِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ اَبِيْ نُعَيْمٍ الْمَقْتَلَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اِمَّا اَنْ يُقَادَ اَهْلُ الْقَتِيْلِ -

৬৪১৪ আবূ নু'আয়ম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। খুযা'আ গোত্রের লোকেরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাজা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর খুযা'আ গোত্রের লোকেরা জাহিলী যুগের স্বগোত্রীয় নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ হিসেবে বনী লায়স গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ্ মক্কা থেকে হস্তীদলকে রুখেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে আপন রাসূল ও মু'মিনদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছেন। জেনে রেখো! মক্কা আমার পূর্বে কারো জন্য হালাল হয়নি, আর আমার পরও কারো জন্য হালাল হবে না। জেনে রেখো! আমার ক্ষেত্রে তা দিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল। সাবধান! তা আমার এ সময়ে এমন সম্মানিত, তার কাঁটা উপড়ানো যাবে না, তার বৃক্ষ কাটা যাবে না, তাতে পড়ে থাকা বস্তু মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত তুলে নেওয়া যাবে না। আর যার কাউকে হত্যা করা হয় সে দু'প্রকার দণ্ডের যে কোন একটি প্রয়োগের ইখ্তিয়ার লাভ করবে। হয়ত রক্তপণ গ্রহণ করা হবে, নতুবা কিসাস নেওয়া হবে। এ সময় ইয়ামনবাসী এক ব্যক্তি দাঁড়াল, যাকে আবূ শাহ্ বলা হয়। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে লিখে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা আবূ শাহ্কে লিখে দাও। তারপর কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়াল। আর বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইয্খির ব্যতীত। কেননা, আমরা তা আমাদের ঘরে, আমাদের কবরে ব্যবহার করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ইয্খির ব্যতীত। উবায়দুল্লাহ্ (র) শায়বান (র) থেকে اَلْفِيْلُ (হস্তী)-এর ব্যাপারে হারব ইব্ন শাদ্দাদ (র)-এর অনুসরণ করেছেন। কেউ কেউ আবূ নু'আয়ম (র) থেকে اَلْمَقْتَلُ শব্দ নকল করেছেন। উবায়দুল্লাহ্ (র) وَاِمَّا اَنْ يُقَادَ – এর পরে اَهْلُ الْقَتِيْلِ শব্দও বর্ণনা করেছেন।

٦٤١٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ فِيْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيْهِمُ الدِّيَةُ . فَقَالَ اللّٰهُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى . اِلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَالْعَفْوُ اَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ . قَالَ وَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ اَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوْفٍ وَيُؤَدِّيَ بِاِحْسَانٍ -

৬৪১৫ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে কিসাসের বিধান বলবত ছিল। তাদের মধ্যে রক্তপণের বিধান ছিল না। তবে আল্লাহ্ এ উম্মতকে বললেন ঃ নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে ..... কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে পর্যন্ত (২ ঃ ১৭৮)। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ক্ষমা প্রদর্শনের অর্থ হলো ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার ক্ষেত্রে রক্তপণ গ্রহণ করা। তিনি বলেন, আর প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে, যুক্তিসঙ্গত দাবি ও সদয়ভাবে দীয়ত আদায় করা।

banglainternet.com

٢٨٧٤ بَابُ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

২৮৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ যথার্থ কারণ ব্যতীত রক্তপাত দাবি করা

٦٤١٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللّٰهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ. وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ -

৬৪১৬ আবুল ইয়ামান (র) ...... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলছেন ঃ আল্লাহর কাছে সবচাইতে ঘৃণিত ব্যক্তি হচ্ছে তিনজন। যে ব্যক্তি হারাম শরীফে অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ইসলামী যুগে জাহিলী যুগের প্রথা তালাশ করে। যে ব্যক্তি যথার্থ কারণ ব্যতীত কারো রক্তপাত দাবি করে।

٢٨٧٥ بَابُ الْعَفْوِ فِي الْخَطَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ

২৮৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ ভুলক্রমে হত্যার ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর ক্ষমা প্রদর্শন করা

٦٤١٧ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا. الْوَاسِطِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ يَاعِبَادَ اللّٰهِ أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَبِي أَبِي فَقَتَلُوهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ قَالَ وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ -

৬৪১৭ ফারওয়া ও মুহাম্মদ ইবন হারব (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন ইবলীস লোকদের মাঝে চিৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দারা! পিছনের দলের ওপর আক্রমণ কর। ফলে তাদের সম্মুখভাগ পশ্চাতভাগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমন কি তারা ইয়ামানকে হত্যা করে ফেলল। তখন হুযায়ফা (রা) বললেন, আমার পিতা! আমার পিতা! কিন্তু তারা তাকে হত্যা করে ফেলল। তখন হুযায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। রাবী বলেন, মুশরিকদের একটি দল পরাজিত হয়ে তায়েফ চলে গিয়েছিল।

٢٨٧٦ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً الْآيَةَ

২৮৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ কোন মু'মিন ব্যক্তির অন্য মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা বৈধ নয়। তবে ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র ...... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৪ ঃ ৯২)

banglainternet.com

٢٨٧٧ بَابُ إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

২৮৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ একবার হত্যার স্বীকারোক্তি করলে তাকে হত্যা করা হবে

٦٤١٨ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا اَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ اَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَاْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا اَفُلَانٌ اَفُلَانٌ حَتّٰى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ فَاَوْمَاَتْ بِرَاْسِهَا فَجِيْءَ بِالْيَهُوْدِيِّ فَاعْتَرَفَ فَاَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَاْسُهُ بِالْحِجَارَةِ وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ بِحَجَرَيْنِ -

৬৪১৮ ইসহাক (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ইহুদী একটি বালিকার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে চূর্ণ করে দিল। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কে তোমার সাথে এমন আচরণ করেছে? অমুক? না অমুক? অবশেষে ইহুদী লোকটির নাম উল্লেখ করা হল। তখন সে তার মাথা দিয়ে (হ্যাঁ-সূচক) ইশারা করল। তখন ইহুদী লোকটিকে আনা হল এবং সে স্বীকার করল। ফলে নবী ﷺ তার ব্যাপারে নির্দেশ করলেন, তাই তার মাথা একটি পাথর দিয়ে চূর্ণ করা হল এবং হাম্মাম (র) বলেন, দু'টি পাথর দিয়ে।

٢٨٧٨ بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْاَةِ

২৮৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলার বদলে পুরুষকে হত্যা করা

٦٤١٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ يَهُوْدِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلٰى اَوْضَاحٍ لَهَا -

৬৪১৯ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একজন ইহুদীকে একজন বালিকার বদলে হত্যা করেছেন। সে রৌপ্যালংকারের লোভে ওকে হত্যা করেছিল।

٢٨٧٩ بَابُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِى الْجِرَاحَاتِ وَقَالَ اَهْلُ الْعِلْمِ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْاَةِ ، وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ تُقَادُ الْمَرْاَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِىْ كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُوْنَهَا مِنَ الْجِرَاحِ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَاِبْرَاهِيْمُ وَاَبُو الزِّنَادِ عَنْ اَصْحَابِهِ وَجَرَحَتْ اُخْتُ الرُّبَيِّعِ اِنْسَانًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْقِصَاصُ

২৮৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ আহত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষদের মধ্যে কিসাস। আলিমগণ বলেন, নারীর বদলে পুরুষকে হত্যা করা হবে। আর উমর (রা) থেকে বর্ণনা করা হয় যে, ইচ্ছাকৃতভাবে প্রত্যেক হত্যা বা আহত করার ক্ষেত্রে নারীর বদলে পুরুষকে কিসাসের বিধানানুসারে শাস্তি দেওয়া হবে। ইহাই উমর ইবন আবদুল আযীয (র), ইবরাহীম (র) এবং আবূয যিনাদ (র)-এর অভিমত তাদের আসহাব থেকে। রুবায়-এর বোন কোন এক ব্যক্তিকে আহত করলে নবী ﷺ বলেন, এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধান হল 'কিসাস'

banglainternet.com

٦٤٢٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَدَدْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِىْ

مَرْضِه فَقَالَ لاَ تَلُدُّوْنِىْ . فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ الدَّوَاءَ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ لاَ يَبْقَى اَحَدٌ مِنْكُمْ اِلاَّ لُدَّ غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَاِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ -

৬৪২০ আমর ইবন আলী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর অসুখের সময় তাঁর মুখের এক কিনারায় ঔষধ ঢেলে দিলাম। তিনি বলেন, তোমরা আমার মুখের কিনারায় ঔষধ দিও না। আমরা মনে করলাম, রোগী ঔষধ সেবন অপছন্দ করেই থাকে। যখন তাঁর হুঁশ ফিরে এলো, তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যেন এমন কেউ থাকে না, যার মুখের কিনারায় জোরপূর্বক ঔষধ ঢেলে দেয়া না হয় শুধুমাত্র আব্বাস ব্যতীত। কেননা, সে তোমাদের কাছে হাযির ছিল না।

٢٨٨. بَابُ مَنْ اَخَذَ حَقَّهُ اَوِ اقْتَصَّ دُوْنَ السُّلْطَانِ

২৮৮০. অনুচ্ছেদ ঃ হাকিমের কাছে মোকাদ্দমা দায়ের করা ব্যতীত আপন অধিকার আদায় করে নেওয়া বা কিসাস গ্রহণ করা

٦٤٢١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ اَنَّ الْاَعْرَجَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ . وَبِاِسْنَادِهِ لَوِ اطَّلَعَ فِىْ بَيْتِكَ اَحَدٌ وَلَمْ تَاْذَنْ لَهُ خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ . فَفَقَاْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ -

৬৪২১ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা হচ্ছি (পৃথিবীতে) সর্বশেষ ও (আখিরাতে) সর্বপ্রথম। উক্ত হাদীসের সূত্রে এও বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ যদি কেউ তোমার ঘরে তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে উঁকি মারে আর তুমি পাথর নিক্ষেপ করে তার চক্ষু ফুটা করে দাও, তাতে তোমার কোন গুনাহ্ হবে না।

٦٤٢٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ حُمَيْدٍ اَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِىْ بَيْتِ النَّبِىِّ ﷺ فَسَدَّدَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ مِشْقَصًا . فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -

৬৪২২ মুসাদ্দাদ (র)..... হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর ঘরে উঁকি মারল। নবী ﷺ তার প্রতি চাকু নিক্ষেপের প্রস্তুতি নিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে (এ হাদীস)-কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা)।

٢٨٨١ بَابُ اِذَا مَاتَ فِى الزِّحَامِ اَوْ قُتِلَ

২৮৮১. অনুচ্ছেদ ঃ (জনতার) ভিড়ে মারা গেলে বা হত্যা করা হলে

banglainternet.com

٦٤٢٣ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ اَخْبَرَنَا عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ فَصَاحَ اِبْلِيْسُ اَىْ عِبَادَ اللّٰهِ اُخْرَاكُمْ

فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ ، فَقَالَ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَبِي أَبِي قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ ، قَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ -

৬৪২৩ ইসহাক ইবন মানসূর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন যখন মুশরিকরা পরাজিত হয়ে গেল তখন ইবলীস চিৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দাগণ! পিছনের দলের উপর আক্রমণ কর। তখন সম্মুখবর্তীরা পশ্চাতবর্তীদের উপর আক্রমণ করল ও পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হল। তখন হুযায়ফা (রা) তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে তাঁর বাবা ইয়ামান আক্রান্ত হয়েছেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! (এ তো) আমার পিতা! আমার পিতা! তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তারা তাকে হত্যা না করে ক্ষান্ত হল না। হুযায়ফা (রা) বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। উরওয়া (র) বলেন, এ কারণে হুযায়ফা (রা)-এর অন্তরে আল্লাহর সাথে মিলন না হওয়া পর্যন্ত এই স্মৃতি জাগরূক ছিল।

٢٨٨٢ بَابُ إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلاَ دِيَةَ لَهُ

২৮৮২. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেউ ভুলবশত নিজেকে হত্যা করে ফেলে তখন তার কোন রক্তপণ নেই

٦٤٢٤ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيْهَاتِكَ فَحَدَابِهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنِ السَّائِقُ؟ قَالُوا عَامِرٌ، فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلاَّ أَمْتَعْتَنَا بِهِ فَأُصِيبَ صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ حَبِطَ عَمَلُهُ قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ ، فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَهَا إِنَّ لَهُ لأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ ، وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ -

৬৪২৪ মাক্কী ইবন ইবরাহীম (র)..... সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সাথে খায়বার অভিমুখে রওয়ানা হলাম। তখন তাদের এক ব্যক্তি বলল, হে আমির! তোমরা আমাদেরকে উট চালনার কিছু সঙ্গীত শোনাও। সে তাদেরকে তা গেয়ে শোনাল। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ চালকটি কে? তারা বলল, আমির। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাকে রহম করুন। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে তার থেকে দীর্ঘকাল উপকৃত হবার সুযোগ করে দিন। পরদিন সকালে আমির নিহত হল। তখন লোকেরা বলতে লাগল, তার আমল বরবাদ হয়ে গেছে, সে নিজেকে হত্যা করেছে। যখন আমি ফিরলাম, আর লোকেরা বলাবলি করছিল যে, আমিরের আমল বরবাদ হয়ে গেছে, তখন আমি নবী ﷺ -এর নিকট এলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান। তাদের ধারণা, আমিরের আমল বরবাদ হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ যে এমনটা বলেছে মিথ্যা বলেছে। কেননা, আমিরের জন্য দ্বিগুণ

banglainternet.com

পুরস্কার। কারণ সে (সৎ কাজে) অতিশয় যত্নবান, (আল্লাহর রাস্তায়) মুজাহিদ। অন্য কোন প্রকার হত্যা এর চেয়ে অধিক পুরস্কারের অধিকারী করতে পারে।

٢٨٨٣ بَابُ اِذَا عَضَّ رَجُلاً فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

২৮৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে দাঁত দিয়ে কামড় দেওয়ার ফলে তার দাঁত উপড়ে গেলে

٦٤٢٥ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ اَوْفٰى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيْهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوْا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَعَضُّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَدِيَةَ لَكَ -

৬৪২৫ আদাম (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। সে তার হাত ঐ ব্যক্তির মুখ থেকে টেনে বের করল। ফলে তার দু'টি দাঁত উপড়ে গেল। তারা নবী ﷺ -এর নিকট তাদের মুকাদ্দমা পেশ করল। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ তার ভাইকে কি কামড়াবে? যেমন উট কামড়ে থাকে! তোমার জন্য কোন রক্তপণ নেই।

٦٤٢٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْتُ فِيْ غَزْوَةٍ فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَاَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ -

৬৪২৬ আবূ আসিম (র) ..... ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন একটি যুদ্ধে বেরিয়েছিলাম। তখন এক ব্যক্তি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে; ফলে তার দাঁত উপড়ে যায়। তখন নবী ﷺ (দাঁতের) দীয়তকে বাতিল করে দিলেন।

٢٨٨٤ بَابُ السِّنُّ بِالسِّنِّ

২৮৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ দাঁতের বদলে দাঁত

٦٤٢٧ حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا فَاَتَوا النَّبِيَّ ﷺ فَاَمَرَ بِالْقِصَاصِ -

৬৪২৭ আনসারী (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাযারের কন্যা একটি বালিকাকে থাপ্পড় মেরে তার দাঁত ভেঙ্গে ফেলল। তারা নবী ﷺ -এর নিকট এল। তখন তিনি কিসাসের নির্দেশ দিলেন।

٢٨٨٥ بَابُ دِيَةِ الْاَصَابِعِ

২৮৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ আঙ্গুলের রক্তপণ

banglainternet.com

٦٤٢٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْاِبْهَامَ -

৬৪২৮ আদাম (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (দীয়তের ব্যাপারে) এটি এবং ওটি সমান। অর্থাৎ কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি।

٦٤٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَحْوَهُ-

৬৪২৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

٢٨٨٦ بَابُ اِذَا اَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقَبُ اَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ اَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ ثُمَّ جَاءَ بِاٰخَرَ قَالاَ اَخْطَاْنَا فَاَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَاَخَذَا بِدِيَةِ الاَوَّلِ وَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ اَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ لِيْ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ غُلاَمًا قُتِلَ غِيْلَةً فَقَالَ عُمَرُ لَوِ اشْتَرَكَ فِيْهَا اَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ وَقَالَ مُغِيْرَةُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ اِنَّ اَرْبَعَةً قَتَلُوْا صَبِيًّا فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ وَاَقَادَ اَبُوْ بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ ، وَاَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ ، وَاَقَادَ عَلِيٌّ مِنْ ثَلاَثَةِ اَسْوَاطٍ ، وَاَقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُشٍ-

২৮৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ যখন একটি দল কোন এক ব্যক্তিকে বিপন্ন করে তোলে, তখন তাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করা হবে কি? অথবা সকলের নিকট থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে কি? মুতার্‌রিফ (র) শাবী (র) থেকে এমন দু'জন ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণনা করেন যারা এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেছিল যে, সে চুরি করেছে। তখন আলী (রা) তার হাত কেটে ফেললেন। তারপর তারা অপর একজনকে নিয়ে এসে বলল, আমরা ভুল করে বসেছি। তখন তিনি তাদের সাক্ষ্য বাতিল করে দিলেন এবং প্রথম ব্যক্তির দীয়ত (রক্তপণ) গ্রহণ করলেন। আর বললেন, যদি আমি জানতাম যে তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কাজটি করেছ, তাহলে তোমাদের উভয়ের হাত কেটে ফেলতাম। আবূ আব্‌দুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন, আমাকে ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একটি বালককে গোপনে হত্যা করা হয়। তখন উমর (রা) বললেন, যদি গোটা সান্'আবাসী এতে অংশ নিত তাহলে আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। মুগীরা ইব্‌ন হাকীম (র) আপন পিতা হাকীম থেকে বর্ণনা করেন যে, চারজন লোক একটি বালককে হত্যা করেছিল। তখন উমর (রা) অনুরূপ কথা বলেছিলেন। আবূ বকর ও ইব্‌ন যুবায়র, আলী ও সুওয়ায়দ ইব্‌ন মুকাররিন (রা) থাপ্পড়ের ক্ষেত্রে কিসাসের নির্দেশ দেন। উমর (রা) ছড়ি দিয়ে প্রহারের ব্যাপারে কিসাসের নির্দেশ দেন। আর আলী (রা) তিনটি বেত্রাঘাতের জন্য কিসাসের নির্দেশ দেন এবং শুরায়হ্ (র) একটি বেত্রাঘাত ও নখের আঁচড়ের জন্য কিসাস কার্যকর করেন

banglainternet.com

٦٤٣٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَا النَّبِىَّ ﷺ فِىْ مَرَضِهٖ وَجَعَلَ يُشِيْرُ اِلَيْنَا اَنْ لَا تَلُدُّوْنِىْ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَلَمْ اَنْهَكُمْ اَنْ تَلُدُّوْنِىْ قَالَ قُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَبْقٰى مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا لُدَّ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَّا الْعَبَّاسَ فَاِنَّهٗ لَمْ يَشْهَدْكُمْ-

৬৪৩০ মুসাদ্দাদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর অসুখের সময় তাঁর মুখের কিনারায় ঔষধ ঢেলে দিলাম। আর তিনি আমাদের দিকে ইশারা করতে থাকলেন যে, তোমরা আমার মুখের কিনারায় ঔষধ ঢেলে দিও না। আমরা মনে করলাম যে, রোগীর ঔষধের প্রতি অনীহা-ই এর কারণ। যখন তিনি হুঁশ ফিরে পেলেন, তখন বললেন ঃ আমাকে (জোরপূর্বক) ঔষধ সেবন করাতে কি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম, রোগীর ঔষধের প্রতি অনীহা ভাবই এর কারণ বলে আমরা মনে করেছি। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের মাঝে যেন এমন কেউ না থাকে যার মুখে জোরপূর্বক ঔষধ ঢালা হয় আর আমি দেখতে থাকব শুধু আব্বাস ব্যতীত। কেননা, সে তোমাদের সাথে ছিল না।

٢٨٨٧ بَابُ الْقَسَامَةِ وَقَالَ الْاَشْعَثُ ابْنُ قَيْسٍ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ شَاهِدَاكَ اَوْ يَمِيْنُهٗ ، وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ لَمْ يُقِدْبِهَا مُعَاوِيَةُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اِلٰى عَدِىِّ بْنِ اَرْطَاةَ وَكَانَ اَمَّرَهٗ عَلَى الْبَصْرَةِ فِىْ قَتِيْلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ السُّمَّانِيْنَ اِنْ وَجَدَ اَصْحَابُهٗ بَيِّنَةً وَاِلَّا فَلَا تَظْلِمِ النَّاسَ فَاِنَّ هٰذَا لَا يُقْضٰى فِيْهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

২৮৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ 'কাসামাহ' (শপথ)। আশ্‌আছ ইব্‌ন কায়স (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি দু'জন সাক্ষী পেশ করবে, নতুবা তার কসম! ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) বলেন, মু'আবিয়া (রা) কাসামা অনুযায়ী কিসাস গ্রহণ করতেন না। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তাঁর তরফ থেকে নিযুক্ত বসরার গভর্নর আদী ইব্‌ন আরতাত (র)-এর কাছে একজন নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে পত্র লিখেন, যাকে তেল ব্যবসায়ীদের বাড়ির কাছে পাওয়া গিয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, যদি তার আত্মীয়-স্বজনরা প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে দণ্ড প্রদান করবে নতুবা লোকদের ওপর যুলম করবে না। কেননা, তা এমন ব্যাপার, যার কিয়ামত পর্যন্ত ফায়সালা করা যায় না

٦٤٣١ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهٗ سَهْلُ بْنُ اَبِىْ حَثْمَةَ اَخْبَرَهٗ اَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهٖ انْطَلَقُوْا اِلٰى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوْا فِيْهَا وَوَجَدُوْا اَحَدَهُمْ قَتِيْلًا وَقَالُوْا لِلَّذِيْنَ وُجِدَ فِيْهِمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا ، قَالُوْا مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا فَانْطَلَقُوْا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

banglainternet.com

انْطَلَقْنَا الٰى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا اَحَدَنَا قَتِيْلاً فَقَالَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَقَالَ لَهُمْ تَاْتُوْنَ بِالْبَيِّنَةِ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُ ؟ قَالُوْا مَالَنَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ فَيَحْلِفُوْنَ ، قَالُوْا لاَنَرْضٰى بِاَيْمَانِ الْيَهُوْدِ ، فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ-

৬৪৩১ আবূ নু'আয়ম (র) সাহল ইব্ন আবূ হাস্‌মা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার গোত্রের একদল লোক খায়বার গমন করল ও তথায় তারা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। তারা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেল। এবং যাদের কাছে তাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল তাদেরকে তারা বলল, তোমরা আমাদের সাথীকে হত্যা করেছ। তারা বলল, আমরা তাকে না হত্যা করেছি, না হত্যাকারীকে জানি। এরপর তারা নবী ﷺ-এর কাছে গেল এবং বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা খায়বার গিয়েছিলাম। আর আমাদের একজনকে তথায় নিহত অবস্থায় পেলাম। তখন তিনি বললেন ঃ বয়োবৃদ্ধকে বলতে দাও। বয়োবৃদ্ধকে বলতে দাও। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমাদেরকে তার হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে হবে। তারা বলল, আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। তিনি বললেন ঃ তাহলে ওরা কসম করে নেবে। তারা বলল, ইহুদীদের কসমে আমাদের আস্থা নেই। এ নিহতের রক্ত মূল্যহীন হয়ে যাক তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পছন্দ করলেন না। তাই সাদাকার একশ' উট প্রদান করে তার রক্তপণ আদায় করলেন।

٦٤٣٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ اِسْمٰعِيْلُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ الاَسَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ رَجَاءٍ مِنْ اٰلِ اَبِيْ قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ قِلاَبَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَبْرَزَ سَرِيْرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ ثُمَّ اَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا ، فَقَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِى الْقَسَامَةِ ؟ قَالُوْا نَقُوْلُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ وَقَدْ اَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ ، قَالَ لِيْ مَا تَقُوْلُ يَا اَبَا قِلاَبَةَ وَنَصَبَنِيْ لِلنَّاسِ ، فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِنْدَكَ رُؤُسُ الاَجْنَادِ وَاَشْرَافُ الْعَرَبِ اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ شَهِدُوْا عَلٰى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ اَنَّهُ قَدْ زَنٰى لَمْ يَرَوْهُ اَكُنْتَ تَرْجُمُهُ ؟ قَالَ لاَ ، قُلْتُ اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ شَهِدُوْا عَلٰى رَجُلٍ بِحِمْصَ اَنَّهُ سَرَقَ اَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ ؟ قَالَ لاَ، قُلْتُ فَوَاللّٰهِ مَا قَتَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَدًا قَطُّ اِلاَّ فِىْ ثَلاَثِ خِصَالٍ رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيْرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ ، اَوْ رَجُلٌ زَنٰى بَعْدَ اِحْصَانٍ ، اَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ، وَارْتَدَّ عَنِ الاِسْلاَمِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ ، اَوَ لَيْسَ قَدْ حَدَّثَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطَعَ فِى السَّرِقِ وَسَمَرَ الاَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِى الشَّمْسِ ، فَقُلْتُ اَنَا اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثَ اَنَسٍ حَدَّثَنِيْ اَنَسٌ اَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَايَعُوْهُ عَلٰى

banglainternet.com

الْاِسْلاَمِ فَاسْتَوْخَمُوا الْاَرْضَ فَسَقِمَتْ اَجْسَامُهُمْ فَشَكَوْا ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ اَفَلاَ تَخْرُجُوْنَ مَعَ رَاعِيْنَا فِىْ اِبِلِهِ فَتُصِيْبُوْنَ مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا قَالُوْا بَلٰى فَخَرَجُوْا فَشَرِبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَصَحُّوْا فَقَتَلُوْا رَاعِىَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَطَرَدُوْا النَّعَمَ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَرْسَلَ فِىْ اٰثَارِهِمْ فَاُدْرِكُوْا فَجِىْءَ بِهِمْ فَاَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ وَسُمِرَتْ اَعْيُنُهُمْ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِى الشَّمْسِ حَتّٰى مَاتُوْا ، قُلْتُ وَاَىُّ شَىْءٍ اَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلاَءِ اِرْتَدُّوْا عَنِ الْاِسْلاَمِ وَقَتَلُوْا وَسَرَقُوْا فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللّٰهِ اِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، فَقُلْتُ اَتَرُدُّ عَلَىَّ حَدِيْثِىْ يَا عَنْبَسَةُ فَقَالَ لاَ ، وَلٰكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيْثِ عَلٰى وَجْهِهِ ، وَاللّٰهِ لاَ يَزَالُ هٰذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هٰذَا الشَّيْخُ بَيْنَ اَظْهُرِهِمْ ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَ فِىْ هٰذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوْا عِنْدَهُ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ فَقُتِلَ ، فَخَرَجُوْا بَعْدَهُ ، فَاِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِى الدَّمِ ، فَرَجَعُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَاحِبُنَا الَّذِىْ كَانَ يُحَدِّثُ مَعَنَا فَخَرَجَ بَيْنَ اَيْدِيْنَا فَاِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِى الدَّمِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بِمَنْ تَظُنُّوْنَ اَوْ لِمَنْ تَرَوْنَ قَتَلَهُ فَقَالُوْا نَرٰى اَنَّ الْيَهُوْدَ قَتَلَتْهُ فَاَرْسَلَ اِلَى الْيَهُوْدِ فَدَعَاهُمْ ، فَقَالَ اَاَنْتُمْ قَتَلْتُمْ هٰذَا ؟ قَالُوْا لاَ ، قَالَ اَتَرْضَوْنَ نَفْلَ خَمْسِيْنَ مِنَ الْيَهُوْدِ مَا قَتَلُوْهُ فَقَالُوْا مَا يُبَالُوْنَ يَقْتُلُوْنَا اَجْمَعِيْنَ ، ثُمَّ يَنْفِلُوْنَ قَالَ اَفَتَسْتَحِقُّوْنَ الدِّيَةَ بِاَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ ، قَالُوْا مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوْا خَلِيْعًا لَهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَطَرَقَ اَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ ، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَاَخَذُوْا الْيَمَانِىَّ فَرَفَعُوْهُ اِلٰى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ وَقَالُوْا قَتَلَ صَاحِبَنَا ، فَقَالَ اِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوْهُ ، فَقَالَ يُقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوْهُ قَالَ فَاَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَاَرْبَعُوْنَ رَجُلاً ، فَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّامِ فَسَاَلُوْهُ اَنْ يُقْسِمَ فَافْتَدٰى يَمِيْنَهُ مِنْهُمْ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَاَدْخَلُوْا مَكَانَهُ رَجُلاً اٰخَرَ ، فَدَفَعَهُ اِلٰى اَخِى الْمَقْتُوْلِ ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ ، قَالُوْا فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُوْنَ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا ، حَتّٰى اِذَا

banglainternet.com

كَانُوْا بِنَخْلَةَ ، اَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ ، فَدَخَلُوْا فِى غَارٍ فِى الْجَبَلِ فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِيْنَ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا فَمَاتُوْا جَمِيْعًا وَاَفْلَتَ الْقَرِيْنَانِ فَاَتْبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ اَخِى الْمَقْتُوْلِ ، فَعَاشَ حَوْلاً ثُمَّ مَاتَ ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ اَقَادَ رَجُلاً بِالْقَسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ فَاَمَرَ بِالْخَمْسِيْنَ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا فَمُحُوا مِنَ الدِّيْوَانِ وَسَيَّرَهُمْ اِلَى الشَّامِ-

৬৪৩২ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) আবূ কিলাবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) তাঁর সিংহাসন জনসাধারণকে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের করলেন। এরপর লোকদেরকে তাঁর নিকট আসার অনুমতি প্রদান করলেন। তারা প্রবেশ করল। তারপর বললেন, তোমরা কাসামা (কসম) সম্বন্ধে কি মত পোষণ কর? তারা বলল, আমাদের মতে কাসামার ভিত্তিতে কিসাস গ্রহণ করা বিধেয়। খলীফাগণ এর ভিত্তিতে কিসাস কার্যকর করেছেন। তিনি আমাকে বললেন, হে আবূ কিলাবা। তুমি কি বল? তিনি আমাকে লোকদের সামনে দাঁড় করালেন। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কাছে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও আরব নেতৃবৃন্দ রয়েছেন, বলুন তো! যদি তাদের থেকে পঞ্চাশ ব্যক্তি দামেশ্কের একজন বিবাহিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে যে সে যিনা করেছে, অথচ তারা তাকে দেখেনি, তাহলে আপনি তাকে রজম করবেন কি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, বলুন তো! যদি তাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জন হিম্স নিবাসী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে চুরি করেছে। অথচ তারা তাকে দেখেনি, তাহলে কি আপনি তার হাত কাটবেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন কারণের কোন একটি ব্যতীত কাউকে হত্যা করেননি। (যথা) ঃ (অন্যায়ভাবে) কাউকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করা হবে। অথবা যে ব্যক্তি বিয়ের পর যিনা করে, অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও ইসলাম থেকে ফিরে মুরতাদ হয়ে যায়। তখন লোকেরা বলল, আনাস ইব্ন মালিক (রা) কি বর্ণনা করেননি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুরির ব্যাপারে হাত কেটেছেন, লৌহশলাকা দ্বারা চক্ষু ফুঁড়ে দিয়েছেন, তারপর তাদেরকে উত্তপ্ত রৌদ্রে ফেলে রেখেছেন। তখন আমি বললাম, আমি তোমাদেরকে আনাস (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করছি। আমাকে আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, উকল গোত্রের আটজন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এল। তারা তাঁর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করল। কিন্তু সে এলাকার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে হল না এবং তাদের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এর অভিযোগ করল। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আমার রাখালের সাথে তার উটপালের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করবে না? তারা বলল, হ্যাঁ। তারপর তারা তথায় গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করল। ফলে তারা সুস্থ হয়ে গেল। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি তাদের পশ্চাদ্ধাবনের লক্ষ্যে লোক পাঠালেন। তারা ধরা পড়ল এবং তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তাদের সম্বন্ধে নির্দেশ প্রদান করা হল। তাদের হাত-পা কাটা হল, লৌহশলাকা দ্বারা তাদের চক্ষু ফুঁড়ে দেওয়া হল। এরপর উত্তপ্ত রৌদ্রে তাদেরকে ফেলে রাখা হল। অবশেষে তারা মারা গেল। আমি বললাম, তারা যা করেছে এর চেয়ে জঘন্য আর কি হতে পারে? তারা ইসলাম থেকে মুরতাদ্ হল, হত্যা করল, চুরি করল। তখন আমবাসা ইব্ন সা'ঈদ বললেন, আল্লাহ্র

banglainternet.com

কসম! আজকের ন্যায় আমি আর কখনো শুনিনি। আমি বললাম, হে আমবাসা! তাহলে তুমি আমার বর্ণিত হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করছ কি? তিনি বললেন, না। তুমি হাদীসটি যথাযথ বর্ণনা করেছ। আল্লাহর কসম! এ লোকগুলো কল্যাণের উপর থাকবে যতদিন এ শায়খ (বুযর্গ) তাদের মধ্যে বর্তমান থাকবেন। আমি বললাম, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে একটা নিয়ম রয়েছে। আনসারদের একটি দল তাঁর কাছে প্রবেশ করল। তারা তাঁর কাছে আলোচনা করছিল। ইতিমধ্যে তাদের সামনে তাদের এক লোক বেরিয়ে গেল এবং নিহত হল। অতঃপর তারা বের হল। তখন তারা তাদের সঙ্গীকে দেখতে পেল যে, রক্তের মধ্যে নড়াচড়া করছে। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ফিরে এল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সঙ্গী যে আমাদের সাথে আলোচনা করছিল এবং সে আমাদের সামনেই বের হয়ে গিয়েছিল। আমরা এখন তাকে রক্তের মাঝে নড়াচড়া করতে দেখতে পাচ্ছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেরিয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কাদের সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা? তারা বলল, আমরা মনে করি, ইহুদীরা তাকে হত্যা করেছে। তিনি ইহুদীদেরকে ডেকে পাঠালেন। এরপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা ওকে হত্যা করেছ? তারা বলল, না। তিনি আনসারদের বললেন, তোমরা কি এতে সম্মত আছ যে, ইহুদীদের পঞ্চাশ জন লোক কসম করে বলবে যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। আনসাররা বলল, তারা এতে কোন পরওয়া করবে না, তারা আমাদের সকলকে হত্যা করে ফেলার পরও কসম করে নিতে পারবে। তিনি বললেন ঃ তাহলে তোমরা কি এজন্য প্রস্তুত আছ যে, তোমাদের থেকে পঞ্চাশজনের কসমের মাধ্যমে তোমরা দীয়াতের অধিকারী হবে? তারা বলল, আমরা কসম করব না। তখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে দীয়াত প্রদান করে দেন। (রাবী আবূ কালাবা বলেন) আমি বললাম, হুযায়ল গোত্র জাহিলী যুগে তাদের গোত্রের লোকেরা এক ব্যক্তিকে সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। এক রাতে সে ব্যক্তি বাহ্হা নামক স্থানে ইয়ামনের এক পরিবারের উপর আকস্মিক হামলা চালায়। কিন্তু সে পরিবারের এক ব্যক্তি তা টের পেয়ে যায়। এবং তার প্রতি তরবারী নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করে ফেলে। অতঃপর হুযায়ল গোত্রের লোকেরা এসে ইয়ামনী ব্যক্তিটিকে ধরে ফেলে এবং (হজ্জের) মৌসুমে উমর (রা)-এর কাছে তাকে নিয়ে পেশ করে। আর বলে সে আমাদের এক সাথীকে হত্যা করেছে। ইয়ামনী লোকটি বলল, তারা কিন্তু ওকে সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, হুযায়ল গোত্রের পঞ্চাশ ব্যক্তি এ মর্মে কসম করবে যে তারা ওকে সকল দায়-দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের মধ্য থেকে উনপঞ্চাশ ব্যক্তি কসম করে নিল, অতঃপর তাদের একজন সিরিয়া থেকে এলো, তারা তাকে কসম করতে বলল। কিন্তু সে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে কসম থেকে তাদের সাথে আপোস করে নিল। তখন তারা তার স্থলে অপর একজনকে যোগ করে নিল। তারা তাকে নিহত ব্যক্তির ভাইয়ের কাছে পেশ করল। তারা উভয়ই করমর্দন করল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা এবং ঐ পঞ্চাশ ব্যক্তি, যারা কসম করেছে, চললাম। যখন তারা নাখ্লা নামক স্থানে পৌঁছল, তাদের উপর বৃষ্টি নেমে এল। তখন তারা পাহাড়ের এক গুহায় প্রবেশ করল। কিন্তু গুহা ঐ পঞ্চাশজন কসমকারীর উপর ভেঙ্গে পড়ল? এতে তারা সকলেই মারা গেল। তবে করমর্দনকারী দু'জন বেঁচে গেল। কিন্তু একটি পাথর তাদের উভয়ের প্রতি নিক্ষিপ্ত হল এবং নিহত ব্যক্তির ভাইয়ের পা ভেঙ্গে ফেলল। আর সে এক বছর জীবিত থাকার পর মারা গেল। (রাবী বলেন) আমি বললাম, আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান (এক সময়) কাসামার ভিত্তিতে এক ব্যক্তির কিসাস গ্রহণ করেন। এরপর আপন কৃতকর্মের উপর তিনি লজ্জিত হন এবং ঐ পঞ্চাশ ব্যক্তি সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন যারা কসম করেছিল, তাদেরকে রেজিষ্ট্রার থেকে খারিজ করে দিয়ে সিরিয়ায় নির্বাসন দিলেন।

banglainternet.com

٢٨٨٨ بَابُ مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَؤُا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ

২৮৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিদের ঘরে উঁকি মারল। আর তারা ওর চক্ষু ফুঁড়ে দিল, এতে ঐ ব্যক্তির জন্য দিয়াত নেই

٦٤٣٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِى حَجَرٍ فِى بَعْضِ حُجَرِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَامَ اِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ اَوْ مَشَاقِصَ وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ -

৬৪৩৩ আবূ নু'মান (রা) ..... আনাস (র) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কোন একটি হুজরার ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারল। তখন তিনি তার প্রতি লক্ষ্য করে একটি তীক্ষ্ণ প্রশস্ত ছুরি নিয়ে দাঁড়ালেন এবং তার অগোচরে তাকে খোঁচা দেয়ার সুযোগ তালাশ করতে লাগলেন।

٦٤٣٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِى جُحْرٍ فِى بَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ . فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَعْلَمُ اَنَّكَ تَنْتَظِرُنِى لَطَعَنْتُ بِهِ فِى عَيْنِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ -

৬৪৩৪ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন গৃহের দরজার এক ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট চিরুনি সদৃশ একখণ্ড লোহা ছিল। এ দ্বারা তিনি স্বীয় মাথা চুলকাচ্ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দেখলেন তখন বললেন ঃ যদি আমি নিশ্চিত হতাম যে, তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ তাহলে এ দ্বারা আমি তোমার চোখে আঘাত করতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ চোখের দরুন-ই অনুমতির বিধান রাখা হয়েছে।

٦٤٣٥ حَدَّثَنَا عَلِىُّ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ لَوْ اَنَّ امْرَاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَاْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ -

৬৪৩৫ আলী ইবন আবদুল্লাহ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি অনুমতি ব্যতিরেকে তোমার দিকে উঁকি মারে আর তখন তুমি তার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করে তার চক্ষু উপড়ে ফেল, এতে তোমার কোন অপরাধ হবে না।

banglainternet.com

٢٨٨٩ بَابُ الْعَاقِلَةِ

২৮৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ আকিলা (রক্তপণ) প্রসঙ্গে

٦٤٣٦ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَلِيًّا هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مَا لَيْسَ فِى الْقُرْاٰنِ وَقَالَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا اِلاَّ مَا فِى الْقُرْاٰنِ اِلاَّ فَهْمًا يُعْطٰى رَجُلٌ فِى كِتَابِهِ وَمَا فِى الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِى الصَّحِيْفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ وَاَنْ لاَّ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ -

৬৪৩৬ সাদাকা ইবন ফাযল (র) ..... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যা কুরআনে নেই এমন কিছু আপনাদের নিকট আছে কি? একবার তিনি বলেছেন, যা মানুষের নিকট নেই..... তখন তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম! যিনি খাদ্যশস্য অঙ্কুরিত করেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেন! কুরআনে যা কিছু রয়েছে তা ব্যতীত আমাদের নিকট অন্য কিছু নেই। তবে এমন জ্ঞান যা আল্লাহ্‌র কিতাব বুঝবার জন্য কোন ব্যক্তিকে দেয়া হয় এবং এ কাগজের টুকরায় যা রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কাগজের টুকরায় কি রয়েছে? তিনি বললেন, রক্তপণ ও মুক্তিপণের বিধান। আর (এ নীতি) কোন কাফেরের বদলে কোন মুসলমানকে হত্যা করা হবে না।

٦٨٩. بَابُ جَنِيْنِ الْمَرْاَةِ

২৮৯০. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলার ভ্রূণ

٦٤٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَاَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ اِحْدٰاهُمَا الْاُخْرٰى فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ -

৬৪৩৭ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হুযায়ল গোত্রের দু'জন মহিলার একজন অপরজনকে পাথর নিক্ষেপ করে গর্ভপাত ঘটিয়ে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মহিলার ব্যাপারে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা দিলেন।

٦٤٣٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِى اِمْلاَصِ الْمَرْاَةِ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ قَضَى النَّبِىُّ ﷺ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى بِهِ -

৬৪৩৮ মূসা ইবন ইসমাঈল (র) ..... উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মহিলাদের গর্ভপাত সম্পর্কে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করেন। তখন মুগীরা (রা) বললেন, নবী ﷺ এরূপ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা করেছেন। এ সময় মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে এ ফায়সালা করতে দেখেছেন।

banglainternet.com

٦٤٣٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى فِى السَّقْطِ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ اَنَا سَمِعْتُهُ قَضٰى فِيْهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ قَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلٰى هٰذَا ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَنَا اَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هٰذَا -

৬৪৩৯ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র) ..... হিশামের পিতা উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) লোকদেরকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, নবী ﷺ -কে ভ্রূণ হত্যার ব্যাপারে ফায়সালা দিতে কে শুনেছে? তখন মুগীরা (রা) বললেন, আমি তাঁকে অনুরূপ ব্যাপারে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা প্রদান করতে শুনেছি। তিনি বললেন, এ বিষয়ে তোমার সাক্ষী নিয়ে এসো। এ সময় মুহাম্মদ ইব্ন মাস্‌লামা (রা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নবী ﷺ অনুরূপ ফায়সালা প্রদান করেছেন।

٦٤٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِى اِمْلَاصِ الْمَرْاَةِ مِثْلَهُ -

৬৪৪০ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি সাহাবীগণের সাথে গর্ভপাত ঘটানোর ব্যাপারে অনুরূপ পরামর্শ করেছেন।

٢٨٩١ بَابُ جَنِيْنِ الْمَرْاَةِ وَاَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لاَ عَلَى الْوَلَدِ

২৮৯১. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলার ভ্রূণ এবং দিয়াত পিতা ও পিতার নিকটাত্মীয়দের ওপর বর্তায়, সন্তানের উপর নয়

٦٤٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِى جَنِيْنِ امْرَاةٍ مِنْ بَنِى لِحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ ، ثُمَّ اِنَّ الْمَرْاَةَ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا ، وَاَنَّ الْعَقْلَ عَلٰى عَصَبَتِهَا -

৬৪৪১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনি লিহয়ানের জনৈকা মহিলার ভ্রূণ হত্যার ব্যাপারে একটি গোলাম অথবা বাঁদী প্রদানের ফায়সালা করেন। তারপর দণ্ডপ্রাপ্ত মহিলার মৃত্যু হল, যার সম্পর্কে নবী ﷺ ঐ ফায়সালা করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুনঃ ফায়সালা প্রদান করলেন যে, তার ত্যাজ্য সম্পত্তি তার ছেলে সন্তান ও স্বামী পাবে। আর দিয়াত আদায় করবে তার আসাবা।

banglainternet.com

٦٤٤٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتْ امْرَاَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِى بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوْا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَضٰى اَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ وَلِيْدَةٌ وَقَضٰى دِيَةَ الْمَرْاَةِ عَلٰى عَاقِلَتِهَا -

৬৪৪২ আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ল গোত্রের দু'জন মহিলা ঝগড়াকালে একে অপরের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে এবং একজন অপর জনের গর্ভস্থিত সন্তানকে হত্যা করে ফেলল। এরপর তারা নবী ﷺ -এর কাছে বিচার নিয়ে এল। তিনি ফায়সালা দিলেন যে, ভ্রূণের দিয়াত হলো একটি গোলাম অথবা বাঁদী আর এ ফায়সালাও দিলেন যে, নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারিণীর আসাবার উপর আসবে।

٢٨٩٢ بَابُ مَنْ اِسْتَعَارَ عَبْدًا اَوْ صَبِيًّا ، وَيُذْكَرُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ بَعَثَتْ اِلٰى مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ اِبْعَثْ اِلَىَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُوْنَ صُوْفًا وَلَا تَبْعَثْ اِلَىَّ حُرًّا

২৮৯২. অনুচ্ছেদ ঃ যে কেউ গোলাম অথবা বালক থেকে সাহায্য চায়। বর্ণিত আছে যে, উম্মে সালামা (রা) একটি পাঠশালার শিক্ষকের কাছে বার্তা পাঠালেন যে, আমার কাছে কয়েকজন বালক পাঠিয়ে দিন, যারা পশমের জট ছাড়াবে। তবে কোন আযাদ (বালক) পাঠাবেন না

٦٤٤٣ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ اَخَذَ اَبُوْ طَلْحَةَ بِيَدِى فَانْطَلَقَ بِى اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ ، قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَوَاللّٰهِ مَا قَالَ لِى لِشَىْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا هٰكَذَا ، وَلَا لِشَىْءٍ لَمْ اَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هٰذَا هٰكَذَا -

৬৪৪৩ আমর ইব্‌ন যুরারা (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আগমন করলেন, তখন আবূ তালহা (রা) আমার হাতে ধরে আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আনাস একজন হুঁশিয়ার ছেলে। সে যেন আপনার খেদমত করে। আনাস (রা) বলেন, আমি মুকীম এবং সফরকালে তাঁর খেদমত করেছি। আল্লাহর কসম! যে কাজ আমি করে নিয়েছি এর জন্য তিনি আমাকে কোন দিন এ কথা বলেননি, এটা এরূপ কেন করেছ? আর যে কাজ আমি করিনি এর জন্যও এ কথা বলেননি, এটা এরূপ কেন করনি?

banglainternet.com

٢٨٩٣ بَابُ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

২৮৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ খনি দণ্ডমুক্ত এবং কূপ দণ্ডমুক্ত

٦٤٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ-

৬৪৪৪ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন পশু কাউকে আহত করলে, কূপে বা খনিতে পতিত হয়ে কেউ নিহত বা আহত হলে তাতে কোন দণ্ড বা রক্তপণ নেই। আর কেউ গুপ্তধন প্রাপ্ত হলে তার প্রতি এক-পঞ্চমাংশ দেয়া ওয়াজিব।

٢٨٩٤ بَابُ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ كَانُوْا لاَ يُضَمِّنُوْنَ مِنَ النَّفْحَةِ ، وَيُضَمِّنُوْنَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ لاَ يُضَمَّنُ مِنَ النَّفْحَةِ إِلاَّ أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ لاَ يُضَمَّنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلاً لَمْ يَضْمَنْ-

২৮৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ পশু আহত করলে তাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই। ইব্নে সীরীন (র) বলেন, তাদের সময়ে পশুর লাথির আঘাতের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ফায়সালা দিতেন না। এবং লাগাম টানার দরুন কোন ক্ষতি সাধিত হলে ক্ষতিপূরণের ফায়সালা দিতেন। হাম্মাদ (র) বলেন, লাথির আঘাতের দরুন দায়ী করা যাবে না। তবে যদি কোন ব্যক্তি পশুটিকে খোঁচা মারে। শুরায়হ্ (র) বলেন, প্রতিশোধমূলক আঘাতের দরুন পশুকে দায়ী করা যাবে না। যেমন কেউ কোন পশুকে আঘাত করল, তখন পশুটিও তাকে পা দিয়ে আঘাত করল। হাকাম (র) ও হাম্মাদ (র) বলেন, যদি ভাড়াটিয়া ব্যক্তি গাধাকে হাঁকিয়ে নেয়, যে গাধার উপর কোন মহিলা বসা থাকে আর মহিলাটি গাধা থেকে পড়ে যায়, তাহলে তার উপর কিছু বর্তিবে না। শা'বী (র) বলেন, যদি কেউ কোন পশু চালায় এবং তাকে ক্লান্ত করে ফেলে, তাহলে তার উপর ক্ষতিপূরণ বর্তিবে। আর যদি ধীরে ধীরে চালায় তাহলে বর্তিবে না।

٦٤٤٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ-

banglainternet.com

৬৪৪৫ মুসলিম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পশু আহত করলে, খনি বা কূপে পতিত হয়ে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই। গুপ্তধনের এক-পঞ্চমাংশ দেওয়া ওয়াজিব।

٢٨٩٥ بَابُ اِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ-

২৮৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি যিম্মীকে বিনা দোষে হত্যা করে তার পাপ

٦٤٤٦ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَاِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا-

৬৪৪৬ কায়স ইব্‌ন হাফস (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত কাউকে হত্যা করে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত শুঁকতে পারবে না। অথচ তার সুগন্ধ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে অনুভূত হবে।

٢٨٩٦ بَابُ لاَ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

২৮৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ কাফেরের বদলে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না

٦٤٤٧ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَلِيًّا هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْاٰنِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ وَاَ لاَّ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ-

৬৪৪৭ সাদাকা ইবনুল ফযল (র) ..... আবূ জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের কাছে এমন কিছু আছে কি যা কুরআনে নেই? তিনি বললেন, দিয়াতের বিধান, বন্দী-মুক্তির বিধান এবং (এ বিধান যে) কাফেরের বদলে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না।

٢٨٩٧ بَابُ اِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُوْدِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ رَوَاهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

২৮৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কোন মুসলমান কোন ইহুদীকে ক্রোধের সময় থাপ্পড় লাগাল। এ প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

٦٤٤٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُخَيِّرُوْا بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ-

৬৪৪৮ আবূ নু'আয়ম (র).....আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা নবীদের একজনকে অপর জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না।

٦٤٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِكَ مِنَ الْاَنْصَارِ لَطَمَ فِيْ وَجْهِيْ قَالَ اُدْعُوْهُ

banglainternet.com

فَدَعَوْهُ قَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ انِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُوْدِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوْسٰى عَلَى الْبَشَرِ قَالَ فَقُلْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَاَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ قَالَ لاَ تُخَيِّرُوْنِي مِنْ بَيْنِ الْاَنْبِيَاءِ فَاِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَاِذَا اَنَا بِمُوْسٰى اٰخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ اَدْرِي اَفَاقَ قَبْلِي اَمْ جُزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ -

৬৪৪৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইহুদী, যার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করা হয়েছিল, নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার জনৈক আন্‌সারী সাহাবী আমার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করেছে। তিনি বললেন, তোমরা তাকে ডেকে আন। তারা তাকে ডেকে আনল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাকে কেন চড় মারলে? সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এক ইহুদীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমি তাকে বলতে শুনলাম যে, ঐ সত্তার কসম! যিনি মূসাকে মানবমণ্ডলীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। তখন আমি বললাম, মুহাম্মদ ﷺ-এর উপরেও কি? অতঃপর আমার ভীষণ রাগ এসে গেল। ফলে আমি তাকে চড় মেরে ফেলি। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে নবীদের মাঝে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না। কেননা সকল মানুষই কিয়ামতের দিন বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তখন আমিই হব প্রথম ব্যক্তি যে হুঁশ ফিরে পাবে। কিন্তু আমি তখন মূসা (আ)-কে এমন অবস্থায় পাব যে, তিনি আরশের খুঁটিসমূহ থেকে একটি খুঁটি ধরে আছেন। আমি বুঝতে পারব না যে, তিনি আমার আগে হুঁশ ফিরে পেলেন, না তূর পর্বতে বেহুঁশ হওয়ার বিনিময় দেয়া হয়েছে যে (এখন বেহুঁশই হননি) ?

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ اِسْتِتَابَةِ الْمُعَانِدِيْنَ وَالْمُرْتَدِّيْنَ وَقِتَالِهِمْ

আল্লাহ্‌দ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদেরকে তাওবার প্রতি আহ্বান ও তাদের সাথে যুদ্ধ অধ্যায়

٢٨٩٨ اِثْمُ مَنْ اَشْرَكَ بِاللّٰهِ وَعُقُوْبَتِهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ وَلَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

২৮৯৮. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে তার গুনাহ এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার শাস্তি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলম। (৩১ ঃ ১৩) তুমি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত (৩৯ ঃ ৬৫)

٦٤٥٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ . شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا اَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ اِيْمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَيْسَ بِذٰلِكَ اَلَا تَسْمَعُوْنَ اِلٰى قَوْلِ لُقْمَانَ : اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ-

৬৪৫০ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলম দ্বারা কলুষিত করেনি ..... (৬ ঃ ৮২), তখন তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবাদের কাছে গুরুতর মনে হলো। তারা বললেন, আমাদের মাঝে এমন কে আছে যে তার ঈমানকে জুলম দ্বারা কলুষিত করে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তা অবশ্যই এমনটা নয়, তোমরা কি লুকমানের কথার প্রতি লক্ষ্য করনি? শিরকই চরম জুলম (সীমালংঘন)। (৩১ ঃ ১৩)

٦٤٥١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِىُّ ح وَحَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدٌ الْجُرَيْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَكْبَرُ الْكَبَائِرِ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ . وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ . وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ . وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ ثَلَاثًا اَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ-

banglainternet.com

৬৪৫১ মুসাদ্দাদ ..... আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সবচেয়ে কঠিন কবীরা গুনাহ্ হচ্ছে আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। মিথ্যা সাক্ষ্য কথাটি তিনবার বললেন। অথবা বলেছেন, মিথ্যা বক্তব্য। কথাটি বারবার বলতে থাকলেন, এমন কি আমরা আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলাম, হায় যদি তিনি নিরব হয়ে যেতেন।

٦٤٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ ثُمَّ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ ثُمَّ الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ قُلْتُ وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ ؟ قَالَ الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا كَاذِبٌ-

৬৪৫২ মুহাম্মদ ইব্ন হুসায়ন ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কবীরা গুনাহ্সমূহ কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে শরীক করা। সে বলল, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন ঃ তারপর পিতা-মাতার অবাধ্যতা। সে বলল, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন ঃ তারপর মিথ্যা কসম করা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মিথ্যা কসম কি? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি (কসম দ্বারা) মুসলমানের ধন সম্পদ হরণ করে নেয়। অথচ সে এ কসমের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী।

٦٤٥٣ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ مَنْ اَحْسَنَ فِي الْاِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ اَسَاءَ فِي الْاِسْلَامِ اُخِذَ بِالْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ-

৬৪৫৩ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... ইব্ন মাস্উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি জাহিলী যুগের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও হবো? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামী যুগে সৎ কাজ করবে সে জাহিলী যুগের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর অসৎ কাজ করবে, সে প্রথম ও পরবর্তী (ইসলাম গ্রহণের আগের ও পরের উভয় সময়ের কৃতকর্মের জন্য) পাকড়াও হবে।

٢٨٩٩ بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَاِبْرَاهِيْمُ تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ وَاسْتِتَابَتِهِمْ ، وَقَالَ اللّٰهُ كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ اِلَى قَوْلِهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الضَّالُّوْنَ ، وَقَوْلِهِ اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ

banglainternet.com

اِيْمَانِكُمْ كَافِرِيْنَ ، وَقَالَ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلاً وَقَالَ مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَاتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ وَقَالَ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ لاَ جَرَمَ يَقُوْلُ حَقًّا اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِهَا فَتَنُوْا ثُمَّ جَاهَدُوْا وَصَبَرُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَقَالَ وَلاَ يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

২৮৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ ধর্মত্যাগী পুরুষ ও নারীর হুকুম। ইব্ন উমর (রা) যুহ্‌রী ও ইব্‌রাহীম (র) বলেন, ধর্মত্যাগী নারীকে হত্যা করা হবে এবং তার থেকে তওবা আহবান করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ ঈমান আনার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপে সৎ পথের নির্দেশ দেবেন..... এরাই তারা যারা পথভ্রষ্ট পর্যন্ত। (৩ ঃ ৮৬-৯০)

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তোমরা যদি তাদের দল বিশেষের আনুগত্য কর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তবে তারা তোমাদেরকে ঈমানের পর আবার সত্য প্রত্যাখ্যানকারীতে পরিণত করবে (৩ ঃ ১০০) আল্লাহ্ বলেন, যারা ঈমান আনে, পরে কুফরী করে এবং আবার ঈমান আনে আবার কুফরী করে, এরপর তাদের কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় আল্লাহ্ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখাবেন না (৪ ঃ ১৩৭)। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ দীন হতে ফিরে গেলে আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালোবাসবে (৫ ঃ ৫৪)। আল্লাহ্ বলেন ঃ যারা সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখে তাদের উপর আপতিত হয় আল্লাহ্‌র গযব এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি। তা এজন্য যে, তারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়। (১৬ ঃ ১০৬, ১০৭)। অবশ্যই তারা আখিরাতে لاجرم -অর্থ حقا নিশ্চয়ই যারা নির্যাতিত হবার পর দেশ ত্যাগ করে পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে। তোমার প্রতিপালক এসবের পর তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (১৬ ঃ ১১০)। আল্লাহ্ বলেন ঃ তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দীন হতে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দীন হতে ফিরে যায় ও কাফেররূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহকাল ও পরকালে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এরাই অগ্নিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে (২ ঃ ২১৭)

banglainternet.com

٦٤٥٤ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ اُتِىَ عَلِىٌّ بِزَنَادِقَةٍ فَاَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ اَنَا لَمْ

اُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَتُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللّٰهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ-

৬৪৫৪ আবূ নু'মান মুহাম্মদ ইব্ন ফাযল (র) ..... ইকরামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-এর নিকট একদল যিন্দীককে (নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহী) আনা হল। তিনি তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। এ ঘটনা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি হলে কিন্তু তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলতাম না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি দ্বারা শাস্তি দিও না। বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশ রয়েছে, যে কেউ তার দীন বদলে ফেলে তাকে তোমরা হত্যা কর।

٦٤٥٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ ابْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ اَقْبَلْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِيْ رَجُلاَنِ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ ، اَحَدُهُمَا عَنْ يَمِيْنِي وَالْاٰخَرُ عَنْ يَسَارِي وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَاكُ فَكِلاَهُمَا سَأَلَ فَقَالَ يَا اَبَا مُوْسٰى اَوْ قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اطَّلَعَانِيْ عَلٰى مَا فِيْ اَنْفُسِهِمَا ، وَمَا شَعَرْتُ اَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ ، فَكَاَنِّيْ انْظُرُ اِلٰى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ لَنْ اَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلٰى عَمَلِنَا مَنْ اَرَادَهُ وَلٰكِنِ اذْهَبْ اَنْتَ يَا اَبَا مُوْسٰى اَوْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ اِلَى الْيَمَنِ ، ثُمَّ اَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ اَلْقٰى لَهُ وِسَادَةً قَالَ اَنْزِلْ وَاِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوْثَقٌ قَالَ مَا هٰذَا ؟ قَالَ كَانَ يَهُوْدِيًّا فَاَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، قَالَ اجْلِسْ، قَالَ لاَ اَجْلِسُ حَتّٰى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَاَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ، ثُمَّ تَذَاكَرَ قِيَامَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا اَمَّا اَنَا فَاَقُوْمُ وَاَنَامُ ، وَاَرْجُوْ فِيْ نَوْمَتِيْ مَا اَرْجُوْ فِيْ قَوْمَتِيْ-

৬৪৫৫ মুসাদ্দাদ (র)..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে এলাম। আমার সাথে আশআরী গোত্রের দু'ব্যক্তি ছিল। একজন আমার ডানদিকে, অপরজন আমার বামদিকে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন মিস্ওয়াক করছিলেন। উভয়েই তাঁর কাছে আবদার জানাল। তখন তিনি বললেন ঃ হে আবূ মূসা! অথবা বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স! রাবী বলেন, আমি বললাম ঃ ঐ সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, তারা তাদের অন্তরে কি আছে তা আমাকে জানায়নি এবং তারা যে চাকরি প্রার্থনা করবে তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি যেন তখন তাঁর ঠোঁটের নিচে মিস্ওয়াকের প্রতি লক্ষ করছিলাম যে তা এক কোণে সরে গেছে। তখন তিনি বললেন, আমরা আমাদের কাজে এমন কাউকে নিযুক্ত

banglainternet.com

দিব না বা দেই না যে নিজেই তা চায়। বরং হে আবূ মূসা! অথবা বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স! তুমি ইয়ামনে যাও। এরপর তিনি তার পেছনে মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে পাঠালেন। যখন তিনি তথায় পৌঁছলেন, তখন আবূ মূসা (রা) তার জন্য একটি গদি বিছালেন। আর বললেন, নেমে আসুন। ঘটনাক্রমে তার কাছে একজন লোক শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ লোকটি কে? আবূ মূসা (রা) বললেন, সে প্রথমে ইহুদী ছিল এবং মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু পুনরায় সে ইহুদী হয়ে গিয়েছে। আবূ মূসা (রা) বললেন, বসুন। মু'আয (রা) বললেন, না, বসব না, যতক্ষণ না তাকে হত্যা করা হবে। এটাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। এরপর তার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হল এবং তাকে হত্যা করা হল। তারপর তাঁরা উভয়ই কিয়ামুল্ লায়ল (রাত জাগরণ) সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন একজন বললেন, আমি কিন্তু ইবাদতও করি, নিদ্রাও যাই। আর নিদ্রাবস্থায় ঐ আশা রাখি যা ইবাদত অবস্থায় রাখি।

٢٩٠٠ بَابُ قَتْلِ مَنْ اَبِىَ قَبُوْلَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوْا اِلَى الرِّدَّةِ

২৯০০. অনুচ্ছেদ ঃ যারা ফরযসমূহ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং যাদেরকে ধর্মত্যাগের অপরাধে অপরাধী করা হয়েছে তাদেরকে হত্যা করা

٦٤٥٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ يَا اَبَا بَكْرٍ ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، فَمَنْ قَالَ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِى عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا ، قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلَّا اَنْ رَاَيْتُ اَنْ قَدْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَ اَبِى بَكْرٍ لِلْقِتَالِ ، فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ-

৬৪৫৬ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ -এর ওফাত হল এবং আবূ বকর (রা) খলীফা নিযুক্ত হলেন আর আরবের যারা কাফির হল, তখন উমর (রা) বললেন, হে আবূ বকর! আপনি কিভাবে লোকদের সাথে যুদ্ধ করবেন? অথচ নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই) বলবে। আর যে কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে যথার্থ কারণ না থাকলে সে তার জান-মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করে নেয়। আর তার হিসাব আল্লাহ্র দায়িত্বে। আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে প্রভেদ করবে তাদের সাথে অবশ্যই আমি যুদ্ধ করব। কেননা,

banglainternet.com

যাকাত হল মালের হক। আল্লাহ্‌র কসম! যদি তারা একটি বক্‌রির বাচ্চাও না দেয় তা তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে দিত। তাহলে তা না দেওয়ার কারণে তাদের সাথে যুদ্ধ করব। উমর (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা আর কিছু নয় এবং আল্লাহ আবূ বকর (রা)-এর বক্ষ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। পরে আমি বুঝতে পারলাম যে, এটি-ই হক [আবূ বকর (রা)-এর সিদ্ধান্ত]।

٢٩٠١ بَابُ اِذَا عُرِّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُصَرِّحْ ، نَحْوَ قَوْلِهِ : اَلسَّامُ عَلَيْكَ -

২৯০১. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কোন যিম্মী বা অন্য কেউ নবী ﷺ -কে বাক্‌চাতুরীর মাধ্যমে গালি দেয় এবং স্পষ্ট করে না, যেমন তার কথা 'আস্‌সামু আলাইকা' (তোমার মৃত্যু হোক)

٦٤٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ اَبُو الْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ابْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَرَّ يَهُوْدِيٌّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلسَّامُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْكَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَدْرُوْنَ مَا يَقُوْلُ ، قَالَ اَلسَّامُ عَلَيْكَ ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَقْتُلُهُ ؟ قَالَ لاَ. اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ-

৬৪৫৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল আবুল হাসান (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইহুদী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। আর বলল, আস্‌সামু আলাইকা। তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ওয়া আলাইকা। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদের বললেন ঃ তোমরা কি বুঝতে পেরেছ সে কি বলেছে? সে বলেছে, 'আস্‌সামু আলাইকা' (তোমার মৃত্যু হোক)। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি তাকে হত্যা করব না? তিনি বললেন ঃ না। বরং যখন কোন আহলে কিতাব তোমাদেরকে সালাম করবে তখন তোমরা বলবে, 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের উপরও)।

٦٤٥٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتَاْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا اَلسَّامُ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهِ ، قُلْتُ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا ، قَالَ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ-

৬৪৫৮ আবূ নু'আয়ম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ইহুদী নবী ﷺ -এর দরবারে প্রবেশের অনুমতি চাইল (প্রবেশ করে) তারা বলল, আস্‌সামু আলাইকা (তোমার মৃত্যু হোক)। তখন আমি বললাম, বরং তোদের উপর মৃত্যু ও লা'নত পতিত হোক। নবী ﷺ বললেন ঃ হে আয়েশা! আল্লাহ্ কোমল। তিনি সকল কাজে কোমলতা পছন্দ করেন। আমি বললাম, আপনি কি শুনেননি তারা কি বলেছে? তিনি বললেন ঃ আমিও তো বলেছি ওয়া-আলাইকুম (এবং তোমাদের উপরও)।

banglainternet.com

٦٤٥٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَمَالِكِ بْنِ اَنَسٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْيَهُوْدَ اِذَا سَلَّمُوْا عَلَى اَحَدِكُمْ اِنَّمَا يَقُوْلُوْنَ سَامٌ عَلَيْكَ فَقُلْ عَلَيْكَ-

৬৪৫৯ মুসাদ্দাদ (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইহুদীরা যখন তোমাদের কাউকে সালাম করে তারা কিন্তু 'সামু আলা'ইকুম' বলে। তাই তোমরা বলবে, আলাইকা-- তোমার উপর।

٢٩٠٢ بَابٌ

২৯০২. অনুচ্ছেদ

٦٤٦٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى شَقِيْقٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كَاَنِّى انْظُرُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَاَدْمَوْهُ فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَيَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِى فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ-

৬৪৬০ উমর ইব্ন হাফস (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন লক্ষ্য করছিলাম যে, নবী ﷺ কোন এক নবীর কথা বর্ণনা করছেন। যাকে তাঁর সম্প্রদায় প্রহার করে রক্তাক্ত করে ফেলে, আর তিনি আপন চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন ও বলছেন ঃ হে রব! তুমি আমার কাওমকে মাফ করে দাও। কেননা, তারা বুঝতে পারছে না।

٢٩٠٣ بَابُ قَتْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِيْنَ بَعْدَ اِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَقَوْلُ اللّٰهِ : وَمَاكَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُوْنَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللّٰهِ ، وَقَالَ اِنَّهُمُ انْطَلَقُوْا اِلَى اٰيَاتٍ نَزَلَتْ فِى الْكُفَّارِ فَجَعَلُوْهَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ-

২৯০৩. অনুচ্ছেদ ঃ খারিজী সম্প্রদায় ও মুলহিদদের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তাদেরকে হত্যা করা। এবং আল্লাহ্র বাণী ঃ আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করার পর তাদেরকে বিভ্রান্ত করবেন-তাদেরকে কী বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত না করা পর্যন্ত। (৯ ঃ ১১৫) ইব্ন উমর (রা) তাদেরকে আল্লাহ্র সৃষ্টির নিকৃষ্টতম সৃষ্টি হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং তিনি বলেছেন, তারা এমন কিছু আয়াতকে মু'মিনদের ওপর প্রয়োগ করেছে যা কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ

banglainternet.com

٦٤٦١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا خَيْثَمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ قَالَ عَلِىٌّ اِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

حَدِيْثًا ، فَوَ اللّٰهِ لَاَنْ اَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ ، اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَكْذِبَ عَلَيْهِ ، وَاِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ فَاِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ ، وَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ ، حُدَّاثُ الْاَسْنَانِ ، سُفَهَاءُ الْاَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، لَا يُجَاوِزُ اِيْمَانُهُمْ ، حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَاَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَاِنَّ فِيْ قَتْلِهِمْ اَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৬৪৬১ উমর ইবন হাফ্স ইবন গিয়াস (র) ..... সুয়ায়দ ইবন গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, আমি যখন তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন হাদীস বর্ণনা করি 'আল্লাহর কসম! তখন তাঁর উপর মিথ্যা কথা আরোপ করার চেয়ে আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাওয়াটা আমার কাছে শ্রেয়। কিন্তু আমি যদি আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয় সম্পর্কে কিছু বলি, তাহলে মনে রাখতে হবে যে, যুদ্ধ একটি কৌশল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, শেষ যুগে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা হবে অল্পবয়স্ক যুবক, নির্বোধ। তারা সৃষ্টির সবচাইতে শ্রেষ্ঠতম কথা থেকে আবৃত্তি করবে। অথচ ঈমান তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তাদেরকে যেখানেই তোমরা পাবে হত্যা করবে। কেননা তাদেরকে হত্যা করলে হত্যাকারীর জন্য কিয়ামত দিবসে প্রতিদান রয়েছে।

٦٤٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيٰى ابْنَ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُمَا اَتَيَا اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَاَلَاهُ عَنِ الْحَرُوْرِيَّةِ اَسَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا اَدْرِيْ مَا الْحَرُوْرِيَّةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : يَخْرُجُ فِيْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوْقَهُمْ اَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمُرُوْقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِيْ اِلٰى سَهْمِهِ اِلٰى نَصْلِهِ اِلٰى رِصَافِهِ فَيَتَمَارٰى فِي الْفُوْقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ-

৬৪৬২ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আবূ সালামা ও আতা ইবন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত যে, তারা আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা)-এর কাছে এলেন। তারা তাঁকে 'হারূরিয়্যা' সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি কি নবী ﷺ থেকে এদের সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, হারূরিয়্যা কি তা আমি জানি না। তবে নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি। উম্মতের মধ্যে বের হবে। তার থেকে সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে কথাটি বলেননি। যাদের সালাতের তুলনায় তোমরা তোমাদের সালাতকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পড়বে বটে কিন্তু তা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তীর নিক্ষেপকারী তীরের প্রতি, তার অগ্রভাগের প্রতি, তীরের মুখে বেষ্টনীর প্রতি লক্ষ্য করে, তীরের ছিলার বেলায়ও সন্দেহ হয় যে তাতে কিছু রক্ত লেগে রইল কি না।

banglainternet.com

٦٤٦٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ-

৬৪৬৩ ইয়াহইয়া ইবন সুলায়মান (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হারূরিয়্যা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তারা ইসলাম থেকে এরূপ বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার থেকে বের হয়ে যায়।

٢٩٠٤ بَابُ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ وَأَنْ لاَ يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ

২৯০৪. অনুচ্ছেদ ঃ যারা মনোরঞ্জনের নিমিত্ত খারিজীদের সাথে যুদ্ধ ত্যাগ করে এবং এজন্য যে যাতে করে লোকেরা তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ না করে

٦٤٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِىُّ فَقَالَ اعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ائْذَنْ لِى فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ . قَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ فِى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِى رِصَافِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِى نَبِيِّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَىْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ أَوْ قَالَ ثَدْيَيْهِ مِثْلُ ثَدْىِ الْمَرْأَةِ أَوْ قَالَ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ جِىءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِى نَعَتَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ فَنَزَلَتْ فِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِى الصَّدَقَاتِ-

৬৪৬৪ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কোন কিছু বণ্টন করছিলেন। ঘটনাক্রমে আবদুল্লাহ ইবন যুলখুওয়ায়সিরা তামীমী এল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ইনসাফ করুন। তিনি বললেন ঃ আফসোস তোমার জন্য! আমি যদি ইনসাফ না করি তা হলে আর কে ইনসাফ করবে? উমর ইবন খাত্তাব (রা) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন। তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও। তার জন্য সাথীবৃন্দ রয়েছে। যাদের সালাতের তুলনায় তোমরা তোমাদের সালাতকে তুচ্ছ মনে করবে। যাদের সিয়ামের তুলনায় তোমরা তোমাদের সিয়ামকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা

banglainternet.com

দীন থেকে এরূপ বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তীরের পরে লক্ষ্য করলে তাতে কিছু পাওয়া যায় না। তীরের মুখের বেষ্টনীর প্রতি লক্ষ্য করলেও কিছু পাওয়া যায় না। তীরের কাঠের অংশের দিকে তাকালেও তাতে কিছু পাওয়া যায় না। বরং তীর তীব্র গতিতে বেরিয়ে যাওয়ার কালে তাতে মল ও রক্তের দাগ পর্যন্ত লাগে না। তাদের পরিচয় এই যে, তাদের একটি লোকের একটি হাত অথবা বলেছেন, একটি স্তন্য হবে মহিলাদের স্তনের ন্যায়। অথবা বলেছেন, বাড়তি গোশতের টুকরার ন্যায়। লোকদের মধ্যে বিরোধের সময় তাদের আবির্ভাব হবে। আবূ সা'ঈদ (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তা নবী ﷺ থেকে শুনেছি। এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী (রা) তাদেরকে হত্যা করেছেন। আমি তখন তাঁর সাথে ছিলাম। তখন নবী ﷺ প্রদত্ত বর্ণনার অনুরূপ ব্যক্তিকে আনা হয়েছিল। তিনি বলেন, ওর সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে ঃ ওদের মধ্যে এমন লোক আছে যে সাদকা সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে (৯ ঃ ৫৮)।

٦٤٦٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِى الْخَوَارِجِ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَاَهْوٰى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلَامِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ-

৬৪৬৫ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... ইউসায়ের ইব্ন আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহল ইব্ন হুনায়েফ (রা)- কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি নবী ﷺ -কে খারিজীদের সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন কি? তিনি বললেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, আর তখন তিনি তাঁর হাত ইরাকের দিকে বাড়িয়েছিলেন যে, সেখান থেকে এমন একটি কাওম বের হবে যারা কুরআন পড়বে সত্য, কিন্তু তা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না, তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।

٢٩.٥ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوٰهُمَا وَاحِدَةٌ

২৯০৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর বাণী ঃ কস্মিনকালেও কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দু'টি দল পরস্পর লড়াই করবে, অথচ তাদের দাবি হবে অভিন্ন

٦٤٦٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوالزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوٰهُمَا وَاحِدَةٌ-

৬৪৬৬ আলী (রা) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না এমন দু'টি দল পরস্পর লড়াই করবে, যাদের দাবি হবে অভিন্ন।

٢٩.٦ بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمُتَاوِّلِيْنَ

২৯০৬. অনুচ্ছেদ ঃ ব্যাখ্যা প্রদানকারীদের সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে

banglainternet.com

٦٤٦٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِىِّ اَخْبَرَاهُ اَنَّهُمَا

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِى حَيٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَاِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلٰى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذٰلِكَ . فَكِدْتُ اُسَاوِرُهُ فِى الصَّلَاةِ فَانْتَظَرْتُهُ حَتّٰى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ اَوْ بِرِدَائِى فَقُلْتُ مَنْ اَقْرَاَكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ ؟ قَالَ اَقْرَاَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَاللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَاَنِى هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِى سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا فَانْطَلَقْتُ اَقُوْدُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى حُرُوْفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيْهَا . وَاَنْتَ اَقْرَاْتَنِى سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ اِقْرَاْ يَا هِشَامُ فَقَرَاَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِى سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَاْ يَا عُمَرُ فَقَرَاْتُ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ-

৬৪৬৭ আবূ আবদুল্লাহ (র) ..... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইব্ন হাকীম (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় সূরা ফুরকান পড়তে শুনেছি। আমি তার পড়ার প্রতি কর্ণপাত করলাম, (আমি লক্ষ্য করলাম) যে, তিনি এর অনেকগুলো অক্ষর এমন পদ্ধতিতে পড়ছেন, যে পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পড়াননি। ফলে আমি তাকে সালাতের মাঝেই আক্রমণ করতে উদ্যত হলাম। কিন্তু সালাম ফিরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। সালাম ফিরানোর পর আমি তাকে তার চাদর দিয়ে অথবা বললেন আমার চাদর দিয়ে জড়িয়ে নিলাম। আর বললাম, তোমাকে এ সূরা কে পড়িয়েছে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তা পড়িয়েছেন। আমি তাকে বললাম, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এ সূরা পড়িয়েছেন যা তোমাকে পড়তে শুনেছি। তারপর আমি তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট টেনে নিয়ে গেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ ব্যক্তিকে সূরা ফুরকান এরূপ অক্ষর দিয়ে পড়তে শুনেছি যা আপনি আমাকে পড়াননি। আর আপনি তো আমাকে সূরা ফুরকান পড়িয়েছেন। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে উমর! তাকে ছেড়ে দাও। (আর বললেন) হে হিশাম! তুমি পড় তো। হিশাম তার কাছে এভাবেই পড়লেন, যেভাবে তাকে তা পড়তে আমি শুনেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এভাবেই নাযিল করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে উমর! তুমিও পড়। আমি পড়লাম। তখন তিনি বললেন ঃ এভাবেও নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর বললেন ঃ এ কুরআন সাত (রকমে কিরাআতের দিক দিয়ে) ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। তাই যে পদ্ধতিতেই সহজ হবে সে পদ্ধতিতেই তোমরা তা পড়বে।

banglainternet.com

٦٤٦٨ حَدَّثَنِي اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنِي عَلِي يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالُوْا اَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّوْنَ اِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ-

৬৪৬৮ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইয়াহইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলম দ্বারা কলুষিত করেনি (৬ ঃ ৮২), তখন তা নবী ﷺ-এর সাহাবাদের জন্য গুরুতর মনে হল। তারা বলল, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে তার ঈমানকে জুলম দ্বারা কলুষিত করে না? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা যেভাবে ধারণা করছ তা তেমন নয়। বরং এটা হচ্ছে তদ্রূপ যেমন লুকমান (আ) তার পুত্রকে বলেছিলেন ঃ হে বৎস! আল্লাহ্র সাথে কোন শরীক করো না। শিরক তো চরম জুলম (সীমালংঘন) (৩১ ঃ ১৩)

٦٤٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ غَدَا عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ اَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا تَقُوْلُوْهُ يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ قَالَ بَلٰى قَالَ فَاِنَّهُ لَا يُوَافِيْ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ-

৬৪৬৯ আবদান (র) ..... ইতবান ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যূষে আমার কাছে আগমন করলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, মালিক ইব্ন দুখশুন কোথায়? আমাদের এক ব্যক্তি বলল, সে তো মুনাফিক; সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে না। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি এ কথা বলনি যে, সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে। তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ যে কোন বান্দা কিয়ামতের দিন ঐ কথা নিয়ে উপস্থিত হবে, আল্লাহ্ তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।

٦٤٧٠ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ فُلَانٍ قَالَ تَنَازَعَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحَيَّانُ بْنُ عُطَيَّةَ فَقَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لِحَيَّانَ لَقَدْ عَلِمْتُ الَّذِيْ جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ يَعْنِيْ عَلِيًّا. قَالَ مَا هُوَ لَا اَبَا لَكَ. قَالَ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُهُ . قَالَ مَا هُوَ ؟ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالزُّبَيْرَ وَاَبَا مَرْثَدٍ وَكُلُّنَا فَارِسٌ قَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَاْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ هٰكَذَا قَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ فَاِنَّ فِيْهَا

banglainternet.com

امْرَاةً مَعَهَا صَحِيْفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِى بَلْتَعَةَ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَاْتُوْنِى بِهَا فَانْطَلَقْنَا عَلَى اَفْرَاسِنَا حَتّٰى اَدْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسِيْرُ عَلَى بَعِيْرٍ لَهَا وَقَدْ كَانَ كَتَبَ اِلَى اَهْلِ مَكَّةَ بِمَسِيْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِمْ . فَقُلْنَا اَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِى مَعَكِ قَالَتْ مَا مَعِى كِتَابٌ فَاَنَخْنَا بِهَا بَعِيْرَهَا فَابْتَغَيْنَا فِى رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا فَقَالَ صَاحِبَىَّ مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ عَلِمْنَا مَا كَذَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ حَلَفَ عَلَىَّ وَالَّذِى يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَاُجَرِّدَنَّكِ فَاَهْوَتْ اِلَى حُجْزَتِهَا وَهِىَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَاَخْرَجَتِ الصَّحِيْفَةَ فَاَتَوْا بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ دَعْنِىْ فَاَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا حَاطِبُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالِى اَنْ لَا اَكُوْنَ مُؤْمِنًا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَلٰكِنِّى اَرَدْتُ اَنْ يَكُوْنَ لِى عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ اَهْلِى وَمَالِى وَلَيْسَ مِنْ اَصْحَابِكَ اَحَدٌ اِلَّا لَهُ هُنَالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهِ عَنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ صَدَقَ فَلَا تَقُوْلُوْا لَهُ اِلَّا خَيْرًا قَالَ فَعَادَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ دَعْنِى فَلَاَضْرِبَ عُنُقَهُ قَالَ اَوَ لَيْسَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ اَوْجَبْتُ لَكُمُ الْجَنَّةَ فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ خَاخٍ اَصَحُّ وَلٰكِنْ كَذَا قَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ حَاجٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ وَحَاجٍ تَصْحِيْفٌ وَهُوَ تَوْضَعُ وَهَشِيْمٌ يَقُوْلُ خَاخٍ-

৬৪৭০ মূসা ইবন ইসমাঈল (র)..... জনৈক রাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক কারণে আবূ আবদুর রহমান ও হিব্বান ইবন আতিয়্যার মাঝে ঝগড়া বাঁধে। আবূ আবদুর রহমান হিব্বানকে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে, কোন্ বিষয়টি আপনার সাথীকে রক্তপাতে দুঃসাহসী করে তুলেছে। সাথী, অর্থাৎ আলী (রা)। সে বলল, সে কি! তোমার পিতা জীবিত না থাকুক।[১] আবূ আবদুর রহমান বলল, তা আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি। হিব্বান বলল, সে কি ? আবূ আবদুর রহমান বলল, যুবায়র, আবূ মারছাদ এবং আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠালেন। আমরা সকলেই অশ্বারোহী ছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা রওয়ায়ে হাজ পর্যন্ত যাবে। আবূ সালামা (র) বলেন, আবূ আওয়ানা (র) অনুরূপই বলেছেন। তথায় একজন মহিলা রয়েছে, যার কাছে হাতিব ইবন আবূ বালতা'আ (রা)-এর তরফ থেকে (মক্কার) মুশরিকদের কাছে প্রেরিত একখানা চিঠি আছে। তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমরা আমাদের ঘোড়ায় চড়ে রওনা

banglainternet.com

১. এটি একটি আরবী প্রবাদ।

দিলাম। অবশেষে আমরা তাকে ঐ স্থানেই পেলাম, যে স্থানের কথা আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন। সে তার উটে চলছে। আবূ বালতা'আ (রা) মক্কাবাসীদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের দিকে রওনা হওয়া সম্পর্কিত সংবাদ জানিয়ে পত্র লিখেছেন। আমরা বললাম, তোমার সাথে যে পত্র রয়েছে তা কোথায় ? সে বলল, আমার সাথে কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসালাম এবং তার হাওদায় খোঁজাখুঁজি করলাম। কিন্তু কিছুই পেলাম না। তখন আমার সঙ্গী দু'জন বলল, তার সাথে তো আমরা কোন পত্র দেখছি না। আমি বললাম, আমরা অবশ্যই জানি যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিথ্যা বলেননি। তারপর আলী (রা) এই বলে কসম করে বললেন, ঐ সত্তার কসম! যার নামে কসম করা হয়! অবশ্যই তোমাকে চিঠি বের করে দিতে হবে। নতুবা তোমাকে উলঙ্গ করে ছাড়ব। তখন সে তার চাঁদর বাঁধা কোমরের প্রতি নিবিষ্ট হল এবং (সেখান থেকে) পত্রটি বের করে দিল। তারা পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের সাথে খিয়ানত করেছে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে হাতিব! এ কাজে তোমাকে কিসে প্রবৃত্ত করেছে ? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখব না। আসল কথা হচ্ছে, আমি চাচ্ছিলাম যে, কাওমের (মক্কাবাসী) প্রতি আমার কিছুটা অনুগ্রহসূচক কাজ হোক যার বদৌলতে আমার পরিবারবর্গ ও মাল সম্পদ রক্ষা পায়। আপনার সাথীদের প্রত্যেকেরই সেখানে স্বগোত্রীয় এমন লোক রয়েছে, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তার পরিবারবর্গ ও মাল সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা করবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সে ঠিকই বলেছে। সুতরাং তোমরা তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া মন্দ কোন মন্তব্য করো না। বর্ণনাকারী বলেন, উমর (রা) পুনরায় বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের সাথে খিয়ানত করেছে। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন, সে কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নয় ? তুমি কি করে জানবে ? আল্লাহ্ তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ তোমরা যা ইচ্ছা তা কর। তোমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত করে ফেলেছি। এ কথা শুনে উমর (রা)-এর চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আবূ আবদুল্লাহ্ [বুখারী (র)] বলেন, خاخ বিশুদ্ধতম। তবে আবূ আওয়ানা (র) অনুরূপ حاج– বলেছেন, আবূ আবদুল্লাহ্ [বুখারী) (র)] বলেছেন خاخ বিকৃতি। আর এটি একটি স্থান। হুশায়ম (র) خاخ বলেছেন।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاِكْرَاهِ

বল প্রয়োগে বাধ্য করা অধ্যায়

بَابُ قَوْلُ اللّٰهِ اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ اَلاٰيَةَ . وَقَالَ : اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً وَهِيَ تَقِيَّةٌ ، وَقَالَ : اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلاٰئِكَةُ ظَالِمِي اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا اِلٰى قَوْلِهِ عَفُوًّا غَفُوْرًا وَقَالَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ اِلٰى قَوْلِهِ نَصِيْرًا قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ فَعَذَرَ اللّٰهُ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يَمْتَنِعُوْنَ مِنْ تَرْكِ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ وَالْمُكْرَهُ لاَ يَكُوْنُ اِلاَّ مُسْتَضْعَفًا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلِ مَا اُمِرَ بِهِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ التَّقِيَّةُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيْمَنْ يُكْرَهُ اللُّصُوْصُ فَيَطْلَقُ لَيْسَ بِشَىْءٍ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرُ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلاَعْمَالُ بِالنِّيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তবে তার জন্য নয় (যাকে সত্য প্রত্যাখ্যানে) বাধ্য করা হয়। কিন্তু তার চিত্ত বিশ্বাসে অবিচলিত। আর যে সত্য প্রত্যাখ্যানে হৃদয় উন্মুক্ত রাখল তার উপর আপতিত হবে আল্লাহ্র গযব..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (১৬ ঃ ১০৬)। আল্লাহ্ বলেন ঃ তবে যদি তোমরা তাদের নিকট হতে কোন ভয়ের আশংকা কর আর تقية..... একই অর্থ (৩ ঃ ২৮)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ যারা নিজেদের উপর জুলম করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে। তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তারা বলে, তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে আল্লাহ্র দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না ?..... আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল পর্যন্ত (৪ ঃ ৯৭-৯৯)। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য ? যারা বলে..... সহায় পর্যন্ত। (৪ ঃ ৭৫)

banglainternet.com

আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ অসহায়দেরকে ক্ষমার্হ বলে চিহ্নিত করেছেন। যারা আল্লাহ্র নির্দেশসমূহ পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকতে পারে না। আর বল প্রয়োগকৃত ব্যক্তি এমনই অসহায় হয় যে, সে ঐ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না, যার নির্দেশ তাকে দেওয়া হয়েছে। হাসান (র) বলেন ঃ তকিয়া কিয়ামত পর্যন্ত অবধারিত। ইব্ন আব্বাস (রা) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যাকে জালিমরা বাধ্য করার দরুন সে তালাক প্রদান করে ফেলে তা কিছুই নয়। ইব্ন উমর (রা), ইব্ন যুবায়র (রা) শা'বী (র) এবং হাসান (র)-ও এ মত পোষণ করেন। আর নবী ﷺ বলেছেন ঃ সকল কাজই নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত

٦٤٧١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى هِلاَلٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اُسَامَةَ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُمْ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِى الصَّلاَةِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ اَبِى رَبِيْعَةَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَالْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْاَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ-

৬৪৭১ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাতে দোয়া করতেন। হে আল্লাহ্! আইয়াশ ইব্ন আবূ রাবী'আ, সালামা ইব্ন হিশাম, ওয়ালীদ ইব্ন ওয়ালীদকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ্! অসহায় মু'মিনদেরকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ্! মুযার গোত্রের উপর তোমার পাঞ্জা কঠোর করে নাও এবং তাদের ওপর ইউসুফের দুর্ভিক্ষের বছরসমূহের ন্যায় বছর চাপিয়ে দাও।

٢٩٠٧ بَابُ مَنِ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

২৯০৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কুফরী কবূল করার পরিবর্তে দৈহিক নির্যাতন, নিহত ও লাঞ্ছিত হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়

٦٤٧٢ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائِفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْاِيْمَانِ . اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا . وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ . وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ . كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ-

৬৪৭২ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাওশাব তায়েফী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস এমন যার মধ্যে সেগুলো পাওয়া যাবে, সে ঈমানের স্বাদ পাবে। ১. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছু থেকে প্রিয় হওয়া। ২. কাউকে শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা। ৩. জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেভাবে অপছন্দ করে, তেমনি পুনরায় কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে অপছন্দ করে।

banglainternet.com

٦٤٧٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ سَمِعْتُ قَيْسًا قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ لَقَدْ رَاَيْتُنِى وَاِنَّ عُمَرَ مُوْثِقِى عَلَى الْاِسْلَامِ وَلَوِ انْفَضَّ اُحُدٌ مِمَّا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ مَحْقُوْقًا اَنْ يَنْفَضَّ -

৬৪৭৩ সাঈদ ইব্‌ন সুলায়মান (র)..... কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন যায়িদ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি মনে করি উমর (রা)-এর কঠোরতা আমাকে ইসলামের উপর অনড় করে দিয়েছে। তোমরা উসমান (রা)-এর সাথে যা করেছ তাতে যদি উহুদ পাহাড় ফেটে যেত তা হলে তা সঙ্গতই হত।

٦٤٧٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ . فَقُلْنَا اَلَا تَسْتَنْصِرُ اَلَا تَدْعُوْلَنَا فَقَالَ قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِى الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَاْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَاللّٰهِ لَيَتِمَّنَّ هٰذَا الْاَمْرُ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ اِلَّا اللّٰهَ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ -

৬৪৭৪ মুসাদ্দাদ (র)..... খাব্বাব ইব্‌ন আরাত্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কোন বিষয়ে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় তাঁর চাদরকে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা বললাম, (আমাদের জন্য কি) সাহায্য কামনা করবেন না ? আমাদের জন্য কি দোয়া করবেন না ? তিনি বললেন ঃ তোমাদের পূর্বেকার লোকদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল, যাকে ধরে নিয়ে তার জন্য যমীনে গর্ত করা হত। তারপর করাত এনে মাথায় আঘাত হেনে দু'টুকরা করে ফেলা হত। লোহার শলাকা দিয়ে তার গোশত ও হাড্ডি খসানো হত। এতদসত্ত্বেও তাকে তার দীন থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারত না। আল্লাহ্‌র কসম! এ দীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। এমন হবে যে সান'আ থেকে হাযরামাওত পর্যন্ত ভ্রমণকারী ভ্রমণ করবে। অথচ সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে না এবং নিজের মেষপালের জন্য বাঘের ভয় থাকবে কিন্তু তোমরা তো তাড়াহুড়া করছ।

٢٩٠٨ بَابُ فِى بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِى الْحَقِّ وَغَيْرِهِ

২৯০৮. অনুচ্ছেদ ঃ জোরপূর্বক কাউকে দিয়ে তার নিজের সম্পদ বা অপরের সম্পদ বিক্রয় করানো

banglainternet.com

٦٤٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

فَقَالَ انْطَلِقُوْا اِلَى يَهُوْدَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَادَاهُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ ذٰلِكَ اُرِيْدُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوْا اَنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنِّى اُرِيْدُ اَنْ اُجْلِيَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَاِلاَّ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا الْاَرْضُ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ -

৬৪৭৫ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে ছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন ঃ তোমরা ইহুদীদের কাছে চল। আমি তাঁর সাথে বের হয়ে পড়লাম এবং বায়তুল-মিদ্‌রাস নামক শিক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন নবী ﷺ দাঁড়িয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, নিরাপদ থাকবে। তারা বলল, হে আবুল কাসিম! আপনি (আপনার দায়িত্ব) পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ এটাই আমি চাই। তারপর দ্বিতীয়বার কথাটি বললেন। তারা বলল, হে আবুল কাসিম! আপনি পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর তিনি তৃতীয়বার তা পুনরাবৃত্তি করলেন। আর বললেন ঃ তোমরা জেনে রেখো যে, যমীন কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের। আমি তোমাদেরকে দেশান্তর করতে মনস্থ করেছি। তাই তোমাদের যার অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে, তা যেন সে বিক্রি করে নেয়। অন্যথায় জেনে রেখো, যমীন কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের।

٢٩٠٩ بَابُ لاَ يَجُوْزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ قَالَ اللّٰهُ وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ الاٰيَةَ

২৯০৯. অনুচ্ছেদ ঃ বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির বিয়ে জায়েয হয় না। আল্লাহ্ বলেন ঃ তোমরা দাসীগণকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। ..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (২৪ ঃ ৩৩)

٦٤٧٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَىْ يَزِيْدَ بْنِ جَارِيَةَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْاَنْصَارِيَّةِ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَاَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا -

৬৪৭৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযাআ (রা)..... খানসা বিন্‌ত খিযাম আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাকে তার পিতা (অনুমতি ব্যতীত) বিয়ে দিলেন। আর সে ছিল বিধবা। কিন্তু এ বিয়ে তার পছন্দ হল না। তাই সে নবী ﷺ -এর কাছে এসে জানাল। ফলে তিনি তার এ বিয়ে রদ (বাতিল) করে দিলেন।

٦٤٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ اَبِى عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِى اَبْضَاعِهِنَّ ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِىْ فَتَسْكُتُ قَالَ سُكَاتُهَا اِذْنُهَا -

banglainternet.com

৬৪৭৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মহিলাদের বিয়ে দিতে তাদের অনুমতি নিতে হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কুমারীর কাছে অনুমতি চাইলে তো লজ্জাবোধ করে; ফলে চুপ থাকে। তিনি বললেন ঃ তার নীরবতাই তার অনুমতি।

٢٩١٠. بَابٌ اِذَا اُكْرِهَ حَتّٰى وَهَبَ عَبْدًا اَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ . وَبِهِ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ فَاِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِى فِيْهِ نَذْرًا فَهُوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ وَكَذٰلِكَ اِنْ دَبَّرَهُ

২৯১০. অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে যদি বাধ্য করা হয়, যার ফলে সে গোলাম দান করে ফেলে অথবা বিক্রি করে দেয় তবে তা কার্যকর হবে না। কেউ কেউ অনুরূপ রায় পোষণ করেন। অপর দিকে তার মতে ক্রেতা যদি এতে কিছু মানত করে তাহলে তা কার্যকর হবে। অনুরূপ তাকে যদি মুদাব্বর বানিয়ে নেয় তাহলে তা কার্যকর হবে

٦٤٧٨ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوْكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ . فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّى . فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ . قَالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ اَوَّلَ -

৬৪৭৮ আবূ নু'মান (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক আনসারী ব্যক্তি তার এক গোলাম মুদাব্বর বানিয়ে দেয়। অথচ তার এ ছাড়া অন্য কোন মাল ছিল না। এ সংবাদ নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ কে আমার কাছ থেকে এ গোলাম ক্রয় করবে ? নু'আয়ম ইব্‌ন নাহ্‌হাম (রা) আটশ' দিরহামের বিনিময়ে তাকে ক্রয় করলেন। রাবী বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, ঐ গোলামটি কিবতী গোলাম ছিল এবং (ক্রয়ের) প্রথম বছরই মারা যায়।

٢٩١١ بَابٌ مِنَ الْاِكْرَاهِ كَرْهًا وَكُرْهًا وَاحِدٌ

২৯১১. অনুচ্ছেদ ঃ 'ইকরাহ্' (বাধ্যকরণ) শব্দ থেকে কারহান ও কুরহান নির্গত, উভয়টির অর্থ অভিন্ন

٦٤٧٩ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوْزَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِىُّ وَحَدَّثَنِى عَطَاءٌ اَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِىُّ وَلاَ اَظُنُّهُ اِلاَّ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا الْاٰيَةَ قَالَ كَانُوْا اِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ اَوْلِيَاؤُهُ اَحَقَّ بِامْرَاَتِهِ اِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَاِنْ شَاؤُا زَوَّجُوْهَا . وَاِنْ شَاؤُا لَمْ يُزَوِّجُوْهَا . فَهُمْ اَحَقُّ بِهَا مِنْ اَهْلِهَا. فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِى ذٰلِكَ -

banglainternet.com

৬৪৭৯ হুসাইন ইব্‌ন মানসূর (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত ঃ হে মু'মিনগণ! নারীদেরকে জবরদস্তিভাবে তোমাদের উত্তরাধিকার মনে করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়—আয়াতের শেষ পর্যন্ত—এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের রীতি ছিল, যখন কোন ব্যক্তি মারা যেত তখন তার অভিভাবকগণই তার স্ত্রীর ব্যাপারে অধিক হক্‌দার বলে মনে করত। ইচ্ছা করলে তাদের মধ্যে কেউ তাকে বিয়ে করত, ইচ্ছা করলে তাকে (অন্যত্র) বিয়ে দিত, আর ইচ্ছা করলে তাকে বিয়ে দিত না। তারাই স্ত্রীর অভিভাবকদের তুলনায় নিজেদেরকে অধিক হক্‌দার বলে মনে করত। এ ব্যাপারেই উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

٢٩١٢ بَابُ اِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْاَةُ عَلَى الزِّنَا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا فِى لِقَوْلِهِ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ . وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى نَافِعٌ اَنَّ صَفِيَّةَ اَبِى عُبَيْدَ اَخْبَرَتْهُ اَنْ عَبْدًا مِنْ رَقِيْقِ الْاِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيْدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتّٰى اقْتَضَّهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيْدَةَ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا ، قَالَ الزُّهْرِىُّ فِى الْاَمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ يُقِيْمُ ذٰلِكَ الْحَكَمُ مِنَ الْاَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ ثَمَنِيْهَا وَيُجْلَدُ ، وَلَيْسَ فِى الْاَمَةِ الثَّيِّبِ فِى قَضَاءِ الاَئِمَّةِ غُرْمٌ ، وَلٰكِنْ عَلَيْهِ حَدٌّ -

২৯১২. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কোন মহিলাকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হয় তখন তার উপর কোন 'হদ' আসে না। কেননা, আল্লাহ্ বলেন ঃ তবে কেউ যদি তাদেরকে বাধ্য করে সে ক্ষেত্রে জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তো তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (২৪ ঃ ৩৩) লায়স (র) নাফি' (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সাফিয়্যা বিন্‌ত আবূ উবাইদ তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, সরকারী মালিকানাধীন এক গোলাম গনীমতের পঞ্চমাংশে প্রাপ্ত একটি দাসীর সাথে জবরদস্তিমূলকভাবে যিনা করে। এমন কি তার কুমারীত্ব টুটে দেয়। উমর (রা) উক্ত গোলামকে কশাঘাত করলেন ও নির্বাসন দিলেন। কিন্তু দাসীটিকে সে বাধ্য করেছিল বলে কশাঘাত করলেন না। যুহরী (র) কুমারী দাসীর ব্যাপারে বলেন, যার কুমারীত্ব কোন আযাদ ব্যক্তি ছিন্ন করে ফেলল, বিচারক ঐ কুমারী দাসীর মূল্য অনুপাতে তার জন্য ঐ আযাদ ব্যক্তির নিকট হতে কুমারীত্ব টুটে ফেলার দিয়াত গ্রহণ করবেন এবং ওকে কশাঘাত করবেন। আর বিবাহিতা দাসীর ক্ষেত্রে ইমামদের সিদ্ধান্ত অনুসারে কোন জরিমানা নেই। তবে তার উপর 'হদ' কার্যকর হবে

٦٤٨٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَاجَرَ اِبْرَاهِيْمُ بِسَارَةَ وَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيْهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوْكِ اَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ اَنْ اَرْسِلْ اِلَىَّ بِهَا فَاَرْسَلَ بِهَا فَقَامَ اِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّاُ وَتُصَلِّى فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَىَّ الْكَافِرَ فَغَطَّ حَتّٰى رَكَضَ بِرِجْلِهِ

banglainternet.com

৬৪৮০ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইব্‌রাহীম (আ) 'সারা' (আ)-কে নিয়ে হিজরত করে এমন এক জনপদে উপনীত হলেন, যেখানে

একজন স্বৈরাচার বাদশাহ্ ছিল। সে তাঁকে বলে পাঠাল যে, যেন তিনি 'সারা' কে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি তাকে পাঠিয়ে দিলেন। সে 'সারার' দিকে অগ্রসর হতে লাগল। অপর দিকে 'সারা' ওযূ করে সালাত আদায় করতে লাগলেন। আর বললেন, হে আল্লাহ্ ! আমি যদি তোমার ও তোমার রাসূলের প্রতি ঈমান এনে থাকি তাহলে আমার উপর ঐ কাফেরকে কর্তৃত্ব প্রদান করো না। ফলে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে (মাটিতে পড়ে) গোড়ালী দিয়ে ঘর্ষণ করতে লাগল।

٢٩١٣ بَابُ يَمِيْنِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ اِنَّهُ اَخُوْهُ اِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ اَوْ نَحْوَهُ وَكَذٰلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ فَاِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُوْنَهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ فَاِنْ قَاتَلَ دُوْنَ الْمَظْلُوْمِ فَلاَ قَوَدَ عَلَيْهِ وَلاَ قِصَاصَ ، وَاِنْ قِيْلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ اَوْ لَتَاْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ اَوْ لَتَبِيْعَنَّ عَبْدَكَ اَوْ تُقِرَّ بِدَيْنٍ اَوْتَهَبَ هِبَةً كُلُّ عُقْدَةٍ اَوْ لَنَقْتُلَنَّ اَبَاكَ اَوْ اَخَاكَ فِى الْاِسْلاَمِ وَسِعَهُ ذٰلِكَ لِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَوْقِيْلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ اَوْ لَتَاْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ اَوْلَنَقْتُلَنَّ ابْنَكَ اَوْ اَبَاكَ اَوْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ لَمْ يَسَعْهُ لاَنَّ هٰذَا لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ ثُمَّ نَاقَضَ فَقَالَ اِنْ قِيْلَ لَهُ لَنَقْتُلَنَّ اَبَاكَ اَوِ ابْنَكَ اَوْ لَتَبِيْعَنَّ هٰذَا الْعَبْدَ اَوْتُقِرَّ بِدَيْنٍ اَوْ بِهِبَةٍ يَلْزَمُهُ فِى الْقِيَاسِ وَلٰكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُوْلُ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِى ذٰلِكَ بَاطِلٌ فَرَّقُوْا بَيْنَ كُلِّ ذِى مَحْرَمٍ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لاِمْرَاَتِهِ هٰذِهِ اُخْتِى ، وَذٰلِكَ فِى اللّٰهِ ، وَقَالَ النَّخَعِىُّ اِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَنِيَّةُ الْحَالِفِ، وَاِنْ كَانَ مَظْلُوْمًا فَنِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ –

২৯১৩. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার সঙ্গী সম্পর্কে নিহত হওয়া বা অনুরূপ কিছুর আশঙ্কা পোষণ করে তখন (তার কল্যাণার্থে) কসম করা যে, সে তার ভাই। অনুরূপভাবে যে কোন বল প্রয়োগকৃত ব্যক্তির ব্যাপারে যখন কোন প্রকার আশঙ্কা দেখা দেয়। কেননা, এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে জালিমের হাত থেকে রক্ষা করবে। তার জন্য লড়াই করবে, তাকে লাঞ্ছিত করবে না। যদি সে মজলুমের জন্যে লড়াই করে তাহলে তার উপর কোন 'হদ' বা কিসাস নেই। যদি কাউকে বলা হয় তোমাকে অবশ্যই মদ পান করতে হবে, অথবা মৃতের গোশ্ত খেতে হবে, অথবা তোমার দাসকে বিক্রি করতে হবে অথবা তোমাকে ঋণ স্বীকার করতে হবে অথবা কিছু দান করতে হবে বা অনুরূপভাবে যে কোন চুক্তির কথা বলা হয়। অন্যথায় আমরা তোমার পিতাকে অথবা মুসলিম ভাইকে হত্যা করে ফেলব। তখন তার জন্য ঐসব কাজ করার অনুমতি আছে। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন ঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। কেউ কেউ বলেন, যদি বলা হয়, তোমাকে অবশ্যই মদ পান করতে হবে, অথবা মৃতের গোশ্ত খেতে হবে, অন্যথায় আমরা তোমার পুত্রকে বা তোমার পিতাকে বা তোমার কোন নিকট আত্মীয়কে হত্যা করে ফেলব, তখন তার জন্য এসব কাজ করার অনুমতি নেই। কেননা, সে নিরুপায়

banglainternet.com

নয়। কেউ কেউ এর বিপরীত রায় ব্যক্ত করে বলেন, যদি তাকে বলা হয়, আমরা অবশ্যই তোমার পিতাকে বা তোমার পুত্রকে হত্যা করে ফেলব, না হয় তোমাকে ঐ গোলামটি বিক্রি করতে হবে, অথবা তোমাকে ঋণ স্বীকার করতে হবে, অথবা হেবা স্বীকার করতে হবে, তাহলে কিয়াসের দৃষ্টিতে তার জন্য তা জরুরী হয়ে যায়। তবে ইস্‌তিহ্‌সানের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলি যে এ ক্ষেত্রে বিক্রি, দান বা যে কোন চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। অতএব তারা কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ্‌ ব্যতিরেকেই নিকটাত্মীয় ও অনাত্মীয়দের মধ্যে প্রভেদ করে নিল। নবী ﷺ বলেন ঃ ইবরাহীম (আ) তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন, ইনি আমার বোন। আর ওটি ছিল আল্লাহর ব্যাপারে (দীনের ভিত্তিতে)। নাখাঈ (র) বলেন, যে ব্যক্তি হলফ্‌ করায়, সে যদি অত্যাচারী হয় তা হলে হলফকারীর নিয়তই গ্রহণীয় হবে। আর যদি সে মজলুম হয় তাহলে তার নিয়তই কার্যকর হবে

٦٤٨١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَالِمًا اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِى حَاجَتِهِ -

৬৪৮১ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) ..... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, না সে তার প্রতি জুলুম করবে, না তাকে অন্যের হাওলা করবে। যে কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাবে আল্লাহ্‌ তার প্রয়োজন মেটাবেন।

٦٤٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْصُرُهُ اِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا ، اَفَرَاَيْتَ اِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ اَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزُهُ اَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَاِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ -

৬৪৮২ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহীম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন ঃ তোমার ভাইকে সাহায্য কর। সে জালিম হোক অথবা মজলুম হোক। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মজলুম হলে তাকে সাহায্য করব, তা তো বোধগম্য ব্যাপার। কিন্তু জালিম হলে তাকে সাহায্য করব, তা কিভাবে? তিনি বললেন ঃ তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখবে। আর এটাই হচ্ছে তার সাহায্য।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْحِيَلِ

কূটকৌশল অধ্যায়

٢٩١٤ بَابٌ فِى تَرْكِ الْحِيَلِ وَاَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوٰى فِى الْاَيْمَانِ وَغَيْرِهِ

২৯১৪. অনুচ্ছেদ ঃ কূটকৌশল পরিত্যাগ করা। এবং কসম ইত্যাদিতে যে যা নিয়ত করবে তা-ই তার ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে

٦٤٨٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّمَا لِاَمْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ هَاجَرَ اِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِامْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا . فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ -

৬৪৮৩ আবূ নু'মান (র) ..... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি! হে জনতা! সকল আমলই নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত। যে যা নিয়ত করবে সে তা-ই পাবে। যার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য হবে তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্যই হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া পাওয়ার জন্য বা কোন রমণীকে বিয়ে করার জন্য হবে, তার হিজরত সে জন্যই হবে, যে জন্য সে হিজরত করেছে।

٢٩١٥ بَابٌ فِى الصَّلَاةِ

২৯১৫. অনুচ্ছেদ ঃ নামায

٦٤٨٤ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةَ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّاَ -

banglainternet.com

৬৪৮৪ ইসহাক ইব্ন নাস্র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়ু নির্গত হওয়ার পর ওযূ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাদের কারো নামায কবুল করবেন না।

٢٩١٦ بَابٌ فِي الزَّكَاةِ وَأَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

২৯১৬. অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত এবং সাদাকা প্রদানের ভয়ে যেন একত্রিত পুঁজিকে বিভক্ত করা না হয় এবং বিভক্ত পুঁজিকে যেন একত্রিত করা না হয়

٦٤٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ -

৬৪৮৫ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ আনসারী (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত সাদাকা সম্পর্কে আবূ বকর (রা) তার কাছে একটি ফরমান পাঠান। এতে লিখেন যে, সাদাকা প্রদানের আশংকায় যেন বিচ্ছিন্ন মালকে একত্রিত করা না হয় এবং একত্রিত মালকে যেন বিচ্ছিন্ন করা না হয়।

٦٤٨٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا ، فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ ؟ قَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا، قَالَ أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَرَائِعِ الإِسْلاَمِ ، قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ وَهَبَهَا أَوِ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ -

৬৪৮৬ কুতায়বা (র) ..... তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক অবিন্যস্ত কেশধারী বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ আমার উপর নামায থেকে কি ফরয করেছেন, তা বাতলে দিন। তিনি বললেন ঃ পাঞ্জেগানা নামায, তবে তুমি কিছু নফল পড়তে পার। সে বলল, আল্লাহ্ আমার উপর রোযা থেকে কি ফরয করেছেন তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন ঃ রমযান মাসের রোযা। তবে তুমি কিছু নফল আদায় করতে পার। সে বলল, আল্লাহ্ আমার উপর যাকাত থেকে কি ফরয করেছেন সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ইসলামী হুকুম আহ্কাম সম্পর্কে অবহিত করলেন। সে বলল, ঐ সত্তার কসম! যে আপনাকে সম্মানিত

banglainternet.com

করেছে। আমি নফল কিছু করব না। এবং আল্লাহ্ আমার উপর যা ফরয করেছেন তা থেকে কমাবও না। তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি লোকটি এর উপর স্থিত থাকে, তাহলে সফলকাম হয়েছে। যদি এ সত্যের উপর স্থিত থাকে তাহলে তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে।

কোন কোন মনীষী বলেন, একশ' বিশটি উটের যাকাত হলো দু'টি হিক্কা। যদি যাকাত এড়ানোর জন্য সে এগুলো স্বেচ্ছায় ধ্বংস করে ফেলে অথবা দান করে দেয় অথবা অন্য কোন কৌশল অবলম্বন করে যাকাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

٦٤٨٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ كَنْزُ اَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطْلُبُهُ وَيَقُوْلُ اَنَا كَنْزُكَ . قَالَ وَاللّٰهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ ، حَتّٰى يَبْسُطُ يَدَهُ فَيُلْقِمُهَا فَاهُ . وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَارَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تَسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِاَخْفَافِهَا . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِى رَجُلٍ لَهُ اِبِلٌ فَخَافَ اَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بِاِبِلٍ مِثْلِهَا اَوْ بِغَنَمٍ اَوْ بِبَقَرٍ اَوْ بِدَرَاهِمَ فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ وَاحْتِيَالاً فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنْ زَكّٰى اِبِلَهُ قَبْلَ اَنْ يَحُوْلَ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ اَوْ بِسَنَةٍ جَازَتْ عَنْهُ -

৬৪৮৭ ইসহাক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সঞ্চিত ধন, যার যাকাত আদায় করা হয়নি, কিয়ামতের দিন টাকপড়া হিংস্র সাপে পরিণত হবে। সম্পদের মালিক তা থেকে পালাতে থাকবে। কিন্তু সাপ তার পিছে লেগে থাকবে। আর বলবে, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! সাপ তার পিছু ধাওয়া করতেই থাকবে। পরিশেষে সে বাধ্য হয়ে তার হাত প্রসারিত করে দেবে। ফলে সাপ তার মুখ গ্রাস করে নেবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ পশুর মালিক যদি তার হক যাকাত আদায় না করে তাহলে পশুকে তার পিছে লাগিয়ে দেয়া হবে। পশু তার মুখমণ্ডল পায়ের ক্ষুর দ্বারা আঁচড়ে ফেলবে। কোন কোন মনীষী বলেন, কোন ব্যক্তির কয়েকটি উট ছিল, এগুলোতে যাকাত ওয়াজিব হয়ে যাবার আশংকায় যাকাত এড়াবার নিমিত্ত কৌশলের আশ্রয় নিয়ে বছর পূর্ণ হওয়ার একদিন আগে সমপরিমাণ উটের বদলে বা ছাগল বা গরুর বা মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলল, তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। অথচ ইনি বলেন, যদি বছর পূর্ণ হওয়ার একদিন অথবা এক বছর আগেই উটের যাকাত দিয়ে দেয় তাহলে তার পক্ষে আদায় হয়ে যাবে।

٦٤٨٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اَسْتَفْتٰى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْاَنْصَارِىُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى نَذْرٍ كَانَ عَلٰى اُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْضِهِ

banglainternet.com

عَنْهَا . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ اِذَا بَلَغَتِ الْاِبِلُ عِشْرِيْنَ فَفِيْهَا اَرْبَعُ شِيَاهٍ فَاِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ اَوْ بَاعَهَا فِرَارًا اَوْاحْتِيَالاً لاِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ . وَكَذَلِكَ اِنْ اَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلاَ شَيْءَ فِي مَالِهِ -

৬৪৮৮ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্‌ন উবাদা আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তাঁর মায়ের মানত সম্পর্কে ফতোয়া চাইলেন, যে মানত তার মায়ের যিম্মায় ছিল। কিন্তু তা আদায় করার পূর্বে তার মৃত্যু হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি তার পক্ষ থেকে আদায় করে দাও। কোন কোন মনীষী বলেন, যখন উটের সংখ্যা বিশে পৌঁছে তখন তার যাকাত হবে চারটি ছাগল। কিন্তু যদি সে যাকাত থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা যাকাত এড়াবার কৌশল হিসেবে বছর পূর্ণ হওয়ার আগে ঐগুলো দান করে দেয় অথবা বিক্রি করে ফেলে, তাহলে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ যদি সে ঐগুলো ধ্বংস করে দেয় তারপর সে মারা যায় তাহলেও তার মালের উপর কোন যাকাত ওয়াজিব হবে না।

٢٩١٧ بَابُ

২৯১৭. অনুচ্ছেদ

٦٤٨٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ . قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ ؟ قَالَ يَنْكِحُ بِنْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صِدَاقٍ وَيَنْكِحُ اُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ اُخْتَهُ بِغَيْرِ صِدَاقٍ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ اِنِ احْتَالَ حَتّٰى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهُوَ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ النِّكَاحُ فَاسِدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ -

৬৪৮৯ মুসাদ্দাদ (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'শিগার' থেকে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নাফি' (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'শিগার' কি ? তিনি বললেন, কেউ এক ব্যক্তির মেয়ে বিয়ে করবে এবং সে তার মেয়ে ঐ ব্যক্তির কাছে বিনা মহরে বিয়ে দেবে। কেউ কোন ব্যক্তির বোনকে বিয়ে করবে এবং সে তার বোনকে ঐ ব্যক্তির কাছে বিনা মহরে বিয়ে দেবে। কোন কোন আলিম বলেন, যদি কেউ কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে শিগারের ভিত্তিতে বিয়ে করে নেয়, তাহলে বিয়ে বলবৎ হয়ে যাবে। তবে শর্তটি বাতিল বলে গণ্য হবে। আর 'মুত্'আ' সম্পর্কে তিনি বলেন, বিয়ে ফাসিদ ও শর্ত বাতিল। আবার কেউ কেউ বলেন 'মুত্'আ' ও 'শিগার' উভয়টি জায়েয হবে। আর শর্ত বাতিল হবে।

banglainternet.com

٦٤٩٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِمَا اَنَّ عَلِيًّا قِيْلَ لَهُ اِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ

يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ اِنِ احْتَالَ حَتّٰى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمُ النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ -

৬৪৯০ মুসাদ্দাদ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) থেকে বর্ণিত যে, আলী (রা)-কে বলা হলো—ইব্‌ন আব্বাস (রা) নারীদের মুত্'আ বিয়েতে কোন আপত্তি মনে করেন না। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের দিন মুত্'আ ও গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত (আহার) থেকে নিষেধ করেছেন। কোন কোন লোক বলেন, যদি কৌশলের আশ্রয় নিয়ে মুত্'আ বিয়ের চুক্তি করে নেয় তাহলে বিয়ে ফাসিদ বলে গণ্য হবে। আর কেউ কেউ বলেন, বিয়ে বৈধ হবে আর শর্ত বাতিল হবে।

٢٩١٨ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْاِحْتِيَالِ فِى الْبُيُوْعِ وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَاءِ

২৯১৮. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে যে কূটকৌশল অপছন্দনীয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘাস উৎপাদনে বাধা প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি সরবরাহে বাধা দেওয়া যাবে না

٦٤٩١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَاءِ -

৬৪৯১ ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘাস উৎপাদনে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি সরবরাহে বাধা দেয়া যাবে না।

٢٩١٩ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّنَاجُشِ

২৯১৯. অনুচ্ছেদ ঃ দালালী করা অশোভনীয় হওয়া প্রসঙ্গে

٦٤٩٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّجْشِ -

৬৪৯২ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দালালী করা থেকে নিষেধ করেছেন।

٢٩٢٠ بَابُ مَا يُنْهٰى مِنَ الْخِدَاعِ فِى الْبُيُوْعِ وَقَالَ اَيُّوْبُ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ كَاَنَّمَا يُخَادِعُوْنَ اٰدَمِيًّا لَوْ اَتَوُا الْاَمْرَ عِيَانًا كَانَ اَهْوَنَ عَلَىَّ -

banglainternet.com

২৯২০. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে। আইউব (র) বলেন, লোকেরা আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দিতে চায়, যেন তারা মানুষকে ধোঁকা দেয়। তারা যদি প্রকাশ্যে কাজটি করত তবে তা আমার কাছে সহজতর মনে হত

٦٤٩٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ فَقَالَ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ –

৬৪৯৩ ইসমাঈল (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করল যে, সে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় প্রতারিত হয়ে যায়। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলবে (কোন প্রকার) ধোঁকাবাজি নেই।

٢٩٢١ بَابُ مَا يُنْهٰى مِنَ الْاِحْتِيَالِ لِلْوَلِىِّ فِى الْيَتِيْمَةِ الْمَرْغُوْبَةِ وَاَلاَّ يُكْمِلَ صَدَاقَهَا

২৯২১. অনুচ্ছেদ ঃ অভিভাবকের পক্ষে বাঞ্ছিতা ইয়াতীম বালিকার পুরা মহর না দেওয়ার ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন করা নিষেধ হওয়া প্রসঙ্গে

٦٤٩٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ هِىَ الْيَتِيْمَةُ فِى حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِى مَالِهَا وَجَمَالِهَا يُرِيْدُ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِاَدْنٰى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنُهُوْا عَنْ نِكَاحِهِنَّ اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ فِى اِكْمَالِ الصَّدَاقِ ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ : فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ –

৬৪৯৪ আবুল ইয়ামন (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে। (৪ ঃ ৩) তিনি বললেন, এ আয়াত এমন ইয়াতীম মেয়ে প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে তার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আছে। আর অভিভাবক তার সম্পদ ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং তার সগোত্রীয় মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত মহরের চেয়ে কম মহর দিয়ে বিয়ে করে নেয়ার মনস্থ করে। তাই তাদেরকে এমন ইয়াতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি পুরোপুরি মহর প্রদান করে তাদের সাথে সুবিচার করে। এরপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এ সম্পর্কে ফতোয়া চাইলে আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ এবং লোকেরা তোমার নিকট নারীদের বিষয় পরিষ্কারভাবে জানতে চায় .....(৪ ঃ ১২৭)। তারপর হাদীসের (বাকি অংশ) বর্ণনা করেন।

٢٩١٧ بَابُ اِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ اَنَّهَا مَاتَتْ ، فَقُضِىَ بِقِيْمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهِىَ لَهُ ، وَيَرُدُّ الْقِيْمَةَ وَلاَتَكُوْنُ الْقِيْمَةُ ثَمَنًا . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لاَنَّهُ الْقِيْمَةُ وَفِى هٰذَا احْتِمَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لاَ يَبِيْعُهَا فَغَصَبَهَا وَاعْتَلَّ بِاَنَّهَا مَاتَتْ حَتّٰى يَاْخُذَ رَبُّهَا قِيْمَتَهَا فَتَطِيْبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةُ غَيْرِهِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –

banglainternet.com

২৯২২. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ কোন বাঁদী অপহরণ করার পর বলে, সে মরে গেছে এবং বিচারকও মৃত বাঁদীর মূল্যের ফায়সালা করে দেন। এরপর যদি সে বাঁদী মালিকের হস্তগত হয়ে যায়, তখন সে মালিকেরই হবে। তবে মালিক মূল্য ফেরত দেবে। এ মূল্য (বাঁদীর) দাম বলে গণ্য হবে না।

কোন কোন মনীষী বলেন, বাঁদীটি অপহরণকারীরই থাকবে। কারণ মালিক মূল্য গ্রহণ করে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির জন্য একটা কৌশল গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেয়া হলো। যে ব্যক্তির কারো দাসী পছন্দ হয়, কিন্তু মালিক তা বিক্রয় করে না, তখন সে তা অপহরণ করে বাহানা করে বলল যে, সে মরে গেছে। যাতে করে মালিক মূল্য গ্রহণ করে নেয়। আর অন্যের দাসী অপহরণকারীর জন্য হালাল হয়ে যায়। অথচ নবী ﷺ বলেন ঃ একে অন্যের মাল হরণ করা তোমাদের জন্য হারাম। প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন একটা পতাকা থাকবে।

٦٤٩٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ -

৬৪৯৫ আবূ নু'আয়ম (র) ..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন একটা পতাকা থাকবে, এর মাধ্যমে তাকে চেনা যাবে।

٢٩٢٣ بَابٌ

২৯২৩. অনুচ্ছেদ

٦٤٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَاَقْضِىْ لَهُ عَلٰى نَحْوِ مَا اَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئًا فَلَايَاْخُذْ فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ -

৬৪৯৬ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... উম্মে সালামা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি তো একজন মানুষ। আর তোমরা আমার কাছে বিবাদ মীমাংসার জন্য এসে থাক। তোমাদের এক পক্ষ অপর পক্ষ হতে দলীল-প্রমাণ পেশ করার ব্যাপারে অধিকতর পারদর্শী হতে পারে। ফলে আমি আমার শোনা মতে যদি কাউকে তার অন্য ভাইয়ের হক দিয়ে দেই, তাহলে যেন সে তা গ্রহণ না করে। কেননা, আমি তার জন্য জাহান্নামের একটা অংশই পৃথক করে দিচ্ছি।

٢٩٢٤ بَابٌ فِى النِّكَاحِ

২৯২৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিয়ে

banglainternet.com

٦٤٩٧ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاْذَنَ . وَلَا

الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَامَرَ ، فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اِذْنُهَا ؟ قَالَ اِذَا سَكَتَتْ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ اِنْ لَمْ تُسْتَاذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تُزَوَّجْ فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَاَقَامَ شَاهِدَىْ زُوْرٍ اَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا فَاَثْبَتَ الْقَاضِى نِكَاحَهَا وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ اَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلٌ فَلاَ بَأْسَ اَنْ يَطَاَهَا وَهُوَ تَزْوِيْجٌ صَحِيْحٌ-

৬৪৯৭ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কুমারী নারী বিয়ে দেয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অনুমতি গ্রহণ করা হবে। আর বিধবা নারী বিয়ে দেয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মত গ্রহণ করা হবে। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তার অনুমতি কিরূপে? তিনি বললেন ঃ যখন সে নীরব থাকে। কোন কোন লোক বলেন, যদি কুমারীর অনুমতি নেয়া না হয় এবং তাকে বিয়ে দেয়া না হয়। অতঃপর কোন ব্যক্তি কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে দু'জন মিথ্যা সাক্ষী এ মর্মে দাঁড় করায় যে, ঐ ব্যক্তি উক্ত মহিলাকে তার সম্মতি নিয়ে বিয়ে করেছে এবং বিচারকও তার বিয়ে বলবৎ করে দেন, অথচ স্বামী পরিজ্ঞাত যে, সাক্ষীটি মিথ্যা, তখন তার জন্য উক্ত মহিলার সাথে সহবাস করতে কোন আপত্তি নেই এবং এটি শুদ্ধ বিয়েতে পরিণত হবে।

٦٤٩٨ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَسِمِ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ اَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِىَ كَارِهَةٌ فَاَرْسَلَتْ اِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَىْ جَارِيَةَ قَالاَ فَلاَ تَخْشَيْنَ فَاِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ اَنْكَحَهَا اَبُوْهَا وَهِىَ كَارِهَةٌ ، فَرَدَّ النَّبِىُّ ﷺ ذٰلِكَ قَالَ سُفْيَانُ وَاَمَّا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ خَنْسَاءَ-

৬৪৯৮ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... কাসিম (র) থেকে বর্ণিত যে, জাফর (রা)-এর বংশের জনৈকা মহিলা আশঙ্কা পোষণ করল যে, তার অভিভাবকরা তার অসম্মতিতে বিয়ে দিতে যাচ্ছে। তাই সে আনসারী দু'জন মুরব্বী জারিয়ার দুই পুত্র আবদুর রহমান (রা) ও মুজাম্মি (রা)-কে এ কথা বলে পাঠাল। তারা বললেন, তোমার ভয়ের কারণ নেই। কেননা, খানসা বিনত খিযাম (রা)-কে তার পিতা তার অসম্মতিতে বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু নবী ﷺ এ বিয়ে রদ (বাতিল) করে দেন। সুফিয়ান (র) বলেছেন যে, আমি আবদুর রহমান (র)-কে তাঁর পিতা থেকে ان خنساء বলতে শুনেছি।

٦٤٩٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُنْكَحُ الاَيِّمُ حَتَّى تُسْتَاْمَرَ ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاْذَنَ قَالُوْا كَيْفَ اِذْنُهَا ؟ قَالَ اَنْ تَسْكُتَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ اِنِ احْتَالَ اِنْسَانٌ بِشَاهِدَىْ زُوْرٍ عَلٰى تَزْوِيْجِ امْرَاَةٍ ثَيِّبٍ بِاَمْرِهَا ، فَاَثْبَتَ الْقَاضِى نِكَاحَهَا اِيَّاهُ ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ ، فَاِنَّهُ يَسَعُهُ هٰذَا النِّكَاحُ وَلاَ بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا-

banglainternet.com

৬৪৯৯ আবূ নু'আয়ম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিধবাকে তার মতামত ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না এবং কুমারীকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না। তারা বললেন, তার অনুমতি কি রূপে? তিনি বললেন ঃ তার নীরব থাকা। কেউ কেউ বলেন, যদি কোন লোক কোন বিধবা নারীর মতানুসারে বিয়ে সম্পাদনের ওপর দু'জন মিথ্যা সাক্ষীর মাধ্যমে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। আর বিচারকও তাদের এ বিয়েকে বলবৎ করে দেন। অথচ স্বামী পরিজ্ঞাত যে, সে তাকে এর পূর্বে বিয়ে করেনি। তাহলে তার জন্য এ বিয়ে বৈধ ও কার্যকর হয়ে যাবে এবং তার জন্য উক্ত মহিলার সাথে বৈবাহিক জীবন যাপনে কোন বাধা নেই।

٦٥٠٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبِكْرُ تُسْتَاذَنُ . قُلْتُ اِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْىِ ؟ قَالَ اِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ اِنْ هَوِىَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيْمَةً اَوْ بِكْرًا فَاَبَتْ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَىْ زُوْرٍ عَلَى اَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فَاَدْرَكَتْ فَرَضِيَتِ الْيَتِيْمَةُ فَقَبِلَ الْقَاضِى شَهَادَةَ الزُّوْرِ . وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلاَنِ ذٰلِكَ حَلَّ لَهُ الْوَطْئُ-

৬৫০০ আবূ আসিম (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কুমারীর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। আমি বললাম, কুমারী তো লজ্জাবোধ করবে। তিনি বললেন ঃ তার অনুমতি হলো তার নীরবতা। কেউ কেউ বলেন, যদি কোন ইয়াতীম বাঁদী অথবা কোন কুমারী কারো পছন্দ হয়। কিন্তু সে অসম্মতি জানায়। তখন ঐ ব্যক্তি কৌশলের আশ্রয় নিয়ে দু'জন মিথ্যা সাক্ষী এ মর্মে পেশ করে যে, সে তাকে বিয়ে করেছে এবং সে প্রাপ্তবয়স্কা হবার পর সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। আর বিচারকও মিথ্যা সাক্ষ্য কবূল করে নেন। অথচ স্বামী তা মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে অবগত। এক্ষেত্রে তার জন্য সহবাস করা বৈধ হয়ে যায়।

٢٩٢٥ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ الْمَرْاَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ ، وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فِى ذٰلِكَ

২৯২৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলার জন্য স্বামী ও সতীনের বিরুদ্ধে কৌশল করা অপছন্দনীয় এবং এ ক্ষেত্রে নবী ﷺ -এর ওপর যা নাযিল হয়েছে

٦٥٠١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ ، وَيُحِبُّ الْعَسَلَ ، وَكَانَ اِذَا صَلَّى الْعَصْرَ اَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُوْ مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ ، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا اَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ ، فَسَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ ، فَقَالَ لِى اُهْدِيَتْ امْرَاَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ فَسَقَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً ، فَقُلْتُ اَمَا وَاللّٰهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ . فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِسَوْدَةَ .

banglainternet.com

وَقُلْتُ اِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَاِنَّهُ سَيَدْنُوْ مِنْكِ فَقُوْلِى لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَاِنَّهُ سَيَقُوْلُ لاَ فَقُوْلِى لَهُ مَا هٰذِهِ الرِّيْحُ ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ اَنْ تُوْجَدَ مِنْهُ الرِّيْحُ فَاِنَّهُ سَيَقُوْلُ سَقَتْنِى حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقُوْلِى لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ وَسَاَقُوْلُ ذٰلِكَ ، وَقُوْلِيْهِ لَهُ اَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ ، قَالَتْ تَقُوْلُ سَوْدَةُ وَالَّذِى لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لَقَدْ كِدْتُ اَنْ اُنَادِيَهُ بِالَّذِى قُلْتِ لِى وَاِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ فَلَمَّا دَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ ؟ قَالَ لاَ قَالَتْ فَمَا هٰذِهِ الرِّيْحُ؟ قَالَ سَقَتْنِى حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ ، قَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَىَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اَسْقِيْكَ مِنْهُ؟ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِى بِهِ ، قَالَتْ تَقُوْلُ سَوْدَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ ، قَالَتْ قُلْتُ لَهَا اُسْكُتِى –

৬৫০১ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিষ্টান্ন ও মধু পছন্দ করতেন। এবং যখন আসরের নামায আদায় করে নিতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে ঘুরে বেড়াতেন এবং তাঁদের কাছে উপস্থিত হতেন। একদা তিনি হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং সাধারণত যত সময় তাঁর কাছে অবস্থান করতেন এর চেয়ে অধিক সময় তাঁর কাছে অবস্থান করলেন। তাই আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তখন আমাকে বলা হল যে, তার স্বগোত্রীয় এক মহিলা এক কৌটা মধু হাদিয়া পাঠিয়েছে। এ থেকে তিনি আল্লাহ্র রাসূলকে কিছু পান করিয়েছেন। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমরা অবশ্যই একটা কৌশল অবলম্বন করব। এরপর আমি এ ব্যাপারে সাওদা (রা)-এর সাথে আলোচনা করলাম। আমি বললাম, যখন তিনি তোমার ঘরে আসবেন, তখন তিনি অবশ্যই তোমার সন্নিকটে যাবেন। এ সময় তুমি তাঁকে বলবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি মাগাফীর খেয়েছেন? তিনি অবশ্য না-ই বলবেন। তখন তুমি বলবে, তাহলে এ দুর্গন্ধ কিসের? আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তাঁর থেকে দুর্গন্ধ পাওয়া যাওয়াটা খুবই গুরুতর মনে হত। তখন তিনি বলবেন ঃ হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। তখন তুমি তাঁকে বলবে, তাহলে ঐ মধুর পোকা 'উরফুত' গাছের রস আহরণ করেছে। আর আমিও একই কথা বলব। হে সাফিয়া! তুমিও তাঁকে এ কথা বলবে। যখন তিনি সাওদা (রা)-এর ঘরে এলেন, তখন সাওদা (রা) বললেন, কসম ঐ সত্তার, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। যখনই তিনি দরজার কাছে এলেন তখনই আমি তোমার ভয়ে তোমার শিখানো কথাগুলো বলতে উদ্যত হলাম। এরপর তিনি যখন সন্নিকটে এলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি 'মাগাফীর' খেয়েছেন। তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে এ দুর্গন্ধ কিসের? তিনি বললেন ঃ হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। আমি বললাম, তাহলে এ মধুর পোকা 'উরফুত' (বৃক্ষের) রস আহরণ করেছে। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমার ঘরে এলেন, তখন আমিও তাঁকে অনুরূপ কথা বললাম। এরপর তিনি সাফিয়া (রা)-এর ঘরে গেলেন, সেও তাঁকে অনুরূপ কথা বলল। পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন তখন তিনি তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকে মধু পান করতে দিব কি ? তিনি

banglainternet.com

বললেন ঃ এর কোন প্রয়োজন নেই। আয়েশা (রা) বলেন, সাওদা (রা) বলল ঃ সুবহানাল্লাহ্! আমরা তা হারাম করে দিলাম। আয়েশা (রা) বলেন, আমি সাওদা (রা)-কে বললাম, চুপ কর।

٢٩٢٦ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْاِحْتِيَالِ فِى الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُوْنِ

২৯২৬. অনুচ্ছেদ ঃ প্লেগ মহামারী আক্রান্ত এলাকা থেকে পলায়ন করার জন্য কৌশলের আশ্রয় নেয়া নিষিদ্ধ

٦٥٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّ عُمَرَ خَرَجَ اِلَى الشَّامِ ، فَلَمَّا جَاءَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ اَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمْ بِاَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ ، فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغٍ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ اِنَّمَا انْصَرَفَ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ-

৬৫০২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির ইব্ন রাবী'আ (র) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) সিরিয়া অভিমুখে রওনা দিলেন। তিনি যখন 'সারাগ' নামক স্থানে পৌছলেন, তখন তাঁর কাছে এ সংবাদ পৌছল যে, সিরিয়ায় প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। এ সময় আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) তাঁকে অবহিত করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা কোন এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে শুনতে পাবে তখন তোমরা সেখানে যেও না। আর যখন কোন এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়ে আর তোমরা সেখানে উপস্থিত থাক, তখন সেখান থেকে পলায়ন করে বেরিয়ে এসো না। এ কথা শুনে উমর (রা) 'সারাগ' থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। ইব্ন শিহাব (রা)..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত, উমর (রা) আবদুর রহমানের হাদীসের কারণে ফিরে এসেছেন।

٦٥٠٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّهُ سَمِعَ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ رِجْزٌ اَوْ عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْاُمَمِ ثُمَّ بَقِىَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَتَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَتَاْتِى الْاُخْرٰى فَمَنْ سَمِعَ بِاَرْضٍ فَلاَ يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ بِاَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلاَ يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ-

৬৫০৩ আবুল ইয়ামন (র) ..... উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সা'দ (রা)-কে বলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহামারী প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বললেন ঃ এ একটি শাস্তি, কতক জাতিকে এ দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তারপর এর কিছু অংশ বাকী রয়ে গেছে। তাই কখনো এ চলে যায় আবার কখনো তা ফিরে আসে। যখন কেউ কোন এলাকায় মহামারীর কথা শুনবে তখন যেন সে তথায় না যায়। আর যে কেউ এমন এলাকায় অবস্থান করে যেখানে এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, তখন সে যেন সেখান থেকে পলায়ন করে বেরিয়ে না আসে।

banglainternet.com

٢٩٢٧ بَابٌ فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا فَلا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَخَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْهِبَةِ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ

২৯২৭. অনুচ্ছেদ ঃ হেবা ও শুফ'আর ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন। কোন কোন মনীষী বলেন, কেউ যদি কৌশল করে এক হাজার বা ততোধিক দিরহাম হেবা করে এবং তা কয়েক বছর গ্রহীতার কাছে থেকে যায় এবং এতে সে কৌশল করে। এরপর হেবাকারী যদি তা আবার ফেরত নিয়ে আসে, তাহলে তাদের উভয়ের কারো উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী) বলেন ঃ তাহলে সে হেবার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ করল এবং যাকাতে ফাঁকি দিল।

٦٥٠٤ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ . لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ -

৬৫০৪ আবূ নু'আয়ম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ হেবা করে আবার তাকে ফেরত নেয়া ব্যক্তির তুলনা যেন এমন একটি কুকুর যে বমি করে তা আবার গলাধঃকরণ করে। এরূপ খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন আমাদের জন্য কিছুতেই ঠিক নয়।

٦٥٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الشُّفْعَةُ لِلْجُوَارِ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَاشَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ . وَقَالَ إِنِ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ وَلا شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ -

৬৫০৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কেবল ঐ সব ভূমিতে শুফআর অধিকার সাব্যস্ত করেছেন, যেগুলো এখনো বন্টিত হয়নি। আর যখন সীমানা নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং রাস্তা নির্ধারিত হয়ে যায় তখন আর শুফআর (অধিকার) থাকে না। কোন কোন লোক বলেন, প্রতিবেশী হওয়ার দরুনও শুফআর অধিকার সাব্যস্ত হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে যা দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করলেন তা আবার বাতিল করে দিলেন এবং বললেন, যদি কেউ কোন বাড়ি ক্রয় করার পর আশংকা করে যে, প্রতিবেশী শুফআর অধিকারের ভিত্তিতে নিয়ে যাবে তাই সে শত অংশের এক অংশ প্রথমে ক্রয় করে নেয়, তারপর বাকী অংশ ক্রয় করে। অথচ প্রতিবেশীর জন্য শুফআর অধিকার কেবল প্রথম অংশে ছিল। তাহলে বাড়ির বাকী অংশে প্রতিবেশীর জন্য শুফআর অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে না। এক্ষেত্রে সে এ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

banglainternet.com

٦٥٠٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيْدِ يَقُوْلُ جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ اِلَى سَعْدٍ فَقَالَ اَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ اَلاَ تَأْمُرُ هٰذَا اَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّيْ بَيْتِيَ الَّذِيْ فِيْ دَارِهِ فَقَالَ لاَ اَزِيْدُهُ عَلَى اَرْبَعَمِائَةٍ اِمَّا مُقَطَّعَةً وَاِمَّا مُنَجَّمَةً قَالَ اُعْطِيْتُ خَمْسَمِائَةٍ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ وَلَوْلاَ اَنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا بِعْتُكَهُ اَوْ قَالَ مَا اَعْطَيْتُكَهُ قُلْتُ لِسُفْيَانَ اَنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هٰكَذَا قَالَ لَكِنَّهُ قَالَ لِيْ هٰكَذَا . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَبِيْعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ اَنْ يَحْتَالَ حَتّٰى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ فَيَهَبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِيْ الدَّارَ وَيَحُدَّهَا وَيَدْفَعُهَا اِلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِيْ اَلْفَ دِرْهَمٍ فَلاَ يَكُوْنُ لِلشَّفِيْعِ فِيْهَا شُفْعَةٌ -

৬৫০৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... আমর ইব্ন শারীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিস্ওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) এসে তাঁর হাত আমার কাঁধে রাখলেন। তারপর আমি তাঁর সাথে সা'দ (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন আবূ রাফি' (রা) মিস্ওয়ার (রা)-কে বললেন, আপনি কি ওকে এ কথা বলবেন যে, সে আমার ঐ ঘরটি ক্রয় করে নেবে, যে ঘরটি তার বাড়িতে রয়েছে। সা'দ (রা) বললেন, আমি চারশ' থেকে বেশি দেব না। তাও আবার কিস্তিতে কিস্তিতে দেব। আবূ রাফি' (রা) বললেন, আমাকে নগদ পাঁচশ দেয়া হচ্ছে, অথচ আমি তাকে দিচ্ছি না। আমি যদি নবী ﷺ -কে বলতে না শুনতাম যে, প্রতিবেশী তার সংলগ্ন ভূমি ক্রয়ের ব্যাপারে সবচে বেশি হক্দার, তাহলে আমি তা তোমার কাছে বিক্রি করতাম না। অথবা বলেছেন, তোমাকে আমি তা দিতাম না। আমি সুফয়ান (র)-কে বললাম যে, মা'মার তো এমনটি বলেননি। তিনি বললেন, কিন্তু তিনি আমাকে এমনটি বলেছেন। কিছু সংখ্যক লোক বলেন, কেউ যদি কোন ভূমি বিক্রি করে, তাহলে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে শুফ্আর অধিকার বাতিল করে দিতে পারে। যেমন বিক্রেতা ক্রেতাকে বাড়িটি দান করে দেবে এবং তার সীমানা বর্ণনা করে ক্রেতার কাছে সোপর্দ করে দেবে। এরপর ক্রেতা বিক্রেতাকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে দেবে। এমতাবস্থায় শাফী'র জন্য তাতে শুফআর অধিকার থাকবে না।

٦٥٠٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْرَاهِيْمَ ابْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ اَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْتًا بِاَرْبَعَمِائَةٍ مِثْقَالٍ فَقَالَ لَوْلاَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا اَعْطَيْتُكَ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ اِنِ اشْتَرَى نَصِيْبَ دَارٍ فَاَرَادَ اَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهَبَ لاِبْنِهِ الصَّغِيْرِ وَلاَ يَكُوْنُ عَلَيْهِ يَمِيْنٌ -

banglainternet.com

৬৫০৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা) তার কাছ থেকে চারশ' মিছকালের বিনিময়ে একটি ঘর ক্রয় করার জন্য দর করেন। তখন তিনি বলেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে না শুনতাম যে, "প্রতিবেশী তার সংলগ্ন ভূমি ক্রয়ের ব্যাপারে সবচে বেশি হকদার" তাহলে তোমাকে আমি দিতাম না। কেউ কেউ বলেন, যদি কেউ বাড়ির কোন অংশ ক্রয় করে এবং শুফ্‌আর অধিকার বাতিল করে দিতে চায়, তাহলে তার ছোট ছেলেকে তা দান করে দেবে। আর তখন তার ওপর কোন কসমও আসবে না।

٢٩٢٨ بَابُ احْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ

২৯২৮. অনুচ্ছেদ ঃ বখ্‌শিশ পাওয়ার নিমিত্ত কর্মচারীর কৌশল অবলম্বন

٦٥٠٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً عَلَى صَدَقَاتِ بَنِيْ سُلَيْمٍ يُدْعٰى ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هٰذَا مَالُكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِيْ بَيْتِ اَبِيْكَ وَاُمِّكَ حَتّٰى تَاتِيَكَ هَدِيَّتُكَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا ، ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّيْ اسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِيَ اللّٰهُ فَيَاْتِيْ فَيَقُوْلُ هٰذَا مَالُكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ اُهْدِيَتْ لِيْ اَفَلاَ جَلَسَ فِيْ بَيْتِ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ حَتّٰى تَاتِيَهُ هَدِيَّتُهُ وَاللّٰهِ لاَ يَاْخُذُ اَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ اِلاَّ لَقِيَ اللّٰهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلاَعْرِفَنَّ اَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللّٰهَ يَحْمِلُ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاةً تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتّٰى رُؤِيَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ بَصُرَ عَيْنِيْ وَسَمِعَ اُذُنِيْ -

৬৫০৮ উবায়দ ইব্‌ন ইস্‌মাঈল (র)..... আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লুতাবিয়্যা নামে এক ব্যক্তিকে বনী সুলায়ম গোত্রের যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করলেন। যখন সে ফিরে এলো তখন তিনি তার কাছ থেকে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করলেন। সে বলল, এগুলো আপনাদের মাল, আর এগুলো (আমাকে দেয়া) উপঢৌকন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তোমার মা-বাবার ঘরে বসে থাকলে না কেন? সেখানেই তোমার কাছে উপঢৌকন এসে যেত। এরপর তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করার পর তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের কাউকে এমন কোন কাজে নিয়োগ করি, যার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহ্ আমাকে মনোনীত করেছেন। কিন্তু সে কাজ সম্পাদন করে এসে বলে, এ হল তোমাদের মাল। আর এ হলো আমাকে দেয়া উপঢৌকন। তাহলে সে কেন তার মা-বাবার ঘরেই বসে রইল না, সেখানে এমনিতেই তার কাছে তার

banglainternet.com

উপঢৌকন এসে যেত? আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা যে কেউ অবৈধভাবে কোন কিছু গ্রহণ করবে, সে কিয়ামতের দিন তা বয়ে নিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে হাযির হবে। আমি তোমাদের কাউকে ভালভাবেই চিনব যে, সে আল্লাহ্‌র কাছে হাযির হবে উট বহন করে; আর উট আওয়ায দিতে থাকবে। অথবা গাভী বহন করে, আর সেটা ডাকতে থাকবে। অথবা বকরী বহন করে, আর সেটা ডাকতে থাকবে। এরপর তিনি আপন হাত দু'টি এতদূর উত্তোলন করলেন যে তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যাচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? আমার চক্ষুযুগল সে অবস্থা অবলোকন করেছে এবং আমার কান শুনেছে।

٦٥٠٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ اِذَا اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِيْنَ اَلْفَ دِرْهَمٍ فَلاَ بَأْسَ اَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِىَ الدَّارَ بِعِشْرِيْنَ اَلْفَ دِرْهَمٍ وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ اَلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ وَيَنْقُدَهُ دِيْنَارًا بِمَا بَقِىَ مِنَ الْعِشْرِيْنَ اَلْفًا فَاِنْ طَلَبَ الشَّفِيْعُ اَخَذَهَا بِعِشْرِيْنَ اَلْفَ دِرْهَمٍ وَاِلاَّ فَلاَ سَبِيْلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ فَاِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِىْ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ اِلَيْهِ وَهُوَ تِسْعَةُ اَلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ دِرْهَمًا وَدِيْنَارٌ لاَنَّ الْبَيْعَ حِيْنَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِى الدِّيْنَارِ فَاِنْ وَجَدَ بِهٰذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ فَاِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِيْنَ اَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ اَبُوْعَبْدِ اللّٰهِ فَاَجَازَ هٰذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْعُ الْمُسْلِمِ لاَ دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ غَائِلَةَ –

৬৫০৯ আবূ নু'আয়ম (র).....আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিবেশী তার সংলগ্ন ভূমির ব্যাপারে সর্বাধিক হক্‌দার। কেউ কেউ বলেন, কেউ যদি কোন একটি বাড়ি বিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে' ঐ বিশ হাজার দিরহাম পরিশোধ করার সময় এ কৌশল গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই যে, ক্রেতা বিক্রেতাকে ন'হাজার ন'শ নিরানব্বই দিরহাম ও বিশ হাজারের বাকী দিরহামের পরিবর্তে এক দীনার নগদ প্রদান করবে। এখন যদি শুফ্‌আর অধিকারী শুফ্‌আর দাবি করে, তাহলে এই বাড়ি বিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে নিতে হবে। এ ছাড়া তার এ বাড়ি পাওয়ার আর কোন পন্থা নেই। আর যদি এ বাড়ির অন্য কোন মালিক বের হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতা বিক্রেতাকে দেয়া দামই ফেরত দেবে। আর তা হলো ন'হাজার ন'শ নিরানব্বই দিরহাম ও এক দীনার। কেননা, যখন বিক্রিত বস্তুর মূল মালিক বের হয়ে গেছে তখন দীনারের 'বায়এ-সারফ' বাতিল হয়ে গেছে। আর যদি ক্রেতা বাড়িতে কোন দোষ পায়, তার কোন মালিক বের না হয়, তাহলে ক্রেতা বাড়ি ফেরত দেবে ও বিক্রেতা ক্রেতাকে বিশ হাজার দিরহাম দেবে।

banglainternet.com

আবূ আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন ঃ মূলত এরূপ করা মুসলমানদের মধ্যে ধোঁকাবাজিকে বৈধতা দেওয়ার নামান্তর। নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানদের ক্রয়-বিক্রয়ে কোন রোগব্যাধি, অপবিত্রতা ও ধোঁকাবাজি নেই।

٦٥١٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ اَنَّ اَبَا رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بِاَرْبَعَمِائَةِ مِثْقَالٍ وَقَالَ لَوْلَا اَنِّىْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهٖ مَا اَعْطَيْتُكَ -

৬৫১০ মুসাদ্দাদ (র) ..... আমর ইব্ন শারীদ (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ রাফি' (রা) একটি ঘর ক্রয় করার নিমিত্ত সা'দ ইব্ন মালিক (রা)-এর সাথে চারশ' মিছকাল মূল্য ঠিক করেন। আর বলেন, যদি আমি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে না শুনতাম যে, প্রতিবেশী তার সংলগ্ন ভূমির ক্রয়ের ক্ষেত্রে সবচে বেশি হকদার, তাহলে তোমাকে আমি প্রদান করতাম না।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ التَّعْبِيْرِ

স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান অধ্যায়

٢٩٢٩ بَابُ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ.

২৯২৯. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওহীর সূচনা হয় ভালো স্বপ্নের মাধ্যমে

٦٥١١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَاَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ ، وَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا اِلاَّ جَاءَتْ بِهِ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ، فَكَانَ يَأْتِيْ حِرَاءً فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَيَتَزَوَّدُ لِذٰلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتّٰى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فِيْهِ فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ، ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ، ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَغَطَّنِيْ الثَّالِثَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ، ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ، حَتّٰى بَلَغَ مَالَمْ يَعْلَمْ فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى خَدِيْجَةَ فَقَالَ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَزَمَّلُوْهُ حَتّٰى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ يَا خَدِيْجَةُ مَالِيْ وَاَخْبَرَهَا الْخَبَرَ وَقَالَ قَدْ خَشِيْتُ عَلٰى فَقَالَتْ لَهُ كَلاَّ اَبْشِرْ فَوَاللّٰهِ لاَ يُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيْثَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيْجَةُ حَتّٰى اَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى بْنِ قُصَيٍّ ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيْجَةَ اَخُوْ اَبِيْهَا ،

banglainternet.com

وَكَانَ اَمْرًا تَنَصَّرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِىَّ ، فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْاِنْجِيْلِ ، مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَكْتُبَ ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِىَ ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ اَىْ ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ اَخِيْكَ فَقَالَ وَرَقَةُ ابْنَ اَخِىْ مَا تَرٰى فَاَخْبَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ مَا رَاٰى فَقَالَ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلٰى مُوْسٰى يَا لَيْتَنِىْ فِيْهَا جَذَعًا اَكُوْنُ حَيًّا حِيْنَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ مُخْرِجِىَّ هُمْ فَقَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَاْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ اِلَّا عُوْدِىَ وَاِنْ يُدْرِكْنِىْ يَوْمُكَ اَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ اَنْ تُوُفِّىَ وَفَتَرَ الْوَحْىُ فَتْرَةً حَتّٰى حَزِنَ النَّبِىُّ ﷺ فِيْمَا بَلَغَنَا حُزْنًا عَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَىْ يَتَرَدّٰى مِنْ رُءُوْسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ فَكُلَّمَا اَوْفٰى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَىْ يُلْقِىَ نَفْسَهُ مِنْهُ تَبَدّٰى لَهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ حَقًّا فَيَسْكُنُ لِذٰلِكَ جَاْشُهُ وَتَقِرُّ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ ، فَاِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْىِ غَدَا لِمِثْلِ ذٰلِكَ ، فَاِذَا اَوْفٰى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدّٰى لَهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ، ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ وَضَوْءُ الْقَمَرِ بِاللَّيْلِ -

৬৫১১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওহীর সূচনা হয় ঘুমের ঘোরে ভালো স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা ভোরের আলোর ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে প্রতিফলিত হতো। তিনি হেরা গুহায় গমন করে সেখানে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন এবং এজন্য খাদ্য সামগ্রীও সাথে নিয়ে যেতেন। এরপর খাদীজা (রা)-এর কাছে ফিরে আসতেন এবং তিনি তাকে অনুরূপ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করে দিতেন। অবশেষে তাঁর কাছে সত্যের বাণী (ওহী) আসল। আর এ সময় তিনি হেরা গুহায় ছিলেন। সেখানে ফেরেশ্তা এসে তাঁকে বলল, আপনি পড়ুন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমি বললাম ঃ আমি তো পাঠক নই। তখন তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে শক্ত করে চাপ দিলেন। এমনকি এতে আমার খুব কষ্ট হল। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, আপনি পড়ুন। আমি বললাম, আমি পাঠক নই। তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে শক্ত করে চাপ দিলেন। এবারেও এতে আমার খুব কষ্ট হল। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পাঠক নই। এরপর তিনি তৃতীয়বার আমাকে শক্ত করে এমন চাপ দিলেন যে,এবারেও এতে আমার খুব কষ্ট হল। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন ..... যা সে জানত না (৯৪ ঃ ১-৫) এ আয়াত পর্যন্ত। এরপর তিনি তা নিয়ে খাদীজা (রা)-এর কাছে কম্পিত হৃদয়ে ফিরে এলেন আর বললেন, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। ফলে তাঁরা তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর থেকে ভীতি দূর হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, হে খাদীজা! আমার কি হল? এবং তাকে সমূহ ঘটনা জানালেন। আর বললেন ঃ আমি আমার জীবন

banglainternet.com

সম্পর্কে শংকাবোধ করছি। খাদীজা (রা) তাকে বললেন, কখনই না। আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ আপনাকে কখনই লাঞ্ছিত করবেন না। কেননা, আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন জুড়ে রাখেন, সত্য কথা বলেন, অনাথ অক্ষমদের বোঝা বহন করেন, মেহমানদের মেহমানদারী করেন এবং হকের পথে আগত যাবতীয় বিপদে সাহায্য করেন। অতঃপর খাদীজা (রা) তাঁকে নিয়ে চললেন। অতঃপর তাঁকে নিয়ে ওরাকা ইবন নাওফল ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উযযা ইবন কুসাই-এর কাছে এলেন। আর তিনি, খাদীজা (রা)-এর চাচার পুত্র (চাচাত ভাই) এবং তার পিতার পক্ষ থেকে চাচাও ছিলেন। তিনি জাহিলিয়াতের যুগে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী কিতাব লিখতেন। তাই সে ইনজীল আরবীতে ভাষান্তর করতেন- যতখানি লেখা আল্লাহ্র মনযুর হত। তিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তি। খাদীজা (রা) তাকে বললেন, হে আমার চাচাতো ভাই! তোমার ভাতিজার কথা শুন। তখন ওরাকা বললেন, হে ভাতিজা! তুমি কি দেখেছ? নবী ﷺ যা কিছু দেখেছিলেন তা তাকে অবহিত করলেন। তখন ওরাকা বললেন, এ তো আল্লাহ্র সেই নামুস (দূত) যাঁকে মূসা (আ)-এর কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। হায় আফসোস! যদি সেদিন আমি জীবিত থাকতে পারতাম যেদিন তোমার কাওম তোমাকে বের করে দেবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তারা কি আমাকে বের করে দেবে? ওরাকা বললেন, হ্যাঁ তুমি যা নিয়ে এসেছ, এমন বস্তু নিয়ে কোনদিনই কেউ আসেনি যার সাথে শত্রুতা করা হয়নি। যদি তোমার জীবনকাল আমাকে পায়, তাহলে আমি পরিপূর্ণরূপে তোমাকে সাহায্য করব। এরপর কিছু দিনের মধ্যেই ওরাকার মৃত্যু হয়। আর কিছু দিনের জন্য ওহীও বন্ধ থাকে। এমনকি নবী ﷺ এ অবস্থার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এমনকি আমরা এ সম্পর্কে তার থেকে জানতে পেরেছি যে, তিনি পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে পড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একাধিকবার দ্রুত সেখানে চলে গেছেন। যখনই নিজেকে নিক্ষেপ করার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় পৌছতেন, তখনই জিবরাঈল (আ) তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলতেন, হে মুহাম্মদ! নিঃসন্দেহে আপনি তো আল্লাহ্র রাসূল। এতে তাঁর অস্থিরতা প্রশমিত হত এবং নিজ মনে শান্তিবোধ করতেন। তাই সেখান থেকে ফিরে আসতেন। ওহী বন্ধ অবস্থা যখন তাঁর উপর দীর্ঘায়িত হত তখনই তিনি অনুরূপ উদ্দেশ্যে দ্রুত চলে যেতেন। যখনই তিনি পাহাড়ের চূড়ায় পৌছতেন, তখনই জিবরাঈল (আ) তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করে পূর্বের ন্যায় বলতেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, فَالِقُ الاصْبَاحِ অর্থ দিনের বেলায় সূর্যের আলো ও রাতের বেলায় চাঁদের আলো।

٢٩٣٠. بَابُ رُؤْيَا الصَّالِحِيْنَ وَقَوْلِهِ لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ اِلٰى فَتْحًا قَرِيْبًا -

২৯৩০. অনুচ্ছেদ ঃ নেক্কার লোকদের স্বপ্ন। এবং আল্লাহ্র বাণী ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন ..... এক সদ্য বিজয় পর্যন্ত (৪৮ ঃ ২৭)

٦٥١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

banglainternet.com

৬৫১২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নেক্‌কার লোকের ভাল স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

٢٩٣١ بَابُ الرُّؤْيَا مِنَ اللّٰهِ

২৯৩১. অনুচ্ছেদ ঃ (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বাণী) ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়

٦٥١٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرُّؤْيَا مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ -

৬৫১৩ আহ্‌মাদ ইব্ন ইউনুস (র) ..... আবূ কাতাদা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে আর অশুভ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

٦٥١٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَاِنَّمَا هِيَ مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا ، وَاِذَا رَاٰى غَيْرَ ذٰلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَاِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا وَلَايَذْكُرْهَا لِاَحَدٍ فَاِنَّهَا لَاتَضُرُّهُ -

৬৫১৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত ; তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যখন তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে, যা সে পছন্দ করে, তাহলে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। তাই সে যেন এর উপর আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে এবং অন্যের কাছে তা বর্ণনা করে। আর যদি এর বিপরীত অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তাহলে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। তাই সে যেন এর অনিষ্টতা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চায়। আর কারো কাছে যেন তা বর্ণনা না করে। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি সাধন করবে না।

٢٩٣٢ بَابُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْاً مِنَ النُّبُوَّةِ

২৯৩২. অনুচ্ছেদ ঃ ভাল স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ

٦٥١٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ لَقِيْتُهُ بِالْيَمَامَةِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا حَلَمَ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ فَاِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ. وَعَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

banglainternet.com

৬৫১৫ মুসাদ্দাদ (র) ..... আবূ কাতাদা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাই যখন কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে তখন যেন তার থেকে আশ্রয় চায় এবং তার বাম দিকে থু থু ফেলে। তাহলে সে স্বপ্ন আর তার কোন ক্ষতি করবে না। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ কাসীর)..... কাতাদা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٥١٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْأً مِنَ النُّبُوَّةِ وَرَوَاهُ ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৬৫১৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। সাবিত, হুমাইদ, ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও শুআইব (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٥١٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْأً مِنَ النُّبُوَّةِ -

৬৫১৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন কাযাআ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

٦٥١٨ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ أَبِيْ حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْأً مِنَ النُّبُوَّةِ -

৬৫১৮ ইবরাহীম ইব্‌ন হাময়া (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, ভাল স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

٢٩٣٣ بَابُ مُبَشِّرَاتٍ

২৯৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ সুসংবাদবাহী বিষয়াদি

٦٥١٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ ، قَالُوْا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ -

banglainternet.com

৬৫১৯ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। সু-সংবাদবাহী বিষয়াদি ছাড়া নবুয়তের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, সু-সংবাদবাহী বিষয়াদি কি? তিনি বললেন, ভাল স্বপ্ন।

٢٩٣٤ بَابُ رُؤْيَا يُوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَقَوْلِهِ : اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لاَبِيْهِ يَا اَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِىْ سَاجِدِيْنَ اِلٰى قَوْلِهِ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ وَقَوْلِهِ يَا اَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُؤْيَاىَ مِنْ قَبْلُ اِلٰى قَوْلِهِ وَاَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ.

২৯৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্ন এবং আল্লাহ্র বাণী ঃ স্মরণ কর, ইউসুফ যখন তার পিতাকে বলেছিল, হে আমার পিতা! আমি একাদশ নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে দেখেছি; দেখেছি এদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায় ..... তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (১২ ঃ ৪-৬) পর্যন্ত। এবং আল্লাহ্র বাণী ঃ হে আমার পিতা। এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা .... এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর (১২ ঃ ১০০-১০১) পর্যন্ত

٢٩٣٥ بَابُ رُؤْيَا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَقَوْلِهِ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَا بُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ اِلٰى قَوْلِهِ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ، قَالَ مُجَاهِدٌ اَسْلَمَا سَلَّمَا مَا اُمِرَابِهِ ، وَتَلَّهُ وَضَعَ وَجْهَهُ بِالْاَرْضِ -

২৯৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইবরাহীম (আ)-এর স্বপ্ন এবং আল্লাহ্র বাণী ঃ অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বলল, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ্ করছি .... এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি (৩৭ ঃ ১০২-১০৫) পর্যন্ত। মুজাহিদ (র) বলেন, 'আস্লামা' শব্দের অর্থ তাদেরকে যে বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা তারা মেনে নিল। আর 'তাল্লাহু' শব্দের অর্থ তার চেহারা মাটিতে রাখল।

٢٩٣٦ بَابُ التَّوَاطُؤِ عَلَى الرُّؤْيَا

২৯৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ একাধিক লোকের অভিন্ন স্বপ্ন দেখা

٦٥٢٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ اُنَاسًا اُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ ، وَاِنَّ اُنَاسًا اُرُوا اَنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِلْتَمِسُوْهَا فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ -

৬৫২০ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদল লোককে শবে কাদর (রমযানের) শেষ সাত রাতের মধ্যে রয়েছে বলে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আর কিছু সংখ্যক লোককে তা শেষ দশ রাতের মধ্যে দেখানো হয়েছে। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা শবে কাদর শেষ সাত রাতের মধ্যেই তালাশ কর।

banglainternet.com

٢٩٣٧ بَابُ رُؤْيَا أَهْلِ السُّجُوْنِ وَالْفَسَادِ وَالشِّرْكِ لِقَوْلِهِ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اِلٰى قَوْلِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ ، وَاذْكُرْ افْتَعِلْ مِنْ ذَكَرَ اُمَّةٍ قَرْنٍ وَتَقْرَأُ اَمَةٍ نِسْيَانٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَعْصِرُوْنَ الْاَعْنَابَ وَالدُّهْنَ ، تُحْصِنُوْنَ تَحْرُسُوْنَ-

২৯৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ বন্দী, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ও মুশরিকদের স্বপ্ন। আল্লাহ্ বলেন ঃ তার সাথে দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল ..... যখন দূত তার কাছে উপস্থিত হলো, তখন সে বলল, তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও (১২ ঃ ৩৬-৫০) পর্যন্ত। ادكر -এর আসল রূপ ذكر শব্দ থেকে 'ইয়তাকারা'। امة অর্থ যুগ। امة ও পড়া যায়, অর্থ ভুলে যাওয়া। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন يعصرون আঙ্গুর ও তেল নিংড়িয়ে রস বের করবে। تحصنون তোমরা সংরক্ষণ করবে।

٦٥٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَاَبَا عُبَيْدٍ اَخْبَرَاهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ ثُمَّ اَتَانِيْ الدَّاعِيْ لَاَجَبْتُهُ- قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِيْ لَوْكُنْتُ لَاَجَبْتُهُ فِيْ اَوَّلِ مَا دُعِيْتَ لَمْ اَوْخِرْهُ -

৬৫২১ আবদুল্লাহ্ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইউসুফ (আ) যতদিন কারাগারে কাটিয়েছেন, যদি আমি ততদিন কাটাতাম, অতঃপর আমার কাছে (বাদশাহ্র পক্ষ থেকে) আহবানকারী আসত, তাহলে আমি অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দিতাম।

٢٩٣٨ بَابُ مَنْ رَاٰى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ

২৯৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নবী ﷺ-কে স্বপ্নে দেখে

٦٥٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ رَاٰنِيْ فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِيْ فِي الْيَقْظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِيْ -

৬৫২২ আবদান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে অচিরেই জাগ্রতাবস্থায়ও আমাকে দেখবে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

٦٥٢٣ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ رَاٰنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِيْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِيْ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

banglainternet.com

৬৫২৩ মু'আল্লা ইব্‌ন আসাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে আমাকে নিদ্রাবস্থায় দেখল সে আমাকেই দেখল। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

٦٥٢٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ رَاٰى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهَا لَاتَضُرُّهُ ، وَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَتَرَاءَى بِىْ-

৬৫২৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) ..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ ভালো স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ও খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যে কেউ এমন কিছু দেখবে, যা সে অপছন্দ করে, সে যেন বামদিকে তিনবার থুক ফেলে এবং শয়তান থেকে আশ্রয় চায়। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না। আর শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

٦٥٢٥ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ رَاٰنِىْ فَقَدْ رَاَى الْحَقَّ ، تَابَعَهُ يُوْنُسُ وَابْنُ اَخِى الزُّهْرِىِّ-

৬৫২৫ খালিদ ইব্‌ন খালিয়্যি (র)..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে ঠিকই দেখে। ইউনুস ও ইব্‌ন আখীয্ যুহরী (র) যুবায়দীর অনুসরণ করেছেন।

٦٥٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَاٰنِىْ فَقَدْ رَاَى الْحَقَّ ، فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكُوْنَنِىْ-

৬৫২৬ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে সত্যই দেখে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

٢٩٣٩ بَابُ رُؤْيَا اللَّيْلِ ، رَوَاهُ سَمُرَةُ

২৯৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিকালীন স্বপ্ন। সামুরা (রা) এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন

banglainternet.com

٦٥٢٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُعْطِيْتُ

مَفَاتِيْحَ الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَبَيْنَمَا اَنَا نَائِمُ الْبَارِحَةَ اِذْ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ حَتّٰى وُضِعَتْ فِيْ يَدِيْ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ تَنْتَقِلُوْنَهَا-

৬৫২৭ আহ্মাদ ইব্ন মিকদাম ইজলী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ অর্থপূর্ণ বাক্য দান করা হয়েছে। এবং আমাকে প্রভাব সঞ্চারী প্রকৃতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। কোন এক রাতে আমি নিদ্রিত ছিলাম। ইত্যবসরে ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় ভাণ্ডারের চাবি আমার কাছে এনে আমার হাতে রাখা হলো। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চলে গেছেন। আর তোমরা উক্ত ভাণ্ডারসমূহ হস্তান্তর করে চলছ।

٦٥٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُرَانِيْ اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَاَيْتُ رَجُلاً اٰدَمَ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنْ اُدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا يَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِئًا عَلٰى رَجُلَيْنِ اَوْعَلٰى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ ، فَسَاَلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقِيْلَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ اِذَا اَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ اَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ، فَسَاَلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقِيْلَ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ-

৬৫২৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক রাতে আমাকে কা'বার কাছে স্বপ্ন দেখানো হল। তখন আমি গৌর বর্ণের সুন্দর এক পুরুষকে দেখলাম। তার মাথায় অতি চমৎকার লম্বা লম্বা চুল ছিল, যেগুলো আঁচড়িয়ে রেখেছে। চুল থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছিল। তিনি দু'ব্যক্তির ওপর অথবা বলেছেন, দু'ব্যক্তির কাঁধের ওপর ভর করে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? বলা হল ঃ মাসীহ্ ইব্ন মরিয়ম। এরপর অপর এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটল। সে ছিল কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট, ডান চোখ কানা, চোখটি যেন (পানির ওপর) ভাসমান আঙুর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? সে বলল মাসীহ্ দাজ্জাল।

٦٥٢٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ اُرِيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ، وَسَاقَ الْحَدِيْثَ * وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ وَابْنُ اَخِي الزُّهْرِيِّ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ * وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَوْ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

banglainternet.com

وَقَالَ شُعَيْبٌ وَإِسْحٰقُ بْنُ يَحْيٰى عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ مَعْمَرٌ لَا يُسْنِدُهُ حَتّٰى كَانَ بَعْدُ-

৬৫২৯ ইয়াহ্ইয়া (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি। এরপর পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেন। সুলায়মান ইব্ন কাসীর, ইব্ন আখীয যুহরী ও সুফয়ান ইব্ন হুসায়ন (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইউনুস (র) এর অনুসরণ করেছেন। যুবায়দী (র).....ইব্ন আব্বাস অথবা আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন শুআয়ব, ইসহাক ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন। মা'মার (র) প্রথমে এ হাদীসের সনদ বর্ণনা করতেন না। কিন্তু পরবর্তীতে করতেন।

٢٩٤٠. بَابُ الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ رُؤْيَا النَّهَارِ مِثْلُ رُؤْيَا اللَّيْلِ-

২৯৪০. অনুচ্ছেদ ঃ দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখা। ইব্ন আউন (র) ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, দিনের স্বপ্ন রাতের স্বপ্নের মত

٦٤٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلٰى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ ، وَجَعَلَتْ تَفْلِيْ رَأْسَهُ . فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ شَكَّ إِسْحٰقُ ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَا قَالَ فِي الْأُوْلٰى ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ ، قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ ، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِيْ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ-

banglainternet.com

৬৫৩০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রায়ই উম্মে হারাম বিনত মিলহান (রা)-এর ঘরে যেতেন। আর সে ছিল উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর স্ত্রী। একদা তিনি তার কাছে এলেন। সে তাঁকে খানা খাওয়াল। তারপর তাঁর মাথার উকুন বাছতে শুরু করল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর হেসে হেসে জেগে উঠলেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের একদল লোককে আমার কাছে পেশ করা হয়েছে। যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধরত সাগরের মধ্যে জাহাজের ওপর আরোহণ করে বাদশাহ্‌র সিংহাসনে অথবা বাদশাহ্‌দের মত তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট। ইসহাক রাবী সন্দেহ করেছেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের দলভুক্ত করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্য দোয়া করলেন। এরপর আবার তিনি মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হেসে হেসে জেগে উঠলেন। আমি বললাম, আপনি হাসলেন কেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদরত আমার একদল উম্মতকে আমার কাছে পেশ করা হয়েছে। পূর্বের ন্যায় এ দল সম্পর্কেও বললেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে এ দলভুক্ত করে দেন। তিনি বললেন ঃ তুমি প্রথম দলভুক্ত। উম্মে হারাম (রা) মু'আবিয়া ইব্‌ন সুফিয়ান (রা)-এর আমলে সামুদ্রিক জাহাজে আরোহণ করেন এবং সমুদ্র থেকে পেরিয়ে আসার সময় আপন সাওয়ারী থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে মারা যান।

٢٩٣١ بَابُ رُؤْيَا النِّسَاءِ

২৯৪১. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের স্বপ্ন

٦٥٣١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ اُمَّ الْعَلاَءِ امْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ بَايَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهُمُ اقْتَسَمُوْا الْمُهَاجِرِيْنَ قُرْعَةً قَالَتْ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ وَاَنْزَلْنَاهُ فِيْ اَبْيَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ غُسِّلَ وَكُفِّنَ فِيْ اَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ اَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِيْ عَلَيْكَ لَقَدْ اَكْرَمَكَ اللّٰهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا يُدْرِيْكِ اَنَّ اللّٰهَ اَكْرَمَهُ؟ فَقُلْتُ بِاَبِيْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا هُوَ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَرْجُوْلَهُ الْخَيْرَ، وَوَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِيْ، فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لاَ اُزَكِّيْ بَعْدَهُ اَحَدًا اَبَدًا-

৬৫৩১ সাঈদ ইব্‌ন উফায়র (র)..... খারিজা ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল আলা নাম্নী জনৈকা আনসারী মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বায়আত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁকে জানান যে, আনসারগণ লটারির মাধ্যমে মুহাজিরগণকে ভাগ করে নিয়েছিল। আমাদের ভাগে আসলেন উসমান ইব্‌ন মাযউন (রা)। আমরা তাকে আমাদের ঘরের মেহমান বানিয়ে নিলাম। এরপর তিনি এমন এক ব্যথায় আক্রান্ত হলেন যে, সে ব্যথায় তার মৃত্যু হল। মারা যাবার পর তাঁকে গোসল দেওয়া হল। তাঁর কাপড় দিয়েই তাঁকে কাফন পরানো হল। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এলেন। উম্মুল আলা (রা) বলেন, আমি বললাম, তোমার

banglainternet.com

ওপর আল্লাহ্‌র রহমত হোক, হে আবূ সাইব! আমার সাক্ষ্য তোমার বেলায় এটাই যে আল্লাহ্ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি করে জানলে যে আল্লাহ্ তাকে সম্মানিত করেছেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতা কুরবান হোক! তাহলে কাকে আল্লাহ্ সম্মানিত করবেন? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তাঁর ব্যাপার তো হল, তার মৃত্যু হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র কসম! তার জন্য আমি কল্যাণেরই আশাবাদী। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আল্লাহ্‌র রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না, আমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে? তখন উম্মুল আলা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আগামীতে কখনো কারো বিশুদ্ধতার প্রত্যয়ন করব না।

٦٥٣٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا . وَقَالَ مَا اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِهِ ، قَالَتْ وَاَحْزَنَنِيْ فَنِمْتُ ، فَرَاَيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِيْ ، فَاَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ذٰلِكَ عَمَلُهُ-

৬৫৩২ আবুল ইয়ামান (র)..... যুহরী (র) থেকে এ হাদীসে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি জানি না, তার সাথে কি ব্যবহার করা হবে? উম্মুল আলা (রা) বললেন, আমি এতে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন আমি স্বপ্নে উসমান ইব্‌ন মাযউন (রা)-এর জন্য প্রবহমান ঝর্ণাধারা দেখতে পেলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন ঃ এটা তার আমল।

٢٩٤٢ بَابُ اَلْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

২৯৪২. অনুচ্ছেদ ঃ খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যখন কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে তখন যেন তার বাম দিকে থু থু নিক্ষেপ করে এবং আল্লাহ্‌র আশ্রয় চায়

٦٥٣٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَفُرْسَانِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الرُّؤْيَا مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَاِذَا حَلَمَ اَحَدُكُمْ الْحُلْمُ يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ-

৬৫৩৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)..... আবূ কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী ও অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। যখন তোমাদের কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে যা তার কাছে অপছন্দনীয় মনে হয়, তখন সে যেন তার বামদিকে থু থু ফেলে এবং এ স্বপ্ন থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চায়। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি সাধন করবে না।

banglainternet.com

٢٩٤٣ بَابُ اللَّبَنُ

২৯৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে দুধ দেখা

٦٥٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى اِنِّيْ لَاَرَى الرِّيَ يَخْرُجُ مِنْ اَظَافِيْرِيْ ، ثُمَّ اُعْطَيْتُ فَضْلِيْ عُمَرَ ، قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الْعِلْمَ-

৬৫৩৪ আবদান (র).....ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। আমার কাছে একটি দুধের পেয়ালা হাযির করা হল, আমি তা থেকে তৃপ্তি সহকারে পান করলাম। তৃপ্তির চিহ্ন আমার নখ দিয়ে প্রকাশ পেতে লাগল। তারপর অবশিষ্টাংশ উমরকে দিলাম। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এর কি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বললেন ঃ ইল্‌ম।

٢٩٤٤ بَابُ اِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِيْ اَطْرَافِهِ اَوْ اَظَافِيْرِهِ-

২৯৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ যখন স্বপ্নে নিজের চতুর্দিকে বা নখে দুধ প্রবাহিত হতে দেখা যায়

٦٥٣٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى اِنِّيْ لَاَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ اَطْرَافِيْ فَاَعْطَيْتُ فَضْلِيْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ فَمَا اَوَّلْتَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الْعِلْمَ-

৬৫৩৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ একদা আমি ঘুমিয়েছিলাম। আমার কাছে দুধের একটি পেয়ালা পেশ করা হল। আমি তৃপ্তি সহকারে তা থেকে পান করলাম। এমনকি তৃপ্তির চিহ্ন আমার চতুর্দিক দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। অতঃপর অবশিষ্টাংশ উমর ইব্‌ন খাত্তাবকে প্রদান করলাম। তাঁর আশেপাশের লোকজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এর কি ব্যাখ্যা প্রদান করছেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল? তিনি বললেন ঃ ইল্‌ম।

٢٩٤٥ بَابُ الْقَمِيْصِ فِي الْمَنَامِ

২৯৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে জামা দেখা

٦٥٣٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا

banglainternet.com

مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُوْنَ ذٰلِكَ ، وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ قَالُوْا مَا أَوَّلْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الدِّيْنَ-

৬৫৩৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি একদা ঘুমিয়েছিলাম। একদল লোককে স্বপ্নে দেখলাম, তাদেরকে আমার কাছে আনা হচ্ছে। আর তারা ছিল জামা পরিহিত। কারো কারো জামা স্তন পর্যন্ত, আর কারো কারো তার নিচ পর্যন্ত। উমর ইবন খাত্তাব আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। তার গায়ে যে জামা ছিল তা মাটিতে হেঁচড়ে চলছিল। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ দীন।

٢٩٤٦ بَابُ جَرِّ الْقَمِيْصِ فِى الْمَنَامِ

২৯৪৬ অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে জামা হেঁচড়িয়ে চলা

٦٥٣٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوْا عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُوْنَ ذٰلِكَ ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجْتَرُّهُ قَالُوْا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الدِّيْنَ-

৬৫৩৭ সাঈদ ইবন উফায়র (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমি একদা নিদ্রিত ছিলাম। আমি দেখলাম, আমার কাছে একদল লোক পেশ করা হল, আর তারা ছিল জামা পরিহিত। কারো কারো জামা স্তন পর্যন্ত। আর কারো কারো এর নিচ পর্যন্ত। আর উমর ইবন খাত্তাবকে এমতাবস্থায় আমার কাছে পেশ করা হলো যে, সে তার গায়ের জামা হেঁচড়িয়ে চলছে। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এর কি ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন ঃ দীন।

٢٩٤٧ بَابُ الْخُضْرِ فِى الْمَنَامِ وَالرَّوْضَةِ الْخَضْرَاءِ

২৯৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে সবুজ রং ও সবুজ বাগিচা দেখা

٦٥٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِىُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ كُنْتُ فِى حَلْقَةٍ فِيْهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ فَمَرَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالُوْا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا كَانَ يَنْبَغِى لَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّمَا عَمُوْدٌ وُضِعَ فِى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فَنُصِبَ فِيْهَا وَفِى رَأْسِهَا عُرْوَةٌ

banglainternet.com

وَفِيْ اَسْفَلِهَا مِنْصَفٌ . وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيْفُ . فَقِيْلَ ارْقَهْ فَرَقِيْتُ حَتّٰى اَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَصَصْتُهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمُوْتُ عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ اٰخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى-

৬৫৩৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আল জু'ফী (র)..... কায়স ইব্ন উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মজলিসে ছিলাম। যেখানে সাদ ইব্ন মালিক (রা) এবং ইব্ন উমর (রা)-ও ছিলেন। এ সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) ঐ পথ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। লোকেরা বলল, ঐ লোকটি জান্নাতবাসীদের একজন। আমি তাঁকে বললাম, লোকেরা এরূপ এরূপ বলছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্! তাদের জন্য শোভা পায় না যে, তারা এমন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করবে, যে বিষয় সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, যেন একটা স্তম্ভ একটি সবুজ বাগিচায় রাখা হয়েছে এবং সেটা যেথায় স্থাপন করা হয়েছে তার শিরোভাগে একটি রশি ছিল। আর নিচের দিকে ছিল একজন খাদেম। 'মিনসাফ' অর্থ খাদেম। বলা হল, এ স্তম্ভ বেয়ে উপরে আরোহণ কর। আমি উপরের দিকে আরোহণ করতে করতে রশিটি ধরে ফেললাম। এরপর এ স্বপ্ন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন ঃ আবদুল্লাহ্ মযবূত রশি ধারণকারী অবস্থায় মারা যাবে।

٢٩٤٨ بَابُ كَشْفِ الْمَرْاَةِ فِى الْمَنَامِ

২৯৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে মহিলার নিকাব উন্মোচন

٦٥٣٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرِيْتُكِ فِى الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ اِذَا رَجُلٌ فِىْ سَرَقَةِ حَرِيْرٍ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ امْرَاَتُكَ فَاَكْشِفُهَا فَاِذَا هِىَ اَنْتِ فَاَقُوْلُ اِنْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ-

৬৫৩৯ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাকে আমায় দু'বার স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি তোমাকে রেশমী এক টুকরা কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসছে এবং বলছে ইনি আপনার স্ত্রী। আমি তার নিকাব উন্মোচন করে দেখতে পাই যে ঐ মহিলাটি তুমিই এবং আমি বলছি, যদি এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তা হলে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন।

٢٩٤٩ بَابُ الْحَرِيْرِ فِى الْمَنَامِ

২৯৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে রেশমী কাপড় দেখা

٦٥٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرِيْتُكِ قَبْلَ اَنْ اَتَزَوَّجَكِ مَرَّتَيْنِ رَاَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ فِىْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَقُلْتُ لَهُ اكْشِفْ فَاِذَا كَشَفَ فَاِذَا هُوَ اَنْتِ فَقُلْتُ اِنْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ

banglainternet.com

اللّٰهِ يُمْضِه . ثُمَّ أُرِيْتُكِ يَحْمِلُكِ فِيْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَقُلْتُ اكْشِفْ فَكَشَفَ فَاِذَا هِىَ أَنْتِ فَقُلْتُ اِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِه-

৬৫৪০ মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাকে (আয়েশাকে) শাদী করার পূর্বেই দু'বার আমাকে দেখানো হয়েছে। আমি দেখেছি, একজন ফেরেশ্‌তা তোমাকে রেশমী এক টুক্‌রা কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসছে। আমি বললাম, আপনি নিকাব উন্মোচন করুন। যখন সে নিকাব উন্মোচন করল তখন আমি দেখতে পেলাম যে, উক্ত মহিলা তুমিই। আমি তখন বললাম, এটা যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন। এরপর আবার আমাকে দেখানো হল যে, ফেরেশতা তোমাকে রেশমী এক টুক্‌রা কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসছে। আমি বললাম, আপনি (তার নিকাব) উন্মোচন করুন। সে তা উন্মোচন করলে আমি দেখতে পাই যে, উক্ত মহিলা তুমিই। তখন আমি বললাম ঃ এটা যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন।

২৯৫০. بَابُ الْمَفَاتِيْحِ فِى الْيَدِ

২৯৫০. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে হাতে চাবি দেখা

٦٥٤١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَبَيْنَا اَنَا نَائِمٌ أُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِيْ يَدِيْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَبَلَغَنِيْ اَنَّ جَوَامِعَ الْكَلِمِ اِنَّ اللّٰهَ يَجْمَعُ الْأُمُوْرَ الْكَثِيْرَةَ الَّتِيْ كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ فِى الْأَمْرِ الْوَاحِدِ وَالْأَمْرَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ-

৬৫৪১ সাঈদ ইব্‌ন উফায়র (র).......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ অর্থবহ বাণী সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ভীতি উদ্রেককারী প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একদা আমি ঘুমিয়েছিলাম। আমার কাছে ভূ-পৃষ্ঠের ভাণ্ডারসমূহের চাবি পেশ করে আমার সামনে রাখা হল। (আবূ আবদুল্লাহ্) মুহাম্মদ বুখারী (র) বলেন, আমার কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে, 'সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ অর্থবহ বাণী'-এর অর্থ হল, আল্লাহ্‌র অনেক বিষয় যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে লেখা হত —— একটি অথবা দু'টি বিষয়ে সন্নিবেশিত করে দেন। অথবা এর অর্থ অনুরূপ কিছু।

banglainternet.com

২৯৫১ بَابُ التَّعْلِيْقِ بِالْعُرْوَةِ وَالْحَلْقَةِ

২৯৫১ অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে হাতল অথবা আংটায় ঝুলা

٦٥٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ازْهَرُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنِي خَلِيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ رَاَيْتُ كَاَنِّيْ فِي رَوْضَةٍ وَسْطَ الرَّوْضَةِ عَمُوْدٌ فِي اَعْلَى الْعَمُوْدِ عُرْوَةٌ . فَقِيْلَ لِي اَرْقَهْ، قُلْتُ لاَ اَسْتَطِيْعُ، فَاَتَانِي وَصِيْفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي فَرَقِيْتُ فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ فَانْتَبَهْتُ وَاَنَا مُسْتَمْسِكٌ بِهَا، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الْاِسْلاَمِ ، وَذٰلِكَ الْعَمُوْدُ عَمُوْدُ الْاِسْلاَمِ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقٰى لاَتَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بِالْاِسْلاَمِ حَتّٰى تَمُوْتَ-

৬৫৪২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ও খলীফা (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি একটি বাগিচায় আছি। বাগিচার মাঝখানে একটি স্তম্ভ। স্তম্ভের শিরোভাগে একটি হাতল। তখন আমাকে বলা হল, উপরের দিকে উঠ। আমি বললাম, পারছি না। তখন আমার কাছে একজন খাদেম আসল এবং আমার কাপড় গুটিয়ে দিল। আমি উপরের দিকে উঠতে উঠতে হাতলটি ধরে ফেললাম। হাতলটি ধরে থাকা অবস্থায় আমি জেগে গেলাম। অতঃপর এ স্বপ্ন নবী ﷺ -এর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ ঐ বাগিচা ইসলামের বাগিচা, ঐ স্তম্ভ ইসলামের স্তম্ভ, আর ঐ হাতল হল মযবুত হাতল। তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামকে শক্ত করে ধরে থাকবে।

٢٩٥٢ بَابُ عَمُوْدُ الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وِسَادَتِهِ

২৯৫২. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে নিজ বালিশের নিচে তাঁবুর খুঁটি দেখা

٢٩٥٣ بَابُ الْاِسْتَبْرَقِ وَدُخُوْلِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ

২৯৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে মোটা রেশমী কাপড় দেখা ও জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখা

٦٥٤٣ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَاَنَّ فِي يَدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيْرٍ لاَ اَهْوِي بِهَا اِلَى مَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ اِلاَّ طَارَتْ بِي اِلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَخَاكَ رَجُلٌ صَالِحٌ اَوْ قَالَ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ-

৬৫৪৩ মুআল্লা ইব্ন আসাদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পাই, আমার হাতে যেন রেশমী এক টুকরা কাপড়। জান্নাতের যে স্থানেই তা আমি নিক্ষেপ করি তা আমাকে সে স্থানে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এ স্বপ্ন আমি হাফসা (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। আর হাফসা (রা) তা নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমার ভাই একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। অথবা বললেন ঃ আবদুল্লাহ্ তো একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি।

banglainternet.com

٢٩٥٤ بَابُ الْقَيْدِ فِى الْمَنَامِ

২৯৫৪ অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে বন্ধন দেখা

٦٥٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفًا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَاِنَّهُ لَا يَكْذِبُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَقُوْلُ هٰذَا قَالَ وَكَانَ يُقَالُ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ حَدِيْثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيْفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَى مِنَ اللّٰهِ فَمَنْ رَاٰى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلٰى اَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ قَالَ وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِى النَّوْمِ وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ ، وَيُقَالُ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِى الدِّيْنِ وَرَوَاهُ قَتَادَةُ وَيُوْنُسُ وَهِشَامٌ وَاَبُوْ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ فِى الْحَدِيْثِ وَحَدِيْثُ عَوْفٍ اَبْيَنُ وَقَالَ يُوْنُسُ لَا اَحْسِبُهُ اِلَّا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْقَيْدِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَا تَكُوْنُ الْاَغْلَالُ اِلَّا فِى الْاَعْنَاقِ -

৬৫৪৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাব্বাহ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে যাবে তখন মু'মিনের স্বপ্ন খুব কমই অবাস্তবায়িত থাকবে। আর মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর নবুয়তের কোন কিছুই অবাস্তব হতে পারে না। রাবী মুহাম্মদ (র) বলেন, আমি এরূপ বলছি। তিনি বলেন, এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, স্বপ্ন তিন প্রকার, মনের কল্পনা, শয়তানের পক্ষ হতে ভীতি প্রদর্শন এবং আল্লাহ্র তরফ হতে সুসংবাদ। তাই যদি কেউ অপছন্দনীয় কিছু দেখে তবে সে যেন তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। বরং উঠে যেন (নফল) সালাত আদায় করে নেয়। রাবী বলেন, স্বপ্নে শৃংখল দেখা অপছন্দনীয় মনে করা হত এবং পায়ে বেড়ি দেখাকে তারা পছন্দ করতেন। বলা হত, পায়ে বেড়ি দেখার ব্যাখ্যা হলো দীনের ওপর অবিচল থাকা। কাতাদা, ইউনুস, হিশাম ও আবূ হিলাল (র) — আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীসকে বর্ণনা করেছেন। আর কেউ কেউ এসবকে হাদীসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (পক্ষান্তরে) আউদের বর্ণনা কৃত হাদীস সুস্পষ্ট। ইউনুস (র) বলেছেন, আমি বন্ধনের ব্যাখ্যাকে নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকেই মনে করি। আবূ আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, শৃংখল গলদেশেই বাঁধা হয়।

٢٩٥٥ بَابُ الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ فِى الْمَنَامِ

২৯৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে প্রবাহিত ঝর্ণা দেখা

banglainternet.com

٦٥٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اُمِّ الْعَلَاءِ وَهِىَ امْرَاَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ قَالَتْ طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ فِي السُّكْنٰى حَيْثُ اقْتَرَعَتِ الْاَنْصَارُ عَلٰى سُكْنٰى الْمُهَاجِرِيْنَ فَاشْتَكٰى فَمَرَّضْنَاهُ حَتّٰى تُوُفِّيَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي اَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ اَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ اَكْرَمَكَ اللّٰهُ، قَالَ وَمَا يُدْرِيْكِ ؟ قُلْتُ لَا اَدْرِي وَاللّٰهِ . قَالَ اَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ ، اِنِّي لَاَرْجُوْ لَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللّٰهِ ،وَاللّٰهِ مَا اَدْرِي وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ قَالَتْ اُمُّ الْعَلَاءِ فَوَاللّٰهِ لَا اُزَكِّي اَحَدًا بَعْدَهُ قَالَتْ وَرَاَيْتُ لِعُثْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِي فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ ذٰلِكَ عَمَلُهُ يَجْرِي لَهُ-

৬৫৪৫ আবদান (র) ..... তাদেরই এক মহিলা উম্মুল আলা (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়'আত করেছিলেন — থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মুহাজিরদের বাসস্থান নিরূপণের জন্য আনসারগণ লটারী দিলেন, তখন আমাদের ঘরে বসবাসের জন্য উসমান ইব্ন মাযউন (রা) আমাদের ভাগে পড়েন। তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে আমরা তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করি। অবশেষে তিনি মারা যান। এরপর আমরা তাকে তার কাপড় দিয়েই কাফন পরিয়ে দেই। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরে আসলেন। তখন আমি বললাম, হে আবূ সাইব! তোমার ওপর আল্লাহ্‌র রহমত হোক। তোমার বেলায় আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ্ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি বললেন ঃ তুমি তা কি করে জানলে? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানি না। তিনি বললেন ঃ তার তো মৃত্যু হয়ে গেছে, আমি তার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কল্যাণেরই আশাবাদী। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আল্লাহ্‌র রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না যে, আমার সাথে এবং তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে? উম্মুল আলা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আর কখনও কারো শুদ্ধচিত্ততা প্রত্যয়ন করব না। উম্মুল আলা (রা) বলেন, আমি স্বপ্নে উসমান (রা)-এর জন্য প্রবহমান ঝর্ণা দেখেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে তা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন ঃ এটা তাঁর 'আমল' তার জন্য জারি থাকবে।

٦٩٥٦ بَابُ نَزْعِ الْمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ حَتّٰى يَرْوَى النَّاسُ ، رَوَاهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

২৯৫৬ অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নযোগে কূপ থেকে এমনভাবে পানি তুলতে দেখা যে লোকদের তৃষ্ণা নিবারিত হয়ে যায়। নবী ﷺ থেকে এ সম্পর্কীয় হাদীস আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন

٦٥٤٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا عَلٰى بِئْرٍ اَنْزِعُ مِنْهَا اِذْ جَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَاَخَذَ اَبُوْبَكْرٍ الدَّلْوَ ، فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ . وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ، ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ

banglainternet.com

اَبِى بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِى يَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًا مِنَ النَّاسِ يَفْرِى فَرْيَهُ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ-

৬৫৪৬ ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন কাসীর (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একদা (আমি স্বপ্নে দেখলাম) আমি একটি কূপের পাশে বসে কূপ থেকে পানি উত্তোলন করছি। ইত্যবসরে আমার কাছে আবূ বকর ও উমর আসল। আবূ বকর বালতিটি হাতে নিয়ে এক বা দু'বালতি পানি উঠাল। আর তার উত্তোলনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন। এরপর আবূ বকরের হাত থেকে উমর তা গ্রহণ করল। তার হাতে বালতিটি বেশ বড় হয়ে গেল। আমি কোন শক্তিশালী ব্যক্তিকে উমরের ন্যায় এতটা ঝানু কর্মঠ দেখিনি। ফলে লোকেরা তাদের পরিতৃপ্ত উটগুলো নিয়ে বাসস্থানে পৌঁছে গেল।

٢٩٥٧ بَابُ نَزْعِ الذَّنُوْبِ وَالذَّنُوْبَيْنِ مِنَ الْبِئْرِ بِضَعْفٍ

২৯৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে দুর্বলতার সাথে কূপ থেকে এক বা দু'বালতি পানি তুলতে দেখা

٦٥٤٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِى اَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوْا فَقَامَ اَبُوْ بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِى نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ قَامَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَمَا رَاَيْتُ مِنَ النَّاسِ يَفْرِى فَرْيَهُ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ-

৬৫৪৭ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... সালিমের পিতা [আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ বকর ও উমর (রা) সম্পর্কে নবী ﷺ-এর স্বপ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি লোকদেরকে সমবেত হতে দেখলাম। তখন আবূ বকর দাঁড়িয়ে এক বা দু'বালতি পানি উত্তোলন করল। আর তার উত্তোলনে কিছু দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন। এরপর ইবনুল খাত্তাব দাঁড়াল। আর তার হাতে বালতিটি বেশ বড় হয়ে গেল। আমি লোকদের মধ্যে উমরের ন্যায় এতটা ঝানু কর্মঠ কাউকে দেখিনি। ফলে লোকেরা তাদের পরিতৃপ্ত উটগুলি নিয়ে বাসস্থানে পৌঁছে গেল।

٦٥٤٨ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ ابْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدٌ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِى عَلٰى قَلِيْبٍ وَعَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَاشَاءَ اللّٰهُ ، ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ اَبِى قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِى نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَاَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ-

banglainternet.com

৬৫৪৮ সাঈদ ইব্‌ন উফায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একদা আমি নিদ্রায় ছিলাম। দেখলাম, আমি একটি কূপের পাশে রয়েছি। আর এর নিকট একটি বালতি রয়েছে। আমি কূপ থেকে পানি উত্তোলন করলাম — যতখানি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল। এরপর বালতিটি ইব্‌ন আবূ কুহাফা গ্রহণ করেন। তিনি কূপ থেকে এক বা দু'বালতি পানি উত্তোলন করেন। তার উত্তোলনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন। তারপর বালতিটি বেশ বড় হয়ে গেল। তখন তা উমর ইব্‌নুল খাত্তাব গ্রহণ করল। আমি কোন শক্তিশালী ব্যক্তিকে উমরের ন্যায় পানি উত্তোলন করতে দেখিনি। অবশেষে লোকেরা তাদের পরিতৃপ্ত উটগুলো নিয়ে বাসস্থানে পৌঁছে গেল।

٢٩٥٨ بَابُ الْاِسْتِرَاحَةِ فِى الْمَنَامِ

২৯৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে বিশ্রাম করতে দেখা

٦٥٤٩ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ اَنِّى عَلٰى حَوْضٍ اَسْقِى النَّاسَ فَاَتَانِى اَبُوْ بَكْرٍ فَاَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِى لِيُرِيْحَنِى فَنَزَعَ ذَنُوْبَيْنِ وَفِى نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ فَاَتَى ابْنُ الْخَطَّابِ فَاَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يَنْزِعُ حَتّٰى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ-

৬৫৪৯ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি একদা নিদ্রায় ছিলাম। দেখলাম, আমি একটি হাউযের কাছ থেকে লোকদেরকে পানি পান করাচ্ছি। তখন আমার কাছে আবূ বকর আসল। আমাকে বিশ্রাম দেওয়ার নিমিত্ত আমার হাত থেকে সে বালতিটি নিয়ে গেল এবং দু'বালতি পানি উঠাল। আর তার উত্তোলনে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন। এরপর ইব্‌নুল খাত্তাব এসে তার কাছ থেকে তা নিয়ে নিল এবং পানি উত্তোলন করতে থাকল। অবশেষে লোকেরা (পরিতৃপ্ত হয়ে) ফিরে গেল, অথচ হাউযের পানি প্রবাহিত হচ্ছিল।

٢٩٥٩ بَابُ الْقَصْرِ فِى الْمَنَامِ

২৯৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে প্রাসাদ দেখা

٦٥٥٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ ، رَاَيْتُنِى فِى الْجَنَّةِ ، فَاِذَا امْرَاَةٌ تَتَوَضَّأُ اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ ، قُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوْا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَبَكٰى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ قَالَ اَعَلَيْكَ بِاَبِى اَنْتَ وَاُمِّى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغَارُ-

banglainternet.com

৬৫৫০ সাঈদ ইবন উফায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আমি এক সময় ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি আমাকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। একজন মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে ওযূ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই প্রাসাদটি কার? তারা বলল, উমরের। তখন তার আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করলাম। তাই আমি ফিরে এলাম। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এ কথা শুনে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক! হে আল্লাহ্র রাসূল (আপনার উপরেও কি) আমি আত্মমর্যাদাবোধ প্রদর্শন করব?

٦٥٥١ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا اَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا ؟ فَقَالُوْا لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَا مَنَعَنِي اَنْ اَدْخُلَهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اِلاَّ مَا اَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ قَالَ وَعَلَيْكَ اَغَارُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ-

৬৫৫১ আমর ইবন আলী (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। আমি আমাকে একটা স্বর্ণের প্রাসাদের নিকট দেখতে পেলাম। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কার? তারা বলল, কুরাইশের জনৈক ব্যক্তির। হে ইবনুল খাত্তাব! এ প্রাসাদে ঢুকতে আমাকে কিছুই বাধা দিচ্ছিল না। কেবল তোমার আত্মমর্যাদাবোধ, যা আমার জানা ছিল। উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার উপরেও কি আমি আত্মমর্যাদাবোধ প্রদর্শন করব?

٢٩٦٠. بَابُ الْوَضُوْءِ فِي الْمَنَامِ

২৯৬০. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে ওযূ করতে দেখা

٦٥٥٢ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَاِذَا امْرَاَةٌ تَتَوَضَّأُ اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ ، قَالُوْا لِعُمَرَ ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكٰى عُمَرُ وَقَالَ عَلَيْكَ بِاَبِي وَاُمِّي يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغَارُ-

৬৫৫২ ইয়াহ্ইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি আমাকে জান্নাতে দেখতে পেলাম এবং (দেখতে পেলাম) যে একজন মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে ওযূ করছে। আমি বললাম ঃ এ প্রাসাদটি কার? তারা বলল, উমরের। তখন তার আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করে আমি ফিরে এলাম। তা শুনে উমর (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক। হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার উপরেও কি আমি আত্মমর্যাদাবোধ দেখাব?

banglainternet.com

٢٩٤١ بَابُ الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ

২৯৬১. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে কা'বা গৃহ তাওয়াফ করা

٦٥٥٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِي اَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ فَاِذَا رَجُلٌ اٰدَمُ سَبِطُ الشَّعَرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطُفُ رَاْسُهُ مَاءً ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوْا ابْنُ مَرْيَمَ ، فَذَهَبْتُ اَلْتَفِتُ فَاِذَا رَجُلٌ اَحْمَرُ جَسِيْمٌ جَعْدُ الرَّاْسِ اَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوْا هٰذَا الدَّجَّالُ اَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ وَابْنُ قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ-

৬৫৫৩ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি একদা নিদ্রায় ছিলাম। তখন আমি আমাকে কা'বা গৃহ তাওয়াফ রত অবস্থায় দেখতে পেলাম। এমন সময় সোজা চুল বিশিষ্ট একজন পুরুষকে দু'জন পুরুষের মাঝখানে দেখলাম, যার মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? তারা বলল, ইব্ন মারিয়াম। এরপর আমি ফিরে আসতে লাগলাম। এ সময় একজন লাল বর্ণের মোটাসোটা, কোঁকড়ান চুল বিশিষ্ট, ডানচোখ কানা ব্যক্তিকে দেখলাম। তার চোখটি যেন ভাসমান আঙুর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? তারা বলল, এ হচ্ছে দাজ্জাল। তার সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি হল ইব্ন কাতান। আর ইব্ন কাতান হল বনূ মুস্তালিক গোত্রের খুযাআ বংশের একজন লোক।

٢٩٦٢ بَابُ اِذَا اَعْطٰى فَضْلَهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْمِ

২৯৬২. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে নিজের অবশিষ্ট পানীয় থেকে অন্যকে দেওয়া

٦٥٥٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى اِنِّي لَاَرَى الرِّيَّ يَجْرِي ، ثُمَّ اَعْطَيْتُ عُمَرَ ، قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الْعِلْمَ-

৬৫৫৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি দেখলাম, দুধের একটা পেয়ালা আমাকে দেওয়া হল। তা থেকে আমি (এত বেশি) পান করলাম যে, আমাতে তৃপ্তির চিহ্ন প্রবাহিত হচ্ছিল। অতঃপর (অবশিষ্টাংশ) উমরকে দিলাম। সাহাবাগণ বললেন, এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি প্রদান করলেন হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন ঃ ইল্ম।

banglainternet.com

٢٩٦٣ بَابُ الْاَمْنِ وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِى الْمَنَامِ

২৯৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে নিরাপদ মনে করা ও ভীতি দূর হতে দেখা

٦٥٥٥ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ اِنَّ رِجَالاً مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانُوْا يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُصُّوْنَهَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَاَنَا غُلاَمٌ حَدِيْثُ السِّنِّ وَبَيْتِى الْمَسْجِدُ قَبْلَ اَنْ اَنْكِحَ ، فَقُلْتُ فِى نَفْسِىْ لَوْ كَانَ فِيْكَ خَيْرٌ لَرَاَيْتَ مِثْلَ مَايَرَى هٰؤُلاَءِ ، فَلَمَّا اضْطَجَعْتُ لَيْلَةً قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِىَّ خَيْرًا فَاَرِنِى رُؤْيَا ، فَبَيْنَمَا اَنَا كَذٰلِكَ اِذْ جَاءَنِى مَلَكَانِ فِى يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ يُقْبِلاَنِ بِى وَاَنَا بَيْنَهُمَا اَدْعُوْ اللّٰهَ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ ثُمَّ اُرَانِى لَقِيَنِى مَلَكٌ فِى يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ لَنْ تُرَاعَ نِعْمَ الرَّجُلُ اَنْتَ لَوْ تُكْثِرُ الصَّلاَةَ فَانْطَلَقُوْا بِى حَتّٰى وَقَفُوْنِى بِجَهَنَّمَ مَطْوِيَّةً كَطَىِّ الْبِئْرِ لَهُ قُرُوْنٌ كَقَرْنِ الْبِئْرِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ وَاَرَى فِيْهَا رِجَالاً مُعَلَّقِيْنَ بِالسَّلاَسِلِ رُؤُسُهُمْ اَسْفَلَهُمْ عَرَفْتُ فِيْهَا رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ فَانْصَرَفُوْا بِى عَنْ ذَاتِ الْيَمِيْنِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَالَ نَافِعٌ لَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ-

৬৫৫৫ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বেশ কজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে স্বপ্ন দেখতেন। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তা বর্ণনা করতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর ব্যাখ্যা দিতেন যা আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন। আমি তখন অল্প বয়স্ক যুবক। আর বিয়ের আগে মসজিদই ছিল আমার ঘর। আমি মনে মনে নিজেকে সম্বোধন করে বললাম, যদি তোমার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকত তাহলে তুমি তাদের ন্যায় স্বপ্ন দেখতে। আমি এক রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বললাম, হে আল্লাহ্! আপনি যদি জানেন যে, আমার মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত আছে তাহলে আমাকে কোন একটি স্বপ্ন দেখান। আমি ঐ অবস্থায়ই (ঘুমিয়ে) রইলাম। দেখলাম আমার কাছে দু'জন ফেরেশ্‌তা এসেছেন। তাদের প্রত্যেকের হাতেই লোহার একটি করে হাতুড়ি। তারা আমাকে নিয়ে (জাহান্নামের দিকে) অগ্রসর হচ্ছেন। আর আমি তাদের উভয়ের মাঝখানে থেকে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করছি, হে আল্লাহ্! আমি জাহান্নাম থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর আমাকে দেখান হল যে, একজন ফেরেশ্‌তা আমার কাছে এসেছেন। তাঁর হাতে লোহার একটি হাতুড়ি। সে আমাকে বলল, তোমার

banglainternet.com

অবশ্যই কোন ভয় নেই। তুমি খুবই ভাল লোক, যদি বেশি করে সালাত আদায় করতে। তারা আমাকে নিয়ে চলল, অবশেষে তারা আমাকে জাহান্নামের (তীরে এনে) দাঁড় করাল, (যা দেখতে) কূপের ন্যায় গোলাকার। আর কূপের ন্যায় এরও রয়েছে অনেক শিং। আর দু'শিং-এর মাঝখানে একজন ফেরেশতা, যার হাতে লোহার একটি হাতুড়ি। আর আমি এতে কিছু লোককে (জাহান্নামে) শিকল পরিহিত দেখলাম। তাদের মাথা ছিল নিচের দিকে। কুরাইশের কতক ব্যক্তিকে তথায় আমি চিনে ফেললাম। অতঃপর তারা আমাকে ডানদিকে নিয়ে ফিরল। এ ঘটনা (স্বপ্ন) আমি হাফসা (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। আর হাফসা (রা) তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বর্ণনা করলেন ঃ তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আবদুল্লাহ্ তো সৎকর্মপরায়ণ লোক। নাফি' (র) বলেন, এরপর থেকে তিনি সর্বদা বেশি করে (নফল) সালাত আদায় করতেন।

٢٩٦٤ بَابُ الأَخْذِ عَلَى الْيَمِيْنِ فِي النَّوْمِ

২৯৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে ডান দিক গ্রহণ করতে দেখা

٦٥٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا عَزَبًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْتُ أَبِيْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ مَنْ رَأَى مَنَامًا قَصَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ فَأَرِنِي مَنَامًا يُعَبِّرُهُ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتَيَانِي فَانْطَلَقَا بِي فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي لَنْ تُرَاعَ إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَانْطَلَقَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَإِذَا فِيْهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ فَأَخَذَا بِي ذَاتَ الْيَمِيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِحَفْصَةَ فَزَعَمَتْ حَفْصَةُ أَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بَعْدَ ذٰلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ-

৬৫৫৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর যুগে অবিবাহিত যুবক ছিলাম। আমি মসজিদেই রাত্রি যাপন করতাম। আর যারাই স্বপ্নে কিছু দেখত তারা তা নবী ﷺ -এর কাছে বর্ণনা করত। আমি বললাম, হে আল্লাহ্! যদি তোমার নিকট আমার জন্য কোন কল্যাণ নিহিত থাকে, তাহলে আমাকে কোন স্বপ্ন দেখাও, যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আমি নিদ্রা গেলাম, তখন দেখতে পেলাম যে দু'জন ফেরেশতা আমার কাছে এসে আমাকে নিয়ে চলল, এরপর তাদের সাথে অপর একজন ফেরেশতার সাক্ষাৎ ঘটল। সে আমাকে বলল, তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই। তুমি তো একজন সৎকর্মপরায়ণ লোক। এরপর তারা আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চলল, এটি যেন কূপের ন্যায় গোলাকার নির্মিত। আর এর মধ্যে বেশ কিছু লোক রয়েছে। এদের কতককে আমি চিনতে পারলাম। এরপর তারা আমাকে ডানদিকে নিয়ে চলল। যখন সকাল হল, আমি হাফসা (রা)-এর নিকট সব ঘটনা উল্লেখ করলাম। পরে হাফসা (রা) বললেন যে, তিনি তা নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা

banglainternet.com

করেছেন। আর তিনি বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ লোক। (তিনি আরও বলেছেন) যদি সে রাতে বেশি করে সালাত আদায় করত। যুহরী (র) বলেন, এরপর থেকে আবদুল্লাহ্ (ইব্ন উমর) (রা) রাতে বেশি করে সালাত আদায় করতে লাগলেন

٢٩٦٥ بَابُ الْقَدَحِ فِي النَّوْمِ

২৯৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে পেয়ালা দেখা

٦٥٥٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ اَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْعِلْمَ-

৬৫৫৭ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম। দেখলাম, আমার কাছে দুধের একটা পিয়ালা আনা হল। আমি তা থেকে পান করলাম। এরপর আমার অবশিষ্টাংশ উমর ইব্ন খাত্তাবকে প্রদান করলাম। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এর ব্যাখ্যা কি প্রদান করেছেন। তিনি বললেন ঃ ..... ইল্ম।

٢٩٦٦ بَابُ اِذَا طَارَ الشَّيْءُ فِي الْمَنَامِ

২৯৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে কোন কিছু উড়তে দেখা

٦٥٥٨ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ نَشِيْطٍ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رُؤْيَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِي ذَكَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لِي اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُرِيْتُ اَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَطَعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا فَاُذِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَاَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوْزُ بِالْيَمَنِ وَالْاٰخَرُ مُسَيْلِمَةُ-

৬৫৫৮ সাঈদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সকল স্বপ্নের উল্লেখ করেছেন আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম, আমাকে দেখানো হলো যে আমার হাত দু'টিতে স্বর্ণের দু'টি চুড়ি রাখা হয়েছে। আমি সে দু'টি কেটে ফেললাম এবং অপছন্দ করলাম। অতঃপর আমাকে অনুমতি প্রদান করা হল, আমি উভয়টিকে ফুঁ দিলাম, ফলে উভয়টি উড়ে গেল। আমি চুড়ি দু'টির এ ব্যাখ্যা

banglainternet.com

প্রদান করলাম যে, দু'জন মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার বের হবে। উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেন, এদের একজন হল, আল আনসী যাকে ইয়ামানে ফায়রূয (রা) কতল করেছেন। আর অপরজন হল মুসায়লিমা।

٢٩٦٧ بَابٌ اِذَا رَاٰى بَقَرًا تُنْحَرُ

২৯৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে গরু যবেহ হতে দেখা

٦٥٥٩ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى اُرَاهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ اِلٰى اَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلِى اِلٰى اَنَّهَا الْيَمَامَةُ اَوْ هَجَرُ فَاِذَا هِىَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ وَرَاَيْتُ فِيْهَا بَقَرًا وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَاِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ اُحُدٍ وَاِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِى اٰتَانَا اللّٰهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ -

৬৫৫৯ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখি যে আমি মক্কা থেকে এমন এক স্থানের দিকে হিজরত করছি যেখানে খেজুর বৃক্ষ রয়েছে। তখন আমার ধারণা হল, সেই স্থানটি 'ইয়ামামা' অথবা 'হাজার' হবে। অথচ সে স্থানটি হল মদীনা তথা ইয়াসরিব। আর আমি (স্বপ্নে) সেখানে একটি গরু দেখলাম। আল্লাহ্‌র কসম! এটা কল্যাণকরই। গরুর ব্যাখ্যা হল উহুদের যুদ্ধে (শাহাদাত প্রাপ্ত) মু'মিনগণ। আর কল্যাণের ব্যাখ্যা হল এটাই, যে কল্যাণ আল্লাহ্ আমাদের দিয়েছেন এবং সত্যের বিনিময় যা আল্লাহ্ বদর যুদ্ধের পর আমাদেরকে প্রদান করেছেন।

٢٩٦٨ بَابُ النَّفْخِ فِى الْمَنَامِ

২৯৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে ফুঁ দেওয়া

٦٥٦٠ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ ، وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اِذْ اُوْتِيْتُ خَزَائِنَ الْاَرْضِ ، فَوُضِعَ فِى يَدَىَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرَا عَلَىَّ وَاَهَمَّانِى فَاُوْحِىَ اِلَىَّ اَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَاَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ الَّذَيْنِ اَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ-

৬৫৬০ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমরা সর্বশেষ এবং সর্বপ্রথম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বলেছেন ঃ একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। দেখলাম আমাকে ভূ-পৃষ্ঠের ভাণ্ডারসমূহ দেওয়া হয়েছে। আর আমার হাতে স্বর্ণের দু'টি চুড়ি রাখা হয়, যা আমার কাছে কষ্টকর মনে হল। আর আমাকে চিন্তায় ফেলে দিল। তখন আমাকে নির্দেশ করা হল, যেন আমি চুড়ি দু'টিতে ফুঁ দেই। তাই আমি উভয়টিতে ফুঁ দিলাম (চুড়ি দু'টি উড়ে গেল)। আমি চুড়ি দু'টির ব্যাখ্যা

banglainternet.com

এভাবে দিলাম যে, (নবুয়তের) দু'জন মিথ্যা দাবিদার রয়েছে, যাদের মাঝখানে আমি আছি ; সানআর বাসিন্দা ও ইয়ামামার বাসিন্দা।

٢٩٦٩ بَابُ اِذَا رَاَى اَنَّهُ اَخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُوَّرَةٍ فَاَسْكَنَهُ مَوْضِعًا اٰخَرَ

২৯৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে একদিক থেকে একটা জিনিস বের করে অন্যত্র রেখেছে

٦٥٦١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى اَخِى عَبْدُ الْحَمِيْدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ كَاَنَّ امْرَاَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّاْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِىَ الْجُحْفَةُ فَتَاَوَّلْتُ اَنَّ وَبَاءَ الْمَدِيْنَةِ نُقِلَ اِلَيْهَا-

৬৫৬১ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... সালিমের পিতা আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি দেখেছি যেন এলোমেলো কেশ বিশিষ্ট একজন কালো মহিলা মদীনা থেকে বের হয়ে মাহইয়াআ নামক স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আর এটিকে জুহ্ফা বলা হয়। আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা এরূপ প্রদান করলাম যে, মদীনার মহামারী তথায় স্থানান্তরিত হল।

٢٩٧٠ بَابُ الْمَرْاَةِ السَّوْدَاءِ

২৯৭০. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে কালো মহিলা দেখা

٦٥٦٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى ابْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِى رُؤْيَا النَّبِىِّ ﷺ فِى الْمَدِيْنَةِ رَاَيْتُ امْرَاَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّاْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةَ فَاَوَّلْتُهَا اَنَّ وَبَاءَ الْمَدِيْنَةِ نُقِلَ اِلٰى مَهْيَعَةَ وَهِىَ الْجُحْفَةُ-

৬৫৬২ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর মুকাদ্দামী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মদীনা সম্পর্কে নবী ﷺ-এর স্বপ্নের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি দেখেছি এলোমেলো চুল বিশিষ্ট একজন কালো মহিলা মদীনা থেকে বের হয়েছে। অবশেষে মাহইয়াআ নামক স্থানে অবস্থান নিয়েছে। আমি এর ব্যাখ্যা এরূপ প্রদান করলাম যে, মদীনার মহামারী মাহইয়াআ তথা জুহ্ফা নামক স্থানে স্থানান্তরিত হল।

٢٩٧١ بَابُ الْمَرْاَةِ الثَّائِرَةِ الرَّاْسِ

২৯৭১. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে এলোমেলো চুলবিশিষ্ট মহিলা দেখা

banglainternet.com

٦٥٦٣ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ امْرَاَةً

سَوْدَاءُ ثَائِرَةُ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتَّى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِيْنَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا -

৬৫৬৩ ইবরাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)..... সালিমের পিতা আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি। এলোমেলো চুল বিশিষ্ট একজন কালো মহিলা মদীনা থেকে বের হয়ে মাহইয়াআ তথা জুহ্‌ফা নামক স্থানে গিয়ে থেমেছে। আমি এর ব্যাখ্যা এরূপ দিলাম যে, মদীনার মহামারী তথায় স্থানান্তরিত হল।

٢٩٧٢ بَابُ إِذَا رَأَى أَنَّهُ هَزَّ سَيْفًا فِي الْمَنَامِ

২৯৭২. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে নিজেকে তরবারী নাড়াচাড়া করতে দেখা

٦٥٦٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي رُؤْيَا أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى، فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ ، وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ-

৬৫৬৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর স্বপ্ন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম একটা তরবারী নাড়াচাড়া করছি। আর এর মধ্যভাগ ভেঙ্গে গেল। এর ব্যাখ্যা হল বিপদ, যা উহুদের যুদ্ধে মু'মিনদের ভাগ্যে ঘটেছে। পুনরায় আমি তরবারীটি নাড়লাম। এতে তরবারীটি পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে সুন্দর অবস্থায় ফিরে এল। এর ব্যাখ্যা হল আল্লাহ্‌র দেওয়া বিজয় ও মু'মিনদের ঐক্য।

٢٩٧٣ بَابُ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ

২৯৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় স্বপ্ন বর্ণনায় মিথ্যার আশ্রয় নিল

٦٥٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ أَوْ يَفِرُّوْنَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ ، قَالَ سُفْيَانُ وَصَلَهُ لَنَا أَيُّوْبُ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ مَنْ كَذَبَ فِي رُؤْيَاهُ ، وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ مَنْ صَوَّرَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنِ اسْتَمَعَ-

banglainternet.com

৬৫৬৫ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দেখার ভান করল যা সে দেখেনি। তাকে দু'টি যবের দানায় গিট লাগানোর জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে তা কখনও পারবে না। যে কেউ কোন এক দলের কথার দিকে কান লাগাল। অথচ তারা এটা পছন্দ করে না অথবা বলেছেন—অথচ তারা তার থেকে পলায়নপর। কিয়ামতের দিন তার উভয় কানে সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। আর যে কেউ কোন প্রাণীর ছবি আঁকে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাতে প্রাণ ফুঁকে দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে প্রাণ ফুঁকতে পারবে না। সুফয়ান বলেছেন, আইউব এই হাদীসটি আমাদেরকে মওসুল রূপে বর্ণনা করেছেন।

কুতায়বা (র) বলেন, আবূ আওয়ানা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে তাঁর উক্তি বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি নিজের স্বপ্ন মিথ্যা বর্ণনা করে .....।

শু'বা (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে তাঁর উক্তি বর্ণনা করেন, যে কেউ ছবি আঁকে ..... যে কেউ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে ..... যে কেউ কান লাগায় .....।

٦٥٦٦ حَدَّثَنِي اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنِ اسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ نَحْوَهُ تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ-

৬৫৬৬ ইসহাক (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) যে কেউ কান লাগাবে ..... যে কেউ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করবে ..... যে কেউ ছবি আঁকবে..... অবশিষ্ট হাদীস অনুরূপ বর্ণনা করেছেন.....। হিশাম (র) ইকরামা থেকে ইব্ন আব্বাস সূত্রে খালিদ এর অনুসরণ করেছেন।

٦٥٦٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَفْرَى الْفِرَى اَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا.

৬৫৬৭ আলী ইব্ন মুসলিম (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সবচেয়ে নিকৃষ্ট মিথ্যা হল আপন চক্ষুকে এমন কিছু দেখার (দাবি করা) যা চক্ষুদ্বয় দেখতে পায়নি।

٢٩٧٤ بَابُ اِذَا رَاَى مَا يَكْرَهُ فَلاَ يُخْبِرْ بِهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا

২৯৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে অপসন্দনীয় কোন কিছু দেখলে তা কারো কাছে না বলা এবং সে সম্পর্কে কোন আলোচনা না করা

٦٥٦٨ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ لَقَدْ كُنْتُ اَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي حَتّٰى سَمِعْتُ اَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ وَاَنَا كُنْتُ اَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي حَتّٰى سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللّٰهِ، فَاِذَا رَاَى اَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ اِلاَّ مَنْ يُحِبُّ، وَاِذَا رَاَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ

banglainternet.com

بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتْفُلْ ثَلاَثًا وَلاَ يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ-

৬৫৬৮ সাঈদ ইবন রাবী (র) ..... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম যা আমাকে রোগাক্রান্ত করে ফেলত। অবশেষে আমি আবূ কাতাদা (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম যা আমাকে রোগাক্রান্ত করে ফেলত। অবশেষে আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাই যখন কেউ পছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে তখন এমন ব্যক্তির কাছেই বলবে, যাকে সে পছন্দ করে। আর যখন অপছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে তখন যেন সে এর ক্ষতি ও শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চায় এবং তিনবার থু থু ফেলে আর সে যেন তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না।

٦٥٦٩ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذٰلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ-

৬৫৬৯ ইবরাহীম ইবন হামযা (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন কেউ এমন কোন স্বপ্ন দেখে যা সে পছন্দ করে, তবে মনে করবে যে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়েছে। তখন যেন সে এজন্য আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে এবং তা বর্ণনা করে। আর যখন এর বিপরীত কোন স্বপ্ন দেখে, যা সে পছন্দ করে না, মনে করবে তা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। তখন যেন সে এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চায় এবং তা কারো কাছে বর্ণনা না করে। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না।

٢٩٧٥ بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبْ

২৯৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ ভুল ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যাকে প্রথমেই চূড়ান্ত বলে মনে না করা

٦٥٧٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ بِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ بِهِ

banglainternet.com

ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاللّٰهِ لَتَدَعَنِّىْ فَاَعْبُرَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَعْبُرْ قَالَ اَمَّا الظُّلَّةُ فَالْاِسْلَامُ ، وَاَمَّا الَّذِىْ يَنْطِفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ فَالْقُرْاٰنُ حَلَاوَتُهُ تَنْطِفُ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالْمُسْتَقِلُّ ، وَاَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِىْ اَنْتَ عَلَيْهِ تَاْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيْكَ اللّٰهُ ، ثُمَّ يَاْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُوْ بِهِ ، ثُمَّ يَاْخُذُ رَجُلٌ اٰخَرُ فَيَعْلُوْ بِهِ ثُمَّ يَاْخُذُهُ رَجُلٌ اٰخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوْصَلُ لَهُ فَيَعْلُوْ بِهِ فَاَخْبِرْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ اَاَصَبْتُ اَمْ اَخْطَاْتُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَصَبْتَ بَعْضًا وَاَخْطَاْتَ بَعْضًا ، قَالَ فَوَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَتُحَدِّثَنِّىْ بِالَّذِىْ اَخْطَاْتُ ، قَالَ لَا تُقْسِمْ-

৬৫৭০ ইয়াহ্ইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি গত রাতে স্বপ্নে একখণ্ড মেঘ দেখতে পেলাম, যা থেকে ঘি ও মধু ঝরছে। আমি লোকদেরকে দেখলাম তারা তা থেকে তুলে নিচ্ছে। কেউ বেশি পরিমাণ আবার কেউ কম পরিমাণ। আর দেখলাম, একটা রশি যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত মিলে রয়েছে। আমি দেখলাম আপনি তা ধরে উপরে চড়ছেন। তারপর অপর এক ব্যক্তি তা ধরল ও এর সাহায্যে উপরে উঠে গেল। এরপর আরেক জন তা ধরে এর দ্বারা উপরে উঠে গেল। এরপর আরেকজন তা ধরল। কিন্তু তা ছিঁড়ে গেল। পুনরায় তা জোড়া লেগে গেল। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতা কুরবান হোক! আল্লাহ্র কসম! আপনি অবশ্যই আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করার সুযোগ দিবেন। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি এর ব্যাখ্যা প্রদান কর। আবূ বকর (রা) বললেন, মেঘের ব্যাখ্যা হল ইসলাম। আর তার থেকে যে ঘি ও মধু ঝরছে তা হল কুরআন যার সুমিষ্টতা ঝরছে। কুরআন থেকে কেউ বেশি আহরণ করছে, আর কেউ কম। আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত ঝুলন্ত রশিটি হচ্ছে ঐ হক (মহাসত্য) যার উপর আপনি প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। আপনি তা ধরবেন, আর আল্লাহ্ আপনাকে উচ্চে আরোহণ করাবেন। আপনার পরে আরেকজন তা ধরবে। ফলে এর দ্বারা সে উচ্চে আরোহণ করবে। অতঃপর আরেকজন তা ধরে এর মাধ্যমে সে উচ্চে আরোহণ করবে। এরপর আরেকজন তা ধরবে। কিন্তু তা ছিঁড়ে যাবে। পুনরায় তা জোড়া লেগে যাবে, ফলে সে এর দ্বারা উচ্চে আরোহণ করবে। হে আল্লাহ্র রাসূল। আমার পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমাকে বলুন, আমি ঠিক বলেছি, না ভুল ? নবী ﷺ বললেন ঃ কিছু তো ঠিক বলেছ। আর কিছু ভুল বলেছ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র কসম! আপনি অবশ্যই আমাকে বলে দিবেন যা আমি ভুল করেছি। নবী ﷺ বললেন ঃ কসম দিও না।

banglainternet.com

٢٩٧٦ بَابُ تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

২৯৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের পরে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া

٦٥٧١ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ اَبُوْهِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْرَجَاءٍ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ لِاَصْحَابِهٖ هَلْ رَاٰى اَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُصَّ وَاَنَّهٗ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ اِنَّهٗ اَتَانِى اللَّيْلَةَ اٰتِيَانِ وَاِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِى وَاِنَّهُمَا قَالَا لِى انْطَلِقْ، وَاِنِّى انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَاِنَّا اَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَاِذَا اٰخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَاِذَا هُوَ يَهْوِى بِالصَّخْرَةِ لِرَاْسِهٖ فَيَثْلَغُ رَاْسَهٗ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَاْخُذُهٗ فَلَا يَرْجِعُ اِلَيْهِ حَتّٰى يَصِحَّ رَاْسُهٗ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهٖ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ الْمَرَّةَ الْاُوْلٰى قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا هٰذَانِ ؟ قَالَ قَالَا لِى انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَاِذَا اٰخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوْبٍ مِنْ حَدِيْدٍ وَاِذَا هُوَ يَاْتِى اَحَدَ شِقَّىْ وَجْهِهٖ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهٗ اِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَهٗ اِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهٗ اِلَى قَفَاهُ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ اَبُوْرَجَاءٍ فَيَشُقُّ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ اِلَى الْجَانِبِ الْاٰخَرِ فَيَفْعَلُ بِهٖ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْاَوَّلِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذٰلِكَ الْجَانِبِ حَتّٰى يَصِحَّ ذٰلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْاُوْلٰى، قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا هٰذَانِ؟ قَالَ قَالَا لِى انْطَلِقْ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّوْرِ قَالَ فَاَحْسِبُ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ فَاِذَا فِيْهِ لَغَطٌ وَاَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيْهِ فَاِذَا فِيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَاِذَا هُمْ يَاْتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ اَسْفَلَ مِنْهُمْ فَاِذَا اَتَاهُمْ ذٰلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰؤُلَاءِ؟ قَالَ قَالَا لِى انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتُ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ اَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وَاِذَا فِى النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَاِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهٗ حِجَارَةً كَثِيْرَةً، وَاِذَا ذٰلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَاْتِى ذٰلِكَ الَّذِى قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهٗ فَاهُ فَيُلْقِمُهٗ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ اِلَيْهِ فَغَرَ لَهٗ فَاهُ فَاَلْقَمَهٗ حَجَرًا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰذَانِ قَالَ قَالَا لِى انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيْهِ الْمَرْاٰةِ كَاَكْرَهِ مَا اَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْاٰةً وَاِذَا عِنْدَهٗ نَارٌ لَهٗ يَحُشُّهَا وَيَسْعٰى حَوْلَهَا، قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا

banglainternet.com

هٰذَا؟ قَالَ قَالاَ لِى انْطَلِقْ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيْعِ، وَاِذَا بَيْنَ ظَهْرَىِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لاَ اَكَادُ اَرَى رَاْسَهُ طُوْلاً فِى السَّمَاءِ، وَاِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ اَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَاَيْتُهُمْ قَطُّ، قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰذَا مَا هٰؤُلاَءِ قَالَ قَالاَ لِى انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا اِلَى رَوْضَةٍ عَظِيْمَةٍ لَمْ اَرَ رَوْضَةً قَطُّ اَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ اَحْسَنَ قَالَ قَالاَ لِى ارْقَ فِيْهَا قَالَ فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا فَانْتَهَيْنَا اِلَى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ فَاَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيْهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَاَقْبَحِ مَا اَنْتَ رَاءٍ، قَالَ قَالاَ لَهُمْ اذْهَبُوْا فَقَعُوْا فِى ذٰلِكَ النَّهَرِ . قَالَ وَاِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِى كَاَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِى الْبَيَاضِ فَذَهَبُوْا فَوَقَعُوا فِيْهِ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ السُّوْءُ عَنْهُمْ فَصَارُوْا فِى اَحْسَنِ صُوْرَةٍ . قَالَ قَالاَ لِى هٰذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهٰذَاكَ مَنْزِلُكَ . قَالَ فَسَمَا بَصَرِىْ صُعُدًا فَاِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَ قَالاَ لِى هٰذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمَا ذَرَانِى فَاَدْخُلَهُ قَالاَ اَمَّا الْاٰنَ فَلاَ وَاَنْتَ دَاخِلَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا فَاِنِّى قَدْ رَاَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا . فَمَا هٰذَا الَّذِى رَاَيْتُ ؟ قَالَ قَالاَ لِى اَمَا اِنَّا سَنُخْبِرُكَ . اَمَّا الرَّجُلُ الْاَوَّلُ الَّذِى اَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَاْسُهُ بِالْحَجَرِ فَاِنَّهُ الرَّجُلُ يَاْخُذُ الْقُرْاٰنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ . وَاَمَّا الرَّجُلُ الَّذِى اَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ اِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ اِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ اِلَى قَفَاهُ فَاِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُوْ مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْاٰفَاقَ . وَاَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِيْنَ هُمْ فِى مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّوْرِ فَاِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِى وَاَمَّا الرَّجُلُ الَّذِى اَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِى النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَاِنَّهُ اٰكِلُ الرِّبَا . وَاَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيْهُ الْمَرْاٰةِ الَّذِى عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعٰى حَوْلَهَا فَاِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَاَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيْلُ الَّذِى فِى الرَّوْضَةِ فَاِنَّهُ اِبْرَاهِيْمُ وَاَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُوْدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ . وَاَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ قَبِيْحٌ فَاِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُمْ-

banglainternet.com

৬৫৭১ মুয়াম্মাল ইব্ন হিশাম আবূ হিশাম (র) ..... সামুরা ইব্ন জুনদাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? রাবী বলেন, যাদের বেলায় আল্লাহর ইচ্ছা, তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। তিনি একদিন সকালে আমাদেরকে বললেন ঃ গত রাতে আমার কাছে দু'জন আগন্তুক আসল। তারা আমাকে উঠাল। আর আমাকে বলল, চলুন। আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। আমরা কাত হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফেটে যাচ্ছে। আর পাথর নিচে গিয়ে পতিত হচ্ছে। এরপর আবার সে পাথরটি অনুসরণ করে তা পুনরায় নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা পূর্বের ন্যায় পুনরায় ভাল হয়ে যায়। ফিরে এসে আবার অনুরূপ আচরণ করে, যা পূর্বে প্রথমবার করেছিল। তিনি বলেন, আমি তাদের (সাথীদ্বয়কে) বললাম, সুবহানাল্লাহ্! এরা কারা? তিনি বললেন, তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন। তিনি বলেন, আমরা চললাম, এরপর আমরা চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সে তার চেহারার একদিকে এসে এটা দ্বারা মুখমণ্ডলের একদিক মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে নাসারন্ধ্র, চোখ ও মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। আওফ (র) বলেন, আবূ রাজা (র) কোন কোন সময় 'ইয়ুশারশিরু' শব্দের পরিবর্তে 'ইয়াশুক্কু' শব্দ বলতেন। এরপর ঐ লোকটি শায়িত ব্যক্তির অপরদিকে যায় এবং প্রথম দিকের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে অনুরূপ আচরণই অপরদিকের সাথেও করে। ঐ দিক হতে অবসর হতে না হতেই প্রথম দিকটি পূর্বের ন্যায় ভাল হয়ে যায়। তারপর আবার প্রথমবারের ন্যায় আচরণ করে। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্! এরা কারা? তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন। আমরা চললাম এবং চুলা সদৃশ একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম। রাবী বলেন, আমার মনে হয় যেন তিনি বলেছিলেন, আর তথায় শোরগোলের শব্দ ছিল। তিনি বলেন, আমরা তাতে উঁকি মারলাম, দেখলাম তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী ও পুরুষ রয়েছে। আর নিচ থেকে নির্গত আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করে, তখনই তারা উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠে। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, এরা কারা? তারা আমাকে বলল, চলুন ,চলুন। তিনি বলেন, আমরা চললাম এবং একটা নদীর (তীরে) গিয়ে পৌঁছলাম। রাবী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, নদীটি ছিল রক্তের মত লাল। আর দেখলাম, এই নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি রয়েছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত করে রেখেছে। আর ঐ সাঁতারকারী ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সে ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছে, যে নিজের নিকট পাথর একত্রিত করে রেখেছে। তথায় এসে সে তার মুখ খুলে দেয় আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দেয়। এরপর সে চলে যায়, সাঁতার কাটতে থাকে; আবার তার কাছে ফিরে আসে, যখনই সে তার কাছে ফিরে আসে তখনই সে তার মুখ খুলে দেয়, আর ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটা পাথর ঢুকিয়ে দেয়। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তারা বলল, চলুন, চলুন। তিনি বলেন, আমরা চললাম এবং এমন একজন কুশ্রী ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুশ্রী বলে মনে হয়। আর দেখলাম, তার নিকট রয়েছে আগুন, যা সে জ্বালাচ্ছে ও তার চতুর্দিকে দৌড়াচ্ছে। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ লোকটি কে? তারা বলল, চলুন, চলুন। আমরা

banglainternet.com

চললাম এবং একটা সজীব শ্যামল বাগানে উপনীত হলাম, যেখানে বসন্তের হরেক রকম ফুলের কলি রয়েছে। আর বাগানের মাঝে আসমানের থেকে অধিক উঁচু দীর্ঘকায় একজন পুরুষ রয়েছে যার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছি না। এমনিভাবে তার চতুষ্পার্শ্বে এত বিপুল সংখ্যক বালক-বালিকা দেখলাম যে, এত বেশি আর কখনো আমি দেখিনি। আমি তাদেরকে বললাম, উনি কে ? এরা কারা ? তারা আমাকে বলল, চলুন, চলুন। আমরা চললাম এবং একটা বিরাট বাগানে গিয়ে পৌছলাম। এমন বড় এবং সুন্দর বাগান আমি আর কখনো দেখিনি। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এর ওপরে চড়ুন। আমরা ওপরে চড়লাম। শেষ পর্যন্ত সোনা-রূপার ইটের তৈরি একটি শহরে গিয়ে আমরা উপনীত হলাম। আমরা শহরের দরজায় পৌছলাম এবং দরজা খুলতে বললাম। আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল, আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। তখন তথায় আমাদের সাথে এমন কিছু লোক সাক্ষাৎ করল যাদের শরীরের অর্ধেক খুবই সুন্দর, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক সুন্দর মনে হয়। আর শরীরের অর্ধেক এমনই কুশ্রী ছিল। যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুশ্রী মনে হয়। তিনি বলেন, সাথীদ্বয় ওদেরকে বলল, যাও ঐ নদীতে গিয়ে নেমে পড়। আর সেটা ছিল সুপ্রশস্ত প্রবহমান নদী, যার পানি ছিল দুধের মত সাদা। ওরা তাতে গিয়ে নেমে পড়ল। অতঃপর এরা আমাদের কাছে ফিরে এল, দেখা গেল তাদের এ কুশ্রীতা দূর হয়ে গিয়েছে এবং তারা খুবই সুন্দর আকৃতির হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এটা জান্নাতে আদন এবং এটা আপনার বাসস্থান। তিনি বলেন, আমি বেশ উপরের দিকে তাকালাম, দেখলাম ধবধবে সাদা মেঘের ন্যায় একটি প্রাসাদ রয়েছে। তিনি বলেন, তারা আমাকে বলল, এটা আপনার বাসগৃহ। তিনি বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, আল্লাহ্ তোমাদের মাঝে বরকত দিন! আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এতে প্রবেশ করি। তারা বলল, আপনি অবশ্য এতে প্রবেশ করবেন। তবে এখন নয়। তিনি বলেন, আমি এ রাতে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেলাম, এগুলোর তাৎপর্য কি ? তারা আমাকে বলল, আচ্ছা! আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি। ঐ যে প্রথম ব্যক্তিকে যার কাছে আপনি পৌছেছিলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ঐ ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ করে তা ছেড়ে দিয়েছে। আর ফরয সালাত ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে। আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখেছেন যে, তার মুখের এক ভাগ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত, এমনিভাবে নাসারন্ধ্র ও চোখ মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল। সে হল ঐ ব্যক্তি, যে সকালে আপন ঘর থেকে বের হয়ে এমন কোন মিথ্যা বলে যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর এ সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা চুলা সদৃশ গর্তের অভ্যন্তরে রয়েছে তারা হল ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দল। আর ঐ ব্যক্তি, যার কাছে পৌছে দেখেছিলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে সে হল সুদখোর। আর ঐ কুশ্রী ব্যক্তি, যে আগুনের কাছে ছিল এবং আগুন জ্বালাচ্ছিল আর সে এর চতুষ্পার্শ্বে দৌড়াচ্ছিল, সে হল জাহান্নামের দারোগা, মালিক ফেরেশ্‌তা। আর ঐ দীর্ঘকায় ব্যক্তি যিনি বাগানে ছিলেন, তিনি হলেন, ইবরাহীম (আ)। আর তাঁর আশেপাশের বালক-বালিকারা হলো ঐসব শিশু, যারা ফিত্‌রাত (স্বভাবধর্মের) ওপর মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি বলেন, তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও কি ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও। আর ঐসব লোক যাদের অর্ধেকাংশ অতি সুন্দর ও অর্ধেকাংশ অতি কুশ্রী। তারা হল ঐ সম্প্রদায় যারা সৎ-অসৎ উভয় প্রকারের কাজ মিশ্রিতভাবে করেছে। আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

banglainternet.com